একটী কথা।

১

সে কি সদানন্দ-ধাম ?—
সেখানে স্নেহের ঘর,
ভেদ নাই পরাপর,
সকলেরি বুকে মাথা আনন্দ আরাম ?
সবারি "দেবত্ব" আশা,
সীমাশূন্য ভালবাসা,
উল্লাস অমৃত গীতি কণ্ঠে অবিরাম,
তুমি আছ যথা, সে কি সদানন্দ ধাম ?

২

সে কি নন্দন কানন ?—
সেথানে সোণার শাখে,
পারিজাত ফুটে থাকে,
স্বরগ-পাপিয়া ডাকে মধুর মোহন !
সোণার কমলদলে,
ভাসে মন্দাকিনী জলে,
অমৃত অমৃত গন্ধে ভরে প্রাণ মন !
তুমি যথা আছ, সে কি নন্দন কানন ?

৩

সে কি সত্য-ধর্ম্ম-পুর ?—
দেব-ঋষি পুলকিত,
গাহে হরিগুণ-গীত,
দেব-বালা ধর্ম্ম-গীতি গাহে সুমধুর !
অজর অমর লোক,
নাহি পাপ, রোগ, শোক,
নিষ্কাম বৈরাগ্য ব্রতে হিয়া ভরপুর !—
তুমি যথা আছ সে কি সত্য-ধর্ম্ম-পুর ?

৪

সে কি অমর আলয় ?—
ছাড়িয়া মানব-দেহ,
ভুলি প্রীতি ভুলি স্নেহ,
নর কি অমর হয়ে সেইখানে রয় ?
যারা এ অবনীতলে
ভাসে নয়নের জলে,
তাদেরে একটী কথা স্বপনে না কয় ?
তুমি আছ যথা, সে কি অমর-আলয় ?

৫

সে কি কুহকের ঠাই ?
সেখানে গেলে কি ছাই !
কিছু মনে থাকে নাই,
সেথা কি হেথার স্মৃতি "আপদ বালাই ?"
ধরার মমতা স্নেহ,
সেথা কি বোঝে না কেহ,
একটী পুরাণো কথা ভাবিতে কি নাই ?
তুমি যথা আছ সে কি কুহকের ঠাই ?

৬

সে কি চির সুখময় ?—
তাই হোক তাই হোক,
আমারি পরাণে সো'ক,
হোক এ মাটীর দেহ তিলে তিলে ক্ষয় !—
তুমি দিয়েছিলে দেখা,
পাষাণে তা' আছে লেখা,
হৃদয় ভাঙিলে সে তো মুছিবার নয় !
—নীরব-আঁখির জলে,

র কত দিন চলে,
কে জানে সুমুখে পড়ে কি দীর্ঘ সময়?
যে ক'দিন থাকে
গাহিব এ মহা গীতি,
এ'ই মম অফুরন্ত অনন্ত অক্ষয়!
আর—
তুমি যদি থাক সুখে,
সেই মন্ত্র জপি বুকে,
আগুনে জলিব সুখে, মরণে কি ভয়?
শুনিলে একটী কথা
ভুলে যাই সব ব্যথা,
হায়! সে একটী কথা কে আমারে কয়—
এখন কেমন আছ? আর কিছু নয়।

শ্রীবনকাঙ্গলি রচয়িত্রী।

আত্মসংযম।

(৪০১ সংখ্যা,—৫২ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অসংযত হইলে "ছয় রিপু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছয় রিপু বশীভূত করার প্রকৃত অর্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের সংযম। কোন্ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কোন্ রিপুর মূল এবং তাহাদিগের সংযমের উপায় বা কিরূপ, আমরা অদ্য তদ্বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের সংযমনই যে আত্মসংযমের প্রথম কার্য্য, ইহা আমাদের প্রধান স্মরণীয়।

১ম। দাম্পত্যানুরাগ—দাম্পত্যানুরাগ মানবের সহজ ও তীব্র প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির জন্য প্রাপ্তবয়সে নর নারীর হৃদয় পত্নী বা পতির প্রীতি আকাঙ্ক্ষা করে। সভ্য সমাজে বিবাহ-ক্রিয়া হইতে এই বৃত্তির বিকাশ ও চরিতার্থতা হয়। বিবাহ-ক্রিয়ার সহিত সামাজিক মঙ্গল একই সূত্রে গ্রথিত। মানবের দাম্পত্যানুরাগ, সফলতার সহিত গৃহধর্ম্ম পালন, ও প্রজা-বৃদ্ধি বিবাহের সাধারণ ফল; আর স্বাস্থ্য, প্রফুলতা, স্বার্থশূন্য প্রীতি অনুশীলন, সুসন্তান এবং ধর্ম্মপথে উন্নতিলাভ বিবাহের অসাধারণ ফল। যে দম্পতী সুশিক্ষিত, সংযত এবং শুদ্ধচেতা, তাঁহারাই ঐ সকল অসাধারণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে দম্পতী পরস্পরকে বিধাতৃ-প্রদত্ত বিশ্বস্ত সঙ্গী বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহাদের প্রীতির মধ্যে সম্ভ্রম অর্থাৎ ভক্তিভাব আছে, যাঁহাদের ভালবাসা আত্মবিসর্জ্জনের প্রতিরূপ অর্থাৎ একের মঙ্গল জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিয়া অন্যে পরমানন্দ—পরম তৃপ্তি লাভ করেন, যাঁহারা পরস্পরের মুখে ঐশিক পবিত্রতা অনুভব করেন, যাঁহারা মহৎ বিষয় সকল লক্ষ্য করিয়া একযোগে তদভিমুখে ধাবিত হন, যাঁহারা পরস্পরের শরীর, মন: ও আত্মার শক্তি ও সদ্ভাব সমূহ অনুশীলনের সহায় হইতে পারেন, তাঁহারাই সংযত ও শুদ্ধচেতা

দম্পতী। তাঁহাদের পবিত্র প্রেম সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, যৌবন বার্দ্ধক্য, জীবন মরণে বৃদ্ধি ভিন্ন কদাচ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। প্রথমতঃ সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ তাঁহারা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন। পার্থিব সকল বিষয়ে তাঁহারা যেমন সহযোগী, সহভোগী ও সহকর্ম্মী হইয়া থাকেন, ধর্ম্ম[illegible]নেও তাঁহারা সেইরূপ একে অন্যের সহায় স্বরূপ হন। সেই অর্থেই ভারতীয় আর্য্যগণ পত্নীকে "সহধর্ম্মিণী" বলিয়াছেন। সেই জন্যই পতি ও পত্নী মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ। বিবাহ ভিন্ন এই উন্নতাবস্থা লাভ হইতে পারে না বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন" অর্থাৎ সকলেই পূর্ণতা লাভের জন্য বিবাহ করিবেন। দাম্পত্যানুরাগ প্রবৃত্তি "নিকৃষ্ট" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও সেই প্রবৃত্তি সংযতাবস্থায় যথোচিত অনুশীলন করিলে মানবের এতাদৃশী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই সুফলের জন্যই ভগবান্ মানবকে এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

এইতো গেল সংযতাত্মাদিগের কথা। কিন্তু এই দাম্পত্যানুরাগ প্রবৃত্তিকে অনুচিত বৃদ্ধি পাইতে দিলে ইহা মানবের একটা ভয়ানক রিপু হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় বিবাহের পবিত্র উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া দম্পতী কেবল স্বার্থপর হয়। উভয়ে উভয়ের শারীরিক সৌন্দর্য্য মাত্র প্রীতির বিষয় করে, পরস্পরকে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃ[illegible] ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যণীয় বস্তুমাত্র বলিয়া মনে করে। এইরূপে[illegible]দের চিত্ত হইতে সমস্ত পবিত্রতা ধ্বংস হয়, এবং তাহারা কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পশুবৎ হীনতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত মানবের যে কি ভয়ানক পরিণাম হইতে পারে, কতদূর অধঃ[illegible]তন ঘটিতে পারে, আমরা তদ্বিষয় চিত্র করিতে অশক্ত; বুদ্ধিমান্ পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ তাহা নিজেরাই অনুভব করুন। আর ঐরূপ অসংযত ব্যক্তিদিগের জন্য সমাজ যে কিরূপ কলঙ্কিত হইতেছে, তাহাও চাহিয়া দেখুন। দাম্পত্যানুরাগ প্রবৃত্তি সংযত ভাবে অনুশীলিত না হইলে মানবের সর্ব্বনাশই ঘটিয়া থাকে। মানব পশুবৎ, হীনচরিত্র হইয়া পড়ে।

এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দাম্পত্যানুরাগ মনুষ্যের এক তীব্র প্রবৃত্তি; ধর্ম্মার্থে ইহা সফল করা কর্ত্তব্য।* কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রবৃত্তি অযথা চরিতার্থ করিবার প্রয়াস যেন কেহ না করেন অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামী বা স্ত্রী যদি অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তবে পুনঃ পুনঃ বিবাহ দ্বারা কেহ দাম্পত্যানুরাগ চরিতার্থ যেন না করেন। প্রকৃত

---

* যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষণা বা তাদৃশ কোনও মহৎ কার্য্যের জন্য স্বেচ্ছায় বিবাহে বিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করেন, সে মহাত্মা অথবা মহাপ্রাণগণ এ সকল কথায় অতীত।

দাম্পত্যানুরাগ এক ব্যক্তি ভিন্ন বহু ব্যক্তিতে অনুশীলিত হইতে পারে না, আর বারংবার বিবাহ পুরুষের চরিত্রের পবিত্রতা এবং রমণীর সতীত্বের মর্য্যাদা খর্ব্ব করে*। সংসারের যাহা কিছু ভোগ্য, দম্পতী একত্র তাহা ভোগ করিবেন; এক জনের অভাবে অন্যে সে সকল ভোগ করিবে না, ভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। এইরূপ ত্যাগস্বীকারে হৃদয়ে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি জন্মিবে, ইহাই প্রকৃত ভালবাসার কার্য্য। তবে এ কথাও সত্য যে স্বভাবতঃ মানব-চিত্ত যেরূপ স্বার্থপর, তাহাতে এরূপ পবিত্র প্রীতি এক দিনেই সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না। সেই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে এই নিঃস্বার্থ প্রীতির সাধনা আছে; প্রত্যেক মানবের তাহা সাধনীয়। বিধবা হিন্দু মহিলাদিগের "ব্রহ্মচর্য্য ব্রত" এই মহতী সাধনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বর্গীয় প্রিয়জনের উদ্দেশে এই-রূপ সাধনায় দাম্পত্যানুরাগ অনুশীলিত ও পরিতৃপ্ত অথচ সংযত হয়। বিয়োগী-দিগের ইহাই কর্ত্তব্য।

বিশেষ দুঃখের বিষয় এবম্বিধ সাধনায় বঙ্গদেশের অধিকাংশ পুরুষগণ বড়ই উদাসীন*। ইংরাজ-প্রদত্ত শিক্ষায় এদেশীয়দিগের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু ইংরাজী সভ্যতার সহিত এদেশে বিলাসিতা ও স্বার্থপরতার বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে। আর্য্য ঋষিদিগের গঠিত ভারতবর্ষে আত্মসংযম, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি পবিত্রতার উপাদান সকল এক্ষণে নীরস ও নির্ম্মম জিনিস বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে, আর আপাতসুখকর ভোগ-বিলাস মানবজীবনের লক্ষ্য হইয়াছে! আর্য্য ঋষিদিগের সঞ্চিত অমূল্য রত্ন সকল শিশুর হস্তে সদ্‌গ্রন্থরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহারই ফলে এখন অনেক বিপত্নীক আর বিপত্নীক অবস্থায় থাকিতে পারেন না; তরুণবয়স্ক হইতে প্রৌঢ়, বৃদ্ধ যে কেহ পত্নীহীন হইতেছেন, তাঁহারই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি পক্ষেও "বিবাহ" করা আবশ্যক হইতেছে! মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে, হিন্দুদিগের হৃদয় যারপর নাই অবনত হইয়াছিল, পত্নীর জীবিতা-বস্থায় বহু বিবাহ করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন।† কিন্তু এখন তো শিক্ষিত

* যাঁহাদের প্রথম বিবাহ কেবল নাম মাত্র, তাহাতে দাম্পত্যানুরাগ অনুশীলিত হয় নাই, তাহাদের প্রতি এ যুক্তি প্রযোজ্য নহে। প্রকৃত জীবন বা মনুষ্যত্ব লাভ জন্য একবার মাত্র দাম্পত্য প্রীতি অনুশীলন করিতে হইবে; অনু-শীলনাবস্থায় একের বিয়োগ ঘটিলেও, আর সে চেষ্টা করিবে না; এই কথাই আমরা বলিতেছি।

*যে সকল সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহ-প্রচলিত, সেখানে বিবাহার্থিনী বিধবাদিগের প্রতিও এই কথা প্রযোজ্য।

† বহু শতাব্দী পুর্ব্বেও ভারতবর্ষে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ঐ কুৎসিত প্রথা সুসভ্য আর্য্য-জাতির সমাজ কলুষিত করিয়াছিল কেন, তদ্বিষয়

ব্যক্তিমাত্রেই একনিষ্ঠতার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, তথাপি কেন এরূপে আত্মার পবিত্রতা ধ্বংস করেন? ঐরূপ পুনঃ পুনঃ বিবাহের ফল দুই চারি জন ভিন্ন, সাধারণের পক্ষে যে প্রভূত অকল্যাণকর হয়, অনেক ভুক্তভোগী ব্যক্তিই এ কথা বলিয়া থাকেন। দুই চারি স্থলে ঐরূপ বিবাহ পরম লাভজনক হইলেও অধিকাংশ স্থলে উহা দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক বিষম অনর্থ ঘটিয়া থাকে! এ সব দেখিয়া শুনিয়াও অনেক দ্বিপত্নীকের বিবাহের লালসা জন্মিয়া থাকে! লিখিতে লজ্জা করে, যাহাদের অনেকে বিপত্নীকের প্রথমাবস্থায় বীর পুরুষোচিত পত্নী-প্রীতি ও আত্মসংযম প্রদর্শন করেন, কিছু দিন যাইতে না যাইতে সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারাই আবার "নব বর" সাজিয়া সেই সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে বসেন! ঐরূপ বিবাহিত ব্যক্তিদিগকে বিবাহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ উত্তর করেন "আমার সংসার চলে না, তাই বিবাহ করিলাম।" কেহ উত্তর করেন "পাত্রীপক্ষের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না, তাই বিবাহ করিলাম।" কেহবা অম্লানমুখে উত্তর করেন "আমি দুর্ব্বল, তাই বিবাহ করিলাম।" শেষোক্ত ব্যক্তিরাই যে অপেক্ষাকৃত সরল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক পুরুষজাতি সমাজের মস্তক স্বরূপ। তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইলে, কেহ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহের নামে এইরূপ কদাচরণ করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য? তাই বলিয়া নানা ছলনায়, আত্মাবনতি ও সমাজের পবিত্রতার মূল শিথিল করা কি তাঁহাদের মানবোচিত কার্য্য? কে কিরূপ বুঝেন জানি না— রোম, এথেন্স অথবা ইংলণ্ডের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেশের কথা যত দূর জানি, তাহাতে দেখিতে পাই সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার দিন পর্য্যন্ত এ দেশে নারীচরিত্র পুরুষের হাতেই গঠিত হইতেছে; স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির প্রাণেই অনুপ্রাণিত হইতেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিবার সময় অদ্য নহে—তথাপি যাঁহারা মানবসমাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ বিষয়ও বুঝিতেছেন এমত ভরসা আছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে অনেক পুরুষ যে আত্ম-সংযম-বিমুখ হইয়া, বিলাসী ও তুচ্ছ ভোগ সুখাভিলাষী হইতেছেন, ইহা স্বদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই মহা আশঙ্কার বিষয়। এই সকল অসদাদর্শে, নারী-প্রকৃতি পবিত্রতার মাহাত্ম্যে সন্দিগ্ধা হইবে কি না, তাঁহাদের সাধনীয় পবিত্র ব্রত সকল হৃদয়ের জিনিস না হইয়া কেবল লোকলজ্জা রক্ষার্থে, যশোমানলাভার্থে এবং নিয়ম পালনার্থে বিরক্তির সহিত প্রতিপালিত

গত বৈশাখ মাসের বামাবোধিনীর "একটী বিশেষ কথা" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

হইবে কি না, তাহা সর্ব্বদর্শী ভগবান্‌ই জানেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি, তেমন দিন যেন এ দেশে না আইসে। কিন্তু যদি সে দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তবে তাহা ঐ সকল বিলাস-প্রিয় স্বার্থপরদিগের জন্যই হইবে। হায়! যে দেশে এইরূপ কুদৃষ্টান্ত অহরহ প্রদর্শিত হইতেছে, সে দেশে "আত্ম-সংযম" কথা কেবল কথার কথা, কেবল "পাগলামী" বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু আমরা নিরাশ নহি; বিধাতা মঙ্গলময়, মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ জগৎ যতই অমঙ্গল-পথে যাউক না কেন, সেই অদৃশ্য মহান্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সুমঙ্গলের পথে তাহাকে আসিতেই হইবে—ইহা জাগতিক যুগধর্ম *। তাই এই বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা-প্রবল সময়েও বঙ্গভূমি হইতে আত্মসংযমের আদর্শ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে পারে নাই; আমাদেরই জীবৎকাল মধ্যে এ দেশে (অতি তরুণ বয়সে বিপত্নীক অবস্থা প্রাপ্ত) এমন ত্যাগস্বীকারপরায়ণ, সংযমী পুরুষরত্ন কয়েকটী দেখিয়াছি যে তাঁহাদের নামো-চ্চারণেও প্রাণ পবিত্র হয়। আমাদেরও ভরসা হয় আত্মসংযমের মূল্য বুঝিলে বহু লোকে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইতে চেষ্টা করিবে, সেই চেষ্টার ফলে উপরি-উক্ত মহাত্মাদিগের মত শত সহস্র জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই বঙ্গভূমি অলঙ্কৃত করিবেন। সমাজের প্রতি ও স্বদেশের প্রতি যাঁহাদের মমতা আছে, তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

দাম্পত্যানুরাগ-জনিত "রিপু" হইতে যাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, হিন্দু বিধবাদিগের মত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিরূপে আচরণ করিতে হয়, তাহার জন্য হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ এবং হিন্দু বিধবার নিয়ম ও কর্ত্তব্য সকল পালন করা আবশ্যক। আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটী কথা এখানে লিখিলাম।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বীর কতকগুলি শারীরিক নিয়ম এবং মানসিক কর্ত্তব্য আছে। নিষিদ্ধ পান ভোজন পরিত্যাগ; নিরামিষ ও একাহার গ্রহণ (অর্থাৎ রাত্রে উদর পূর্ণ করিয়া আহার না করা); একাদশী ব্রতাচরণ; (পরিচ্ছন্নতা ত্যাগ না করিয়া) বিলাসিতা ও বেশ বিন্যাস পরিত্যাগ; নির্ম্মল জল পান; বিশুদ্ধ বায়ু সেবন; রাত্রে সুনিদ্রা; প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ইত্যাদি তাঁহাদিগের শারীরিক নিয়ম। আর কুপথগামী ব্যক্তিদিগের সঙ্গ, বন্ধুদিগের সহিত কুভাবপূর্ণ আলাপ, কু-গ্রন্থ পাঠ, কুভাবোত্তেজক নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণ এবং সর্ব্ব প্রকার কুচিন্তা, এই সকল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সদ্ভাবের অনুশীলন আবশ্যক; ইহাই

*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

মানসিক কর্ত্তব্য *। ভগবদ্ভক্তি-অনুশীলন †, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, পবিত্রতাপূর্ণ সঙ্গীত ও কবিতা আলোচনা, লোকহিতকর কার্য্য, বিজ্ঞান, দর্শন অথবা সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ, চিত্তজয়ী মহাত্মাদিগের সঙ্গ গ্রহণ, শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া এই সকল মহৎ ও পবিত্র কার্য্য দ্বারা সদ্ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সদ্ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই মন সংযত হয়। এইরূপে চিত্ত গঠন করিতে হইবে যে কুস্মৃতি, কুচিন্তা এবং কুকল্পনা মনে প্রবেশ করিতে না পারে। শরীরে যতই সংযত ও ক্লেশসহিষ্ণু হও না কেন, তোমার মন যদি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে তোমার ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ফল—কেবল কপটতা মাত্র। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥"

"যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, মনে মনে সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্মরণ করে, সে মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়।"

অতএব প্রাণপণে, চিত্তসংযমের জন্য সকলের চেষ্টা করা আবশ্যক। অপবিত্রচেতা সাধকের যশোমান উপার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্র গঠিত হয় না। যশোলাভ হইতে চরিত্রলাভ যে কতদূর উচ্চে অবস্থিত, এ কথা ভাবিয়া দেখিলে অনেকেই বুঝিতে পারেন। সময়ে সময়ে সন্ন্যাসী বা বহু দিনের ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী ব্যক্তির সহসা দারুণ অধঃপতনের কথা শুনিয়া আমরা ভীত, স্তম্ভিত এবং ক্ষণকালের জন্য মানবচরিত্রে বিশ্বাসশূন্য হই, কিন্তু ঐরূপ দুর্ঘটনার মূলানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সেই সকল ব্যক্তি শরীর সম্বন্ধে সংযত হইলেও তাহাদের মন অসংযত—নরকতুল্য অপবিত্র ছিল; তাই খড়ের ঘরের মত আগুন লাগিবামাত্র পুড়িয়া গেল! প্রকৃত শুদ্ধচেতা মানব হইতে ইহারা যে বহু নিম্নতলে, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। যিনি ভগবদ্গীতোক্ত

"যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥"

অর্থাৎ 'চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে,* সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মার বশীভূত করিবে।'' যিনি কার্য্যতঃ এইরূপ

*যাহাতে পবিত্রতার এক বিন্দু ক্ষতি হয়, তাহাই আমরা "কু" বলিতেছি; পবিত্রতা ক্ষতিকর বিষয় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং মনন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

† বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মধুর রস দ্বারা ভগবৎসাধনা করিলে মানব জিতাত্মা হইতে পারেন, ইহাই শ্রেষ্ঠতম সাধকদিগের উপদেশ। বিধবা রমণী যদি পরলোকস্থ স্বামীর প্রতি সাধক ভাবে চিত্ত সমাধান করেন, তবে তাঁহার দাম্পত্য-প্রেম এবং চিত্তশুদ্ধি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ সাধনায় ভগবদ্ভক্তিও সহজ ও সুখ-সাধ্য হয়।

*আপাতসুখকর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে।

করিতে পারেন, তাঁহারই মন সংযত হইয়াছে।

আর এক কথা, প্রত্যেক সংযমেচ্ছু ব্যক্তি শরীর ও মনকে অলসতা হইতে রক্ষা করিয়া পবিত্র চিন্তায় ও পবিত্র কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। নিকর্ম্মা হইয়া দিন কাটাইলে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অলস ও বিলাসী ব্যক্তিরা যে অজিতেন্দ্রিয় ও কদাচারী হয়, এ কথা কে না জানে? অতএব পুরুষেরা জীবিকার জন্য এবং রমণীরা সংসার-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া, অবকাশ পাইলেই আমরা পূর্ব্বে যে সকল পবিত্র ও মহৎ কার্য্যের কথা বলিয়াছি, তাহারই কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত রহিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিতেও পাপ-কামনার সাধ্য হইবে না (১)।

হিন্দু আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মনকেই সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা বলে। আমাদের সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারি, চিত্তসংযমই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়তা। যিনি অপবিত্র চিন্তা ও অপবিত্র কামনা মনে স্থান না দেন, তাঁহার অন্যান্য ইন্দ্রিয় আপনা হইতে সংযত হয়, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়-সংযম সুখ-সাধ্য হয়। এ বিষয়ের সত্যতা যে কোন ব্যক্তি নিজ জীবনে অনুভব করিতে পারেন। আত্মসংযম সাধনায় মানব যখন এরূপ উৎকর্ষ লাভ করেন যে তাঁহার মনে ভ্রমেও অন্যায়েচ্ছার উদ্রেক হয় না, তখনই তিনি সিদ্ধ হইলেন বুঝিতে হইবে।

অন্যান্য রিপুদিগের বিষয়ে আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

(১) ষড় রিপু দমন বিষয়ে বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত কৃত "ভক্তি যোগ" বহু উপদেশপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রত্যেক সংযমার্থীর তাহা অবশ্য পাঠ্য।

ম্যানিলা। *

আমাদের দেশে ম্যানিলার নাম হইলে চুরটের কথা আগে মনে হয়। আবার ইহা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কথা মনে পড়ে, যাহার ইহা উৎপন্ন দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের অধিকারভুক্ত। ইহা প্রথম গ্রহণ কালে তাহাকে বড় শোণিত-পাত করিতে বা অন্য প্রকারে কষ্ট পাইতে হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া তাহাকে ধনে প্রাণে মানে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কথঞ্চিৎ সুখের বিষয় এই যে, সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। শীঘ্র ধার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

* সম্প্রতি মার্কিণেরা স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া লইয়াছে।

১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুন তারিখে ম্যানিলা নগর সংস্থাপিত হয়। সুবিখ্যাত ভূবেষ্টক ম্যাগিলেন কর্ত্তৃক এই সমস্ত দ্বীপ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি সমগ্র ইউরোপের বাণিজ্যপোত বাণিজ্যার্থে এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে। দ্বীপবাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া, তাহাদিগের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ম্যাগিলেন সাধ্যমত তাহাদিগের ব্যবসা বাণিজ্যের উৎসাহ দান করিতেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রেল তারিখে মেটান্ দ্বীপে তিনি হত হন। এণ্ড্রুজ অর্ডেনেটা নামে একজন সন্ন্যাসী স্পেন-রাজ প্রতিনিধি হইয়া এই সমস্ত দ্বীপ অধিকার করেন। ইনি ১৫৬৫ সালে প্রথম শাসনকর্ত্তা হন। দ্বীপবাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সুদূর-পরাহত বিবেচনায় যাহাতে তাহাদের শান্তি ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তিনি চেষ্টিত থাকেন। এবম্বিধ সাধু চেষ্টার ফলে দ্বীপবাসী সকল একাগ্রচিত্তে ভূমিকর্ষণ ও আপনাদিগের মধ্যে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর রহিল। বাস্তব, জেতা ও বিজিতবর্গ, কি ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি স্বভাব চরিত্র, সকল বিষয়ে একাঙ্গীভূত হইতে লাগিল।

ম্যানিলা নগরী এক বিস্তৃত মাঠে স্থাপিত। মাঠের অদূরে গিরিমালা শোভা পাইতেছে। বোধ হয় বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে এই স্থানটি মনোনীত হয়। সাধারণতঃ ম্যানিলা উপসাগর নিরাপদ। বৃত্ত খণ্ডাকারে নগরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বৃত্তের যে ভাগে গুণ, সেই অংশে নদী প্রবাহিত হইতেছে। পরিখা ও প্রাচীরে আবার নগরটি সুদৃঢ়ীভূত হইয়াছে। চতুষ্কোণ সজল ও নির্জ্জল বিচরণভূমি ব্যতীত নগরে গবর্ণরের প্রাসাদ, পরমিট, ধনাগার, ভজনালয়, আশ্রম, বিশ্ববিদ্যালয়, সৈন্যাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি গৃহাদি আছে। গৃহগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও প্রায়ই দ্বিতল। নিম্নতলে ভাণ্ডার, দ্বিতলে বাসস্থান,—ভোজনাগার, শয়নাগার, রন্ধনাগার ও স্নানাগার।

কোনও কোনও দ্বীপে আগ্নেয় গিরি এবং কোনও কোনওটিতে মৃত্তিকাসংমিশ্রিত ধাতুর স্তর আছে। সমুদ্রতীর হইতে যে সকল শৈলশৃঙ্গ উত্থিত হইয়া আপনাপন অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে, তৎসমুদায়ে পাথরিয়া কয়লা, লৌহ ও তাম্র পাওয়া যায়। তার সাক্ষী লুজন্। জাপান প্রভৃতি দেশসমূহের ন্যায় এখানে ভূমিকম্পের বড় উৎপাত নাই। এই সমস্ত দ্বীপের কয়লা ইংলণ্ডের কয়লার ন্যায় অতি উত্তম। সীসাও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একজন সুবিখ্যাত লোক * বলেন যে, "আকরিক পদার্থের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধেই বল বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের মৃত্তিকার বিবিধ উর্ব্বরা শক্তি সম্বন্ধেই বল, এই দেশে কিছুরই অভাব নাই। এক অভাব কেবল উদার রাজনীতির।" বঙ্গদেশের মত তণ্ডুল এখানকারও প্রধান কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও অত্রত্য লোকদিগের

* Commander Walker.

প্রধান খাদ্য। অতি উৎকৃষ্ট তুলাও এখানে জন্মে। এতদ্ভিন্ন কোকো, শণ, কাফি, নীল, গন্ধক, মরিচ, আবলুস কাষ্ঠ, রেসন, জাফ্রান কাষ্ঠ, কচ্ছপের খোলা এবং আরও অন্যান্য দ্রব্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত।

দ্বীপগুলি ৩১শটি অঞ্চলে বিভক্ত, তন্মধ্যে ছয়টি লুজনে। প্যাঙ্গাসিহান, ইলোকস্, ক্যাগিয়ান, তাগালা, পাপন্‌গান্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক এ সমস্ত দ্বীপের প্রধান অধিবাসী। পার্ব্বত্য আই-রোগট্‌গণই কেবল স্পেন কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই।

গ্রীন।

পদ্মা।

দুলায়ে বিশাল বপু—অনন্ত প্রসার
সংসার গ্রাসিবে যেন মনেতে লইছে হেন
আতঙ্কে উড়িছে প্রাণ—নিরখি আমার।
উত্তাল তরঙ্গ কত উঠিতেছে অবিরত
শত যোজনের পথ ধাইছে সবেগে;
নদীবক্ষে তরীচয় ডুবু ডুবু মনে হয়,
দুলিতেছে তৃণবৎ শত ঢেউ লেগে।
কাঁপিছে তরাসে তাই প্রাণ করে আইঢাই,
আরোহীর অন্তরাত্মা ধড়ফড় করে;
ঘেরিছে নিরাশা ঘোর বাজী বুঝি হল ভোর
এই ভাবে অন্তিমেতে স্মরিছে ঈশ্বরে।
নৌকায় উঠিছে নীর, ধৈরয না মানে ধীর,
গম্ভীরপ্রকৃতি যেবা সুদৃঢ় অটল,
টলিছে তাহার মন হেরি মহা আস্ফালন
তর্জ্জন গর্জ্জন ঘোর তরঙ্গ প্রবল।
রাজনগরের শোভা ভাবুকের মনোলোভা
পঞ্চ রত্ন নব রত্ন—একুশ রতন,
অতলে ডুবালি সব নাহি আর সে গৌরব,
(তোরে) সাধে কি গো কীর্ত্তিনাশা বলে
সর্ব্বজন?
কত গুণী ধনী মানী মহারাজা মহারাণী
তোর গর্ভে করিলেন আত্ম-বিসর্জ্জন!
বিষম সঙ্কটে পড়ি যখনি সে কথা স্মরি
ভেদিয়ে মরমতল ঝরে দু নয়ন।
সুকোমল বক্ষঃপরে রাখিয়ে অসংখ্য নরে
ধরিয়ে রাক্ষসীরূপ দেও রসাতল,
রে তটিনি! কি নিঠুরা! করি হায় শোকাতুরা
ছিঁড়িয়া লইছ তার হৃদয়-কমল।
তরল হৃদয় যার পাষাণী সে কি প্রকার?
এ কি বিপরীত ভাব হেরি স্রোতস্বতি!
কে বলে তরল তোরে সে কি পারে এত
জোরে
আঘাতিতে দেহ-লতা হয়ে বেগবতী।
গেল যুগ যুগান্তর বহিতেছ নিরন্তর
গরবে গর্ব্বিতা হয়ে—ফুলি অহঙ্কারে
বিনাশি অসংখ্য নরে কি লাগি কিসের
তরে
করিতেছ আস্ফালন বল না আমারে?
অকূলে যে দেয় কূল, কেবা আছে তার তুল?
দুর্ব্বলে অভয় দিলে বাড়য় পৌরুষ,

সে গুণ কি আছে তোর বাঁচাতে বিপাকে
ঘোর
কাতর মুমূর্ষু জনে দিয়ে স্নেহরস ?
তাই বলি ওগো পদ্মে ! নমি তব পাদপদ্মে,
বধিও না দুরবলে বিপদেতে ফেলি,
তুলিও বিপন্ন জনে ডুবিলে তব জীবনে,
দয়া করি তার পানে চেও আঁখি মেলি।
পতিত-পাবনী-শাখা দয়াতে হৃদয়-মাখা
হইবে তোমার,—দীনে করিবে উদ্ধার,
পালিবে মায়ের ধর্ম্ম দুহিতার এই কর্ম্ম,
দেখ যেন ভুলিও না,—মিনতি আমার।
বঙ্গের গৌরব হানি করিয়াছ যোল আনি
ডুবায়ে অতলে কত সুদৃশ্য নগর,
আবার ভাবনা মনে, কত নর নারীগণে
করিবে উদরসাৎ—বছর বছর !!

শ্রীচ।

গো-পরিচর্য্যা।

গোরুর এঁসে রোগ বা আওসা।

এঁসে রোগ গো, ছাগ, শূকর প্রভৃতি অনেক জন্তুরই হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পশুদিগের এঁসে রোগ হইতে দেখা যায়। ইহা এক প্রকার ছোঁয়াচে রোগ। পালের মধ্যে দুই একটী পশুর এই পীড়া হইলে অন্যান্য পশুগণেরও এই রোগ হইতে দেখা যায়। এঁসে রোগ আক্রমণ করিলে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে, পায়ে, এবং পালানে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। সকল পশুর এক প্রকারের রোগ হয় না, অর্থাৎ কাহার কেবল মুখে, এবং কাহার কেবল পায়ে হইয়া থাকে। এঁসে রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সময় মনুষ্যাদিরও উক্ত পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। গর্ভবতী গাভীর এই রোগ উপস্থিত হইলে গর্ভস্রাব হইবার খুব সম্ভাবনা। এ রোগে গরু প্রায় মরে না, তবে বাছুরের হইলে তাহা প্রায় বাঁচে না। যে দুগ্ধবতী গাভীর এঁসে বা আওসা রোগ হয়, তাহার কাঁচা দুগ্ধ খাওয়া কখনই উচিত নহে, তাহাতে অনেক ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু একবার ফুটাইয়া লইলে দুধের দোষ কাটিয়া যায়।

বর্ষাকালে এই রোগের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। গোরুকে অপরিষ্কার স্থানে রাখাই এই রোগের সম্ভাবিত কারণ। বহুদর্শন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এই রোগের বীজ গবাদি পশুর দেহে চব্বিশ ঘণ্টা হইতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু প্রায়ই ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—এই রোগ উপস্থিত হইলে, চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে ইহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। গরু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, গায়ের উত্তাপ বৃদ্ধি, জাব খাইতে অনিচ্ছা, ও মাঝে মাঝে কম্প, কাশি ইত্যাদি লক্ষণ আগে প্রকাশ পায় ; কিন্তু

এ সকল লক্ষণের প্রতি আমাদের তত চক্ষু পড়ে না। যখন গরু আর জাব চিবাইতে পারে না, ও তাহার মুখ দিয়া লাল ভাঙ্গিতে থাকে, তখন আমরা জানিতে পারি যে, গরুর কোনও পীড়া হইয়াছে। মুখে ও ক্ষুরের উপর ফোস্কা হইবার উপক্রম হইলে গরু পা ছুড়িতে ও ঘন ঘন চোয়াল নাড়িতে থাকে। ফোস্কা বাহির হইয়া পড়িলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তখন নিশ্চয় জানা যায় যে, গরুর আওসা উপস্থিত। গাভীর হইলে পালান ও বাঁটে ফুস্কুড়ি দেখা যায়। ফুস্কুড়িগুলি আবার প্রায়ই আঠার কিম্বা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া গিয়া ঘা হইয়া উঠে। এই ঘা শীঘ্র ভালও হইতে পারে, কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা না করিলে নালী ঘা হইবার সম্ভাবনা। মুখের মধ্যে সকল স্থান অপেক্ষা জিহ্বাতে ফুস্কুড়ির পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু টাকরায়, দন্তমূলে এবং মুখমধ্যে অন্যান্য স্থানেও হইতে দেখা যায়। পায়ে ফুস্কুড়ি হইলে প্রায় ক্ষুরের যোড়ের মধ্যে এবং ক্ষুরের সহিত যে স্থানে চর্ম্মের সংযোগ, সেই স্থানে হইয়া থাকে। এঁসে-রোগাক্রান্ত বলদকে খাটাইলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে, পা ফুলিয়া যায়, এবং কখন কখন ক্ষুর খসিয়া পড়িতেও দেখা যায়। গাভীর পালান ও বাঁটে এই রোগ হইলে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং দুগ্ধ দুহিলে বেদনা বোধ করে। রোগের সময় বাছুরে দুগ্ধ পান করিলে তাহার এই রোগ হইয়া থাকে। এঁসে গরুর দুগ্ধ দুহিয়া দোয়াল হস্ত না ধুইয়া অন্য গরুর দুগ্ধ দোহন করিলে তাহারও এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধবতী গাভীর এই রোগ হইলে দোহনকালে তাহারা অস্থির হইয়া উঠে, এদিকে আবার না দুহিলে পালান ফুলিয়া কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই রোগ উপস্থিত হইলে বসন্ত রোগ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কয়েকটী লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সেই ভ্রম সংশোধন হইতে পারে। অর্থাৎ বসন্ত হইলে পায়ের রোগ হয় না। এঁসে রোগে পেটের পীড়া দেখা যায় না। কিন্তু বসন্তে প্রায়ই উদরভঙ্গ এবং রক্তামাশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। পীড়িত পশুদিগকে যদি ভাল যত্ন ও উপযুক্ত মত চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যে জ্বরাদি আরাম হইয়া থাকে, এবং এক পক্ষের মধ্যেই পশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু যদি উপযুক্ত মত যত্ন না করা যায়, আর তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে দশ বার দিনের মধ্যে পশু মরিয়া যায়।

ব্যবস্থা—পীড়িত পশুকে গৃহমধ্যে পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত; আর গৃহমধ্যে যেন ভালরূপ বাতাস খেলিতে পারে। দিনের মধ্যে দুই তিন বার গরম জলে পশুর মুখের ক্ষতাদি ধুইয়া দেওয়া উচিত। আর নিম্নলিখিত ঔষধের জলে ধৌত করিলে বিশেষরূপ উপকার হইতে পারে।

ফটকিরি ... সওয়া তোলা।
জল ... আধ সের।

ফটকিরি জলে গুলিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিতে হইবে।

গরম জল দ্বারা দিনে দুই তিন বার পা ও ক্ষুর ধুইতে হইবে। আর ক্ষুরের মধ্যস্থ যোড় মুখের ময়লাদি অতি সাবধানে বাহির করিয়া দিতে হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে সেঁক দেওয়া আবশ্যক। সেঁক দিয়া নিম্নলিখিত মলম বাঁধিয়া দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া উঠিবে।

কর্পূর ... এক ভাগ।
তার্পিণ তৈল ... সিকি ভাগ।
মসিনা তৈল ... চারি ভাগ।

এই দ্রব্যগুলি ভাগ করিয়া মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে মাংস বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তাহাতে অল্প পরিমাণে তুঁতের গুঁড়া দেওয়া উচিত। পালান বাঁট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘা থাকে, তাহা পরিষ্কার করিয়া সেই সকল স্থানে উক্ত মলম লাগাইয়া দেওয়া উচিত। এই মলম দিলে বাঁটে ও মুখে মাছি বসিয়া মাস্তে বা মাচিতা পড়িতে পারে না।

যদি পশুর অত্যন্ত জ্বর থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটীর মধ্যে যে কোন একটি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কর্পূর ... ... বার আনা।
সোরা ... ... এক তোলা।
মদ ... ... আধ ছটাক।

মদে কর্পূর গলাইয়া পরে তাহাতে সোরা দিয়া এক সের ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া পশুকে দিনে দুইবার সেবন করাইতে হইবে।

সোরা ... ... সওয়া তোলা।
লবণ ... ... আড়াই তোলা।
চিরতার গুঁড়া ... আড়াই তোলা।
মাত গুড় ... দেড় ছটাক।

এই সমুদায় দ্রব্য এক সঙ্গে আধ সের জলে মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করাইবে। কার্ব্বলিক অয়েল দ্বারা অনেক সময় ক্ষত আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

পথ্য—দুর্ব্বাঘাস কিম্বা মটরের কচি গাছ প্রভৃতি নরম অথচ টাট্‌কা দ্রব্য খাওয়ান উচিত। আর চাউল তিন পোয়া, পাঁচ সের জলে দেড় ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে আধ ছটাক লবণ কিম্বা দেড় ছটাক মাত গুড় মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়।

অনেকে পীড়িত গরুর পায়ের গোচ পর্য্যন্ত জলে কিম্বা কাদায় ডুবাইয়া থাকিবার জন্য বাঁধিয়া রাখে। উহা দ্বারা মাস্তে পড়া যদিও নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু কখন কখন লোম ও ক্ষুরের মধ্যে বালি ও কাদা প্রবেশ করাতে ক্ষুর খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই রোগ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—যাতান, বাদলা, বাঘের, চপচপ্যা, চপঝা, গুরখুর, গোড়কুটা, খাঙ্গ, খুরা, খুরপাকা, খুরই, খুরচুন, কমখুর, লাগ, মোখুর, পাবণ, ফাটুয়া, সেবাকার, ঠেগা ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)।

আশ্চর্য্য বিবরণ।

(উদ্ধৃত)

জন ল্যাং কাষ্টার নামক এক জন মার্কিণ জীবতত্ত্ববিৎ ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে ৫ বৎসর পক্ষিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ফ্রিগেট নামে এক প্রকার পক্ষী এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত কোনও স্থানে না বসিয়া দিবা রাত্রি শূন্যে উড়িতে পারে এবং ঘণ্টায় এক শত মাইল অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহার পাখা বিস্তার করিলে ১০ কিম্বা ১২ ফিট লম্বা হয়। এই পক্ষী অধিকাংশ সময় আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—এমন কি ইহারা আকাশে উড়িবার সময় নিদ্রা যায়। এক বার একটী পক্ষী অনেক দিন পর্য্যন্ত কোনও স্থানে না বসিয়া একখানি জাহাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। ইহার আকার রাজহাঁস অপেক্ষা কিছু বড়। ইহার শরীরের ভার ১২ হইতে ২৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং ইহার পাখা বিস্তার করিলে বার ফিট স্থান অধিকার করে। উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে এক পাখীকে গুলি করিয়া মারা হয়। উহার পাখার এক দিক্ হইতে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত বার হাত লম্বা ছিল।

চিত্রিত প্রাণী।

মানড্রিল নামক এক প্রকার জন্তু আছে, তাহার গায়ে নানা প্রকার রং দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্তুর শরীরের বর্ণ দেখিতে ঠিক্ রামধনুর মত। ইহার পিঠ বেগুণে রং দ্বারা চিত্রিত। নাকটী লালবর্ণ। নাকের দুটী ছিদ্র কাল। ইহার লোম বাদামি রঙের। গায়ের দুই পাশ ধূসর বর্ণে রঞ্জিত। ইহার দাড়ি হল্‌দে রঙের, কাণ ছোট ও নীলবর্ণ।

মেক্সিকো দেশের নেকড়ে বাঘও নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহার মাথা ও শরীর ধূসর বর্ণের, তাহাতে কাল কাল দাগ আছে; ইহার লেজ ও পা পাঁশুটে রঙের।

এক প্রকার বানর আছে, তাহাদের মুখ কাল, দাড়ি হল্‌দে রঙের। মাথার উপরিভাগ হল্‌দে রঙের, তাহাতে কাল ডোরা আছে, পেছনদিক্ লাল কাল মিশ্রিত এবং লেজ ও পা কাল।

বৃক্ষের উত্তাপ।

এম্, ডব্লিউ প্রিন্‌স সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন যে, জীবজন্তুর শরীরে যেমন উত্তাপ আছে, সেইরূপ বৃক্ষেরও আভ্যন্তরিক উত্তাপ আছে। তিনি বলেন বৃক্ষের উত্তাপ এক বৎসরে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের সমান হয়। কিন্তু প্রত্যেক মাসে উত্তাপের কিছু কম বেশী হয়। কোন কোন দিন ১০ ডিগ্রী উত্তাপের কম বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বাতাস যখন খুব ঠাণ্ডা থাকে, তখন গাছের উত্তাপ কমিয়া যায় এবং তাহার রস জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন বাতাস খুব গরম থাকে, তখন

গাছের ভিতরকার উত্তাপ ১৫ ডিগ্রী হয়। বড় বড় গাছ শীতকালে বাতাস অপেক্ষা কিছু গরম ও গ্রীষ্মকালে বাতাস অপেক্ষা কিছু ঠাণ্ডা থাকে।

আশ্চর্য্য সাপ।

বাঁকুড়া দর্পণে প্রকাশ যে, কতকগুলি রাখাল সেদিন রামসাগরের নিকটবর্ত্তী কোনও পুষ্করিণীর ধারে একটা বৃহৎ ঢোড়া সাপ বধ করিয়াছে। সাপটি সাত হাত লম্বা ও তাহার লেজের নীচে দুটী পা আছে। ঐ আশ্চর্য্য সাপ দেখিয়া গ্রামবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছে। লোককে দেখাইবার জন্য সাপটীকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। এ, গে।

চুট্‌কী গল্প।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী বংশবাটিকা (বাঁশবেড়ে) বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থান। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে প্রায় ৫০।৬০ খানি চতুষ্পাঠী (সংস্কৃত টোল) ছিল। অদ্যাপি ১০।১২ খানা টোল হীনাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, এবং অনেক পুরাতন টোলের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ স্থানে পূর্ব্বকালে একজন চিন্তাশীল অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই আপন মনে ফাঁকি (পূর্ব্বপক্ষ) চালাইতেন। আপনিই ফাঁকি করিয়া আপনিই তাহার উত্তর করিতেন। একদা প্রত্যূষে এই ভাবে ভাবিত হইয়া একটি হুঁকা হস্তে অগ্নিদেবের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। টোলের পার্শ্বে একঘর গোপের বসতি ছিল। সেই বাড়ী গিয়া দেখিলেন, একটী যুবতী প্রাঙ্গণস্থ চুল্লীতে ধান্য সিদ্ধ করিতেছে। যুবতীটী সেই ঘরের বউ। অগ্নি প্রার্থনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বউটী পলায়ন করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুল্লীসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া বাম হস্তে হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিলেন এবং বধূটী যেরূপে অগ্নিমুখে তুষক্ষেপ করিতেছিল, তিনিও সেইরূপে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আকায় তুষ দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে শাস্ত্রীয় ফাঁকি সিদ্ধান্ত চলিতেছে। বউটী অন্তরাল হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল। দেখিল, হাঁড়ীর ধান সিদ্ধ হইয়া উঠিল। কি করে, অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া নিকটস্থ হইল এবং আকার হাঁড়ী নামাইয়া সিদ্ধ ধান স্থানান্তরে ঢালিয়া পুনরায় নূতন ধান্যপূর্ণ হাঁড়ী উনানে চড়াইয়া দিল। এইরূপে দেড় সলি ধান সিদ্ধ হইয়া গেল, তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রগাঢ় অভিনিবেশ ভঙ্গ হইল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন যে অবস্থায় ছিলেন, অবগুণ্ঠন দূরে থাকুক, যুবতী বধূটী নগ্নাবস্থায় নিকটবর্ত্তিনী হইলেও তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টিক্ষেপ হইত

না !! আড়াই (/২॥০) সেরে এক কাঠা, চারি কাঠায় এক আড়ি,—২০ আড়িতে এক সলি। এ সকল চিত্র এখন আর স্বপ্নেও দেখা যায় না।

ছানার মুড়কি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

নিরেট বাঁধা টাট্‌কা ছানা /১ এক সের।
চিনি দোবারা /॥ অর্দ্ধ সের।

প্রথমে ছানাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গজার ধরণে ধারাল অস্ত্র দ্বারা চৌকান আকারে কাটিয়া রাখিবে। পরে জালে অল্প ঘৃত চড়াইয়া ঐ ছানা খণ্ড সকল ঐ ঘৃতে অল্প সাঁতলান ধরণে নাড়িয়া চাড়িয়া পাত্রে রাখিবে।

পরে একতার বন্ধ চিনির রস প্রস্তুত হইলে তাহাতে ঐ সাঁতলান ছানার খণ্ড সকল ফেলিয়া দিয়া খুন্তি দ্বারা আস্তে আস্তে ওলট্ পালট্ করিতে থাক। যখন দেখিবে যে ক্রমে রস শুকাইয়া সমস্ত মুড়কির গায়ে লাগিয়াছে, তখন নামাইয়া সম্ভব মত অল্প শুকান চিনি দিয়া নাড়িলেই ছানার মুড়কি প্রস্তুত হইল।

দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১২ই আগষ্ট বেথুন সাহেবের ৪৭ বার্ষিক স্বর্গপ্রাপ্তি স্মরণার্থে বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা প্রাতে বিশেষ উপাসনা, এবং অপরাহ্ণে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ দর্শন করেন।

২। জার্ম্মণির অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ প্রিন্স বিসমার্কের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি জার্ম্মণির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ সকলকে প্রুসিয়ার সহিত মিলিত করিয়া এক মহারাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। গত শ্রাবণ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী পরলোকগত হইয়াছেন।

৪। গত ৭ই শ্রাবণ গোয়ালপাড়ায় ভূমিকম্প প্রায় ৩ মিনিট স্থায়ী হয়। কাশ্মীরেও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে।

৫। রুসিয়া সাম্রাজ্যের মোট অধিবাসি-সংখ্যা বার কোটী নব্বই লক্ষ মাত্র। তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে নয় কোটী ইউরোপীয় রুসিয়ার লোক।

৬। স্পেন আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এক্ষণে সন্ধি প্রস্তাব ঠিক হইতেছে।

৭। আমাদের মহারাণী বালমোরাল প্রাসাদে বাস করেন বলিয়া তাঁহার একটী উপাধি "বালমোরালের লেডী।" ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকালে এই প্রাসাদ ক্রয় করেন। সম্প্রতি ইহার ৫০ বার্ষিক জুবিলী হইয়া গিয়াছে।

৮। বৈদেশিক বিভাগের অণ্ডার সেক্রে-

টারী কুর্জন সাহেব লর্ড এলগিনের স্থানে ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইবেন স্থির হইয়াছে। ইনি রক্ষণশীল দলের একজন অগ্রণী।

৯। কুচবিহারের মহারাজা ১৫ই জুলাই উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে আহূত হইয়া যান। তিনি মহারাণী কর্তৃক বাথের ৩য় শ্রেণীর সম্মানচিহ্নে ভূষিত হইয়াছেন।

১০। ইউরোপে ৫৫৭টি ভাষা প্রচলিত।

১১। স্কটলণ্ডের এক কয়লার খনিতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অগ্নি লাগে, কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় নাই। এখন সমুদায় কয়লা দগ্ধ করিয়া আগুন নিবিয়াছে।

১২। মৌলবী আউলদ আলি ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী ও আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন, সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। কত ভারতসন্তান কত স্থানে এইরূপ অজ্ঞাতে কার্য্য করিতেছেন।

১৩। দুর্গোৎসব উপলক্ষে হাইকোর্ট ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১৪। রামপুরের নবাব বাহাদুর সার সৈয়দ আহম্মদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং আলিগড় কলেজে বার্ষিক ১২ হাজার স্থানে ২৪ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কোহিনুর নামক মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক ইহার লেখক এবং বিষয়গুলি যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাও যথোপযোগী হইয়াছে। সকল প্রবন্ধই সুপাঠ্য। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কোহিনুর দীর্ঘজীবী হউক, এবং হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্মিলন সাধন যে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সফল হউক।

২। প্রিয়বালা-চরিত—ঢাকার বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগতা পত্নীর জীবনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই রমণী অতি ধর্ম্মনিষ্ঠা, সুশীলা, গৃহ-কার্য্যদক্ষা ও নানা গুণে গুণবতী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার সদ্গুণে আমরা মুগ্ধ ছিলাম। ইঁহার অকাল বিয়োগে আমরা বিশেষ শোক প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর ইঁহার সদ্গতি এবং ইঁহার শোকার্ত্ত স্বামী ও সন্তানগণের প্রাণে শান্তি বিধান করুন।

৩। প্রেম ও ভক্তি—শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। এই লেখকের সহিত বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ অপরিচিত নহেন। ইঁহার লিখিত "বিরহিণী প্রকৃতি" প্রভৃতি কয়েকটী সুন্দর কবিতা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তকে তাহা এবং আরও অনেকগুলি

ধর্ম্ম, নীতি, পারিবারিক প্রেম এবং স্বভাব দর্শন বিষয়ক কবিতা প্রকটিত হইয়াছে। লেখক ধর্ম্মানুপ্রেরিত হইয়া অধিকাংশ কবিতা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার লেখা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের যেরূপ চিন্তাশীলতা ও বর্ণনা শক্তি আছে তাহাতে অনুশীলনে কালে একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

বরষায়।

বলগো প্রকৃতি সখি কিসের এ দুঃখ তোর,
অবিরত কেন এত বহিছে নয়ন-লোর?
তিলেক বিরাম নাই,এত কি অসীম ব্যথা,
মুছিতে পারনা আঁখি, কহিতে পারনা কথা?
তরুলতা যত ওই নীরব নিস্পন্দ হোয়ে,
ও ম্লান মূরতি পানে অনিমেষে আছে চেয়ে।
আকাশে উড়ে না পাখী, গাহে না প্রেমের গান,
তোমার বিষাদে সখি,সবারি ব্যথিত প্রাণ।
পথেতে চলেনা লোক, যে আসে সে ধীরে যায়,
পাছে কারো অবিচারে ও প্রাণ বেদনা পায়।
কি দুঃখ তোমার সখি,কেন এত আঁখিজল!
ভিজিল যে ত্রিভুবন—ভাসিল যে ধরাতল।
কার তরে এত ব্যথা? সে কি গো ধরণী-ছাড়া,
পরশে না প্রাণ তার এত তোর অশ্রুধারা?
অথবা সে নিরমম, ধরণী ভাসিল যায়,
তার সে পাষাণ প্রাণ গলে না স্বজনি! তায়!
নীরব নিশ্চল হয়ে শুধু বরষিবে আঁখি,
কবে না [illegible] কথা, বারেক চাবে না সখি?
তবে কাঁ[illegible] লো! ব্যথিত হৃদয় যার,
অবিরাম প্রাণভরে কাঁদা বড় সুখ তার;
ঢাল আরো অশ্রুজল, ভাসাও ধরণী-কায়;
আমারো তোমারি সনে কাঁদিতে যে সাধ যায়।

শ্রীবনলতা দেবী।

সন্ধ্যা বালা।

সাঁঝের মলিন ছায়
ঢাকিল ধরণী কায়,
রবির উজল কর দূরে ভেসে যায়,
প্রকৃতির পাশে গিয়া আপনি লুকায়।
নীরব তটিনী
বহেনাক কল্লোলিনী,
শ্রান্ত দেহখানি লয়ে তীরেতে ঘুমায়,
কমল সরসী সখী ঢলে পড়ে গায়।
সুনীল অম্বরপটে,
তারকা চন্দ্রমা ফুটে,
সমীরণ ছুটাছুটি করে নাক আর,
পারি না খেলিতে এবে ক্লান্ত দেহভার।

বনগুলি নিরবিলি
বিপিনে ফুটন্ত কলি,
নীরবে ছড়ায় বাস অতি ধীরে ধীরে,
চলে যায় সন্ধ্যাদেবী চাহেনাক ফিরে।
নড়ে না গাছের পাতা,
কহে না একটি কথা,
যেন কত বিষাদের ছায়া জাগে প্রাণে,
অথবা বলিবে বুঝি রজনীর কাণে।
নিঝুম নিকুঞ্জ বাটী,
বালা বসে একেলাটি,
একমনে শূন্যপানে স্থিরদৃষ্টে চায়,
আকুল নিশ্বাস তার বায়ুতে মিশায়।
অধরের গাতা দুটি
থেকে থেকে কেঁপে উঠি
শিশিরের বিন্দু সম ক[illegible] বহায়,
অনিমেষ আঁখি-তারা কা[illegible]য়ায়।
ঘুরি ফিরি সারা[illegible]
পাখী শাখে সমাসীন,
এ দিক্ ও দিক্ করি আঁখিটি নাচায়,
বালিকার শুভ্র মুখ চোখে পড়ে যায়,
বিহগিনী ডাকে সখী
মেলগো কমল আঁখি
তেয়াগিয়া ঘুমঘোর উঠ উঠ জাগি,
অতীত স্মৃতির কোলে মগন কি লাগি?
রজনীর অন্ধছায়
এখনি ডুবিবে হায়!
কানন বিটপী লতা ফল ফুল কলি,
আঁধারের মহাগর্ভে পড়ে যাবে ঢলি।
সন্ধ্যার কোমল আলো
ক্রমে ক্রমে হবে কালো,
ঢাকা যাবে অতীতের মধুমাখা স্মৃতি,
মিশে যাবে অন্ধকারে বর্ত্তমান প্রীতি।
ভবিষ্যৎ চিন্তা যত
সকলি হইবে হত,
জীবনের আশাগুলি হবে অপস্থত,
শুকাইবে পরাণের ব্যথা-ভরা ক্ষত।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আঁধার।

যে ঘরে নাহিক শিশু সে ঘর আঁধার,
যে ঘরে সকাল বেলা,
শিশুতে না করে খেলা,
সেথা না আলোক ফুটে সোণালী ঊষার।
যেথা শিশু মা মা বোলে,
আসেনাক মার কোলে,
সে ঘরে পড়েনা ছায়া কভু জ্যোছনার।
যে ঘরে দুরন্ত ছেলে,
এটা ওটা টেনে ফেলে,
হাসেনা মধুর হাসি স্বরগ সুধার।
সে ঘর আঁধার ভরা,
সংসারের শুকতারা,
শিশু হেসে জাগেনাক প্রভাত মাঝার।
শুভ্র কুসুমের দল,
অকলঙ্ক নিরমল,
যে ঘরে নাহিক শিশু সে ঘর আঁধার।
আমার সাধের ঘরে,
ঊষাও আসিত যে রে,

জ্যোছনাও ছড়াইত মণিময় হার।
শিশুও করিত খেলা,
ফুলও ফুটিত মেলা,
(ও) গাহিত গীতি স্বরগ সুধার।
আজ নেই গেছে চলে,
আমি আছি শূন্য কোলে,
স্বরগ স্বপ্ন ভেঙ্গেছে আবার।
...খের সংসারে থাকি,
...ভু! নেই বাকি,
...বাছারা আমার
...সুখ ফেলে,
...েছে চলে,
নবীন কোনও রাজ্য ছিল আকাঙ্খার।
কি ভাগ্য কারেই বলি,
কার বা কথায় ভুলি,
মানবের ছটো কথা শুধু সান্ত্বনার—
তাতে কি এ জ্বালা যায়?
এ যে অসহন হায়!
দাও শক্তি সয়ে রব শুধু বলে যার।
গিয়েছে তোমার কোলে,
আমার এ কোল ফেলে,
সুখে রেখ, এই শুধু মিনতি আমার।

শ্রীস—দেবী।

বিরহ-গীতি।

...যদি একা,
...কন দিল দেখা?
...ত স্নেহরাশি;
...পরক শি।
অলক্ষ্যে বিজনে বসি স্মরি সেই নাম,
যাক্ এ পরাণ।
যে দেশে গিয়াছে সেই, সে দেশে কি হায়
সদা জ্যোৎস্না ভায়?
যে যায় সে নাহি ফিরে,—ছাড়ি স্নেহ ধন,
সবে করিছে গমন।
এত কি অমৃত-ভরা সেই দেব-দেশ,
নাহি দুঃখলেশ?
...হ সেথা জরা মৃত্যু শোক অশ্রুধার,
নাহি হাহাকার?
সত্য কি সে না ফিরিবে না হইবে দূর
মম অশ্রু নীর?
হোক্ তবে হোক্ আজি হোক্ অবসান
এ শূন্য পরাণ।
সুদীর্ঘ বিরহ পরে হবেরে মিলন,
সেই শুভক্ষণ।

শ্রীমতী রেবা রায়।
কটক।

বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৴
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্ব
লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না।
দেখিতে চাহিলে।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২।০ বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা কোন এজেণ্টের নিকট "বামাবে
মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। বিজ্ঞাপনের হার অন্যূন এক বর্ষের জন্য প্রতিবার কভার ভিন্ন অ
২৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।০। বিজ্ঞাপন বদলাইতে হইলে পূর্ব্ব ইংরাজী মা
মধ্যে ঠিক্ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা যেরূপ থাকিবে, সেইরূপ
রাপর নিয়ম বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

৪। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পা
শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নতু

৫। কাহার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি
পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা

৬। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ ও লক্ষ্মীপ্রসাদ বামাবোধিনী
হইয়াছেন। কলিকাতা ও উপনগরস্থ গ্রাহকগণ কার্য্যাধ্য
লইয়া ইহাদের হস্তে বামাবোধিনীর মূল্যাদি
আমরা দাবী হইব না।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ভট্টাচার্য
এজেণ্ট হইয়া মফস্বল ভ্রমণ করিতে
স্বাক্ষরিত মুদ্রিত বিল লইয়া তাঁহার

৮। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার
বোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন,তাঁহারা
উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ১৩নং

৯। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনী
কাহার নাম প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে

১০। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ
উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। পরিচিত
সার্টিফিকেট চাই। কোনও প্রবন্ধ

"বামাবোধিনী" কার্য্যা

No. 404. Sept

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৬ বর্ষ। ৪০৪ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩০৫—সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮।	৬ষ্ঠ-কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনী ষট্‌ত্রিংশ শুভ জন্মোৎসব।

শরৎ আকাশে
পূর্ণচন্দ্র ভাসে
তারাহার গলে পরি,
দিগঙ্গনাগণ
করিছে বরণ
জলদে মুখ আবরি।
দেখিতে দেখিতে
একি আচম্বিতে
ফেলি প্রেম-অশ্রুধারা,
ক্ষিতিরে গগন
করে আলিঙ্গন,
মহাভাবে মাতোয়ারা!
প্লাবনে অমনি
ভাসিল ধরণী,
নদী জলে কানেকান;
মাঠ ঘাট বাট
সব এক ঠাট,
ছুটে 'ষাঁড়া-ষাঁড়ী' বাণ*।
নবধৌত বাস
পরিয়া সুহাস
হাসে তরুলতাগণ;
কামিনী কহ্লার
যূথী জাতি আর
ফুটে ফুল অগণন।
জল স্থল শূন্য
নব শোভা পূর্ণ,
সৌরভে আমোদময়;
নব আশা হৃদে

*ভাদ্রমাসে গঙ্গায় পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে ভয়ঙ্কর বাণ হয়, ইহাকে 'ষাঁড়া-ষাঁড়ী' বাণ বলে।

পাইয়া সুহৃদে
পুলকিত কৃষীচয়।
জীবের জীবন
করিতে পালন
অজস্র বিধির দান;
দেখ নারী নরে
সংবৎসর তরে
(কত) অন্ন জল সুবিধান!

এ হেন সময়
বিভু কৃপাময়
খুলি প্রেম-উৎস-দ্বার,
বামাবোধিনীর
জীবন নদীর
করিলা শুভ সঞ্চার।
নারী হিত-ব্রত
সাধিয়া নিয়ত
সার্থক করিতে প্রাণ,
কত আশা লয়ে
কত দুঃখ সয়ে,
হয়েছে সে আগুয়ান।
পর্ব্বত-আকার
বাধা বিঘ্ন তার
পথের করিয়া দূর,
আশার অতীত
ফল অকথিত
কে বিধানিল প্র..র?
বিশ্ববিধাতার
করুণা অপার
মহিমা অসীম ভবে;
এ ক্ষুদ্র পরাণ
তার সাক্ষ্য দান
..বে যাবৎ রবে।
শুভ জন্মোৎসবে
ভাই ভগ্নী সবে
গাও বিভু-গুণ-গান,
ভক্তি উপাচারে
পূজিয়া তাঁহারে
সফল করি এ প্রাণ।

সাময়িক ..সঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট বন্ধ—গত আগষ্ট মাসে পার্লেমেণ্ট বন্ধ উপলক্ষে মহারাণীর বক্তৃতা হয়। তাহাতে ভারতের প্লেগের উল্লেখ ছিল। প্লেগ নিবারণ জন্য রাজকর্ম্মচারী-দিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে।

রাজপ্রতিনিধি—বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন নবেম্বর মাসে শৈলাবাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন, ..রে ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিয়া ডিসেম্বরের শেষে ভারত হইতে বিদায় লইবেন। ইংরাজী নববর্ষের প্রথম হইতে নূতন রাজপ্রতিনিধি মাননীয় জর্জ নাথানিয়েল কর্জনের রাজদণ্ড গ্রহণের সম্ভাবনা।

বিরাট সভা—আগষ্টের শেষ দিনে কলিকাতার টাউন হলে এক বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। নগরবাসিগণ মিলিত

হইয়া প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের যথেষ্ট কারণ আছে, এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

স্পেন-মার্কিন-সন্ধি—ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে সন্ধিবন্ধনের সহায়তা করিয়াছেন। বিজয়ী আমেরিকা তাঁহার রক্ষণাধীনে কিউবার স্বাধীনতা, এবং পোর্টরিকো ও লুজনদ্বীপের অধিকার দাওয়া করিয়াছেন।

শিশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা—জজ প্রাট ও কতকগুলি খৃষ্টীয় সনরী পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবা-ী সভার অনুকরণে এই সভা স্থাপন রিয়াছেন। ইহার ফল কিরূপ হয়, খিবার কথা।

বাবু আনন্দমোহন বসু—ইনি এক বৎসর কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতায় যেমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, সেইরূপ ভারতবাসীদিগের প্রতি বহু-সংখ্যক ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। গত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া তিনি মহা আদরে ও সমারোহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

ঘটার বিবাহ—রাজপ্রতিনিধির কন্যা লেডী এলিজেবেথ ক্রুসের শুভবিবাহ আগামী ২২এ সেপ্টেম্বর হইবে, লাহোরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পৌরোহিত্য করিতে আসিতেছেন।

ডাকের নূতন ব্যবস্থা—আগামী অক্টোবর হইতে সংবাদপত্র সকলের বিনা টিকিটে যাইবার অধিকার উঠিয়া যাইতেছে। ৫ এক পয়সার টিকিট বিলাত হইতে আসিতেছে, তাহাতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের কাগজ যাইবে, ১০ পয়সার টিকিটে ২০ তোলা পর্য্যন্ত যাইবে। বৎসর বৎসর কাগজ রেজেষ্টারী করিতে হইবে।

মৃত্যু—(১) গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক কেয়ার্ডের মৃত্যু হইয়াছে। (২) যে ফরিদকোটের রাজা সেদিন ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সমারোহে একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। (৩) ডাক্তার অমূল্য চরণ বসুর মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় শোকান্বিত হইলাম। ইনি একজন দেশ-হিতৈষী সাধু-চরিত্র দীনবৎসল চিকিৎসক ছিলেন। (৪) বঙ্কিম প্রেসের স্বত্বাধিকারী বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সি, এলের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত হইলাম। ইনি বামাবোধিনীর একজন লেখক ছিলেন এবং স্ত্রীজাতির হিতকল্পে "গৃহলক্ষ্মী" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন।

পারিস প্রদর্শনী—আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে যে মহা প্রদর্শনী হইবে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অরণ্য ও পর্ব্বতজাত পদার্থ সকল পাঠাইবেন, তাহাতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

(৪০৩ সংখ্যা ১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

১১। ইউরোপের আলপ্স পর্ব্বতে আরোহণেচ্ছুগণ একত্রিত হইয়া একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর সুবিধাজনক সময়ে উক্ত পর্ব্বতের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিবার জন্য সমবেত চেষ্টা হয়। ইহাঁরা আলপ্স পর্ব্বতের উপরেই একটী সভা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ সভাগৃহটী পর্ব্বততল হইতে বার হাজার ফিট উপরে! ইউরোপ খণ্ডে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে মানবের বাসগৃহ নাই।

১২। সমস্ত ভারতবর্ষে চারি শত নব্বই খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু একমাত্র লণ্ডন নগরীতে চারি শত তিয়াশিখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৩। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মসম্প্রদায় দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত;—প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান কাথলিক। ইউরোপের অন্তঃপাতী সুইডেন্ প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান বাস করেন। তথাকার ৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৫৯ লক্ষ ৯৮ হাজার প্রটেষ্টাণ্ট, এবং কেবল দুই হাজার মাত্র লোক রোমান কাথলিক শাখাভুক্ত।

১৪। স্বল্পকাল পূর্ব্বে জাপান নানা বিষয়ে চীন অপেক্ষা হীন ছিল, কিন্তু জাপানীদিগের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কার্য্যতৎপরতা, ও বুদ্ধিমত্তা আজ জাপানকে চীন অপেক্ষা উন্নতির উচ্চতর সোপান আরোহণে সমর্থ করিয়াছে। এক্ষণে চীন জাপানের দ্বারে শিক্ষা, দীক্ষা ও ভিক্ষার আকাঙ্ক্ষী। এক্ষণে চীনবাসী যুবকগণ জাপানে শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষার্থ গমন করিতেছেন; কি প্রকারে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হয়, সে মন্ত্রেও জাপানীদিগের হস্তে দীক্ষিত হইতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না, এবং তাহাদিগে[র] নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছেন। চীনের রক্ষণশীলতা [ও] আলস্য পৃথিবীর বিবিধ পতিত জাতি[র] পক্ষে শিক্ষার স্থল।

১৫। সর্ব্বদা নিষ্ঠীবন (থুথু) প্রক্ষেপ ক[রা] একটা কু-অভ্যাস। ইহা প্রক্ষেপকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, গৃহের অপরিষ্কারতাজনক। নিষ্ঠীবনপ্রক্ষেপকারী কোনও পুরাতন রোগগ্রস্ত হইলে তাঁহার নিষ্ঠীবন উক্ত রোগের বীজ-সঞ্চারক। অষ্ট্রেলিয়ায় নিয়ম আছে সাধারণের ব্যবহার্য্য কোনও অট্টালিকার মেজের উপর যে কেহ নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিবে, তাহাকে বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। তথায় নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ অপরাধ জন্য সতর টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা যাইতে পারে।

১৬। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য এত বৃহৎ যে, সূর্য্যের মধ্যভাগ যদি শূন্য হইত, তাহ[া]

হইলে ৩ লক্ষ পৃথিবী তাহার মধ্যে রক্ষিত হইতে পারিত।

১৭। তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণ জন্য সমুদ্রের নিম্ন দিয়া যে সকল তার ফেলা হইয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭ শত ৯০ মাইল। এই কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৩ শত ৬০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৭। কোরিয়া প্রদেশে প্রথা আছে যে যতদিন রাজা কুমার থাকেন, কিম্বা স্ত্রী-বিয়োগের পর অবিবাহিত থাকেন, ততদিন তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে কেহই বিবাহ করে না। এই প্রথা প্রচলিত থাকার কারণ এই যে, রাজা নিজে ধনী দরিদ্র [illegible]শেষে সকল শ্রেণীর লোকদিগের [illegible] হইতে পাত্রী নির্ব্বাচন করেন, সুতরাং [illegible]দিন রাজা অবিবাহিত থাকেন, তদিন সকল শ্রেণীর বিবাহযোগ্যা নারীগণের রাণী হইবার আশা বলবতী [illegible]ক; সুতরাং রাজার বিবাহ কিম্বা [illegible]ত্রী নির্ব্বাচিত না হইলে কোনও অবিবা-[illegible]তা যুবতীই বিবাহ করিতে সম্মত [illegible]ন না।

১৮। ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে সমুদ্র-[illegible]থ আসিবার পথ সর্ব্ব প্রথমে পোর্ত্তুগেল-[illegible]শীয় নাবিক বাস্কো দি গামা আবিষ্কার [illegible]রেন। তিনি ১৪৯৭ সালের ৮ই জুলাই [illegible]সবন নগর পরিত্যাগ করেন। ঐ দিনের [illegible]র্থ শত বাৎসরিক উৎসব, গত বৎসরের [illegible] জুলাই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া [illegible]য়াছে। ঐ দিন ভারতের পক্ষেও এক [illegible]দিন, কেননা ইউরোপের সহিত যোগ নিবদ্ধ হওয়াতে ভারতের যে উত্তরোত্তর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

১৯। অনেক পাঠিকা বোধ হয় অবগত নহেন যে, আমাদের সৌর জগতের গ্রহের সংখ্যা দুইটী চারিটী করিয়া আবিষ্কৃত হইয়া এক্ষণে ৪১৬টী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২০। গ্রীণলণ্ডে একখানি সংবাদপত্র আছে, তাহার নাম অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে ঐরূপ দীর্ঘনামবিশিষ্ট সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। নামটী গ্রীণলণ্ডের ভাষায় রচিত,—অতনগদ্‌লিন্‌ভিৎ রলিং ইং ইনায়[illegible] [illegible]নামুমিক্‌। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রনামবিশিষ্ট সংবাদপত্র আমেরিকায় ইলিনয় প্রদেশে প্রকাশিত হয়। উহার নাম X (এক্স)।

২১। আফ্রিকার অন্তঃপাতী কঙ্গো নামক নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এক বামন জাতি বাস করে। তাহারা সার্দ্ধ বিহস্তের অধিক লম্বা হয় না। মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে। ইহারা অতি সাহসী এবং সামান্য কারণেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা উদ্ভিজ্জজাত বিষে শরাগ্রভাগ সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অতি সহজে শত্রুনিপাত করে। কোন্‌ বৃক্ষ বা লতা হইতে বিষ আহরণ করা যায়, তাহা এই বামন জাতি বিশেষ অবগত আছে। ইহাদিগের নিকটস্থ প্রদেশবাসী জাতিবর্গ ঐ সকল বিষপ্রদ বৃক্ষ লতার বিষয় কিছুই জানে না।

২২। উত্তর জর্ম্মণির অন্তঃপাতী হিদল্‌শিন্ নামক নগরে একটী খ্রীষ্টীয় উপাসনালয়ের প্রাঙ্গণে একটী সুবৃহৎ গোলাপগাছ আছে। ইহা ৪০ ফিট উচ্চ, এবং শাখা প্রশাখায় অবনত হইয়া প্রস্থেও ৩৫ ফুটের কিছু অধিক। প্রবাদ আছে যে, ৮৩৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে এই গাছটী রোপিত হয়। এই বৃক্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এই বৃক্ষের বয়স যে তিন শত বৎসর অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

২৩। কাগজে লিখিবার পেন্সিল পূর্ব্বে সীসা সহযোগে প্রস্তুত হইত; এক্ষণে উহা গ্রাফাইট্ নামক এক প্রকার ধাতু ও জর্ম্মণিতে উৎপন্ন পাইপ ক্লে নামক এক প্রকার মৃত্তিকা সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গ্রাফাইট্ এক প্রকার বিশুদ্ধ অঙ্গার। আমেরিকার কোন কোন স্থানে ইহার খনি আছে।

স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী।

অশীতির বৃদ্ধ   ঋষির মূরতি,
বালকের মত   কোমল প্রকৃতি,
ভাবে [illegible]গদ   প্রেমে আত্মহারা,
পরমেশ-নামে   চোখে বহে ধারা!
সত্যে নিষ্ঠাবান্   বিশ্বাসে অটল,
শান্ত, শিষ্ট ধীর   বিবেকী সরল।
প্রেমিক সুজন   স্বদেশানুরাগী
কর্ম্মে মহাকর্ম্মী   যোগে মহাযোগী।
জ্ঞানেতে প্রবীণ   নাহি অভিমান,
প্রাণের অধিক   জাতীয় সম্মান।
জাতীয় গরবে   গর্ব্বিত যে জন,
সে কি করে খর্ব্ব   জাতীয় জীবন!
স্বজাতির কুৎসা   পশিলে শ্রবণে
তীব্র প্রতিবাদ   করি সেইক্ষণে
দেখাইলা কত   চরিত্রের বল;
নীরব অমনি   নিন্দুকের দল।

উচিত বলিতে   ভীত নহে মন,
মহাপুরুষের   এইত লক্ষণ।
এমন সোণার   রামতনু হায়!
হারাইয়া আজি   কাঁদিছেন মায়!
এ হেন রতনে   চিনে কয় জনে
রতন নহিলে   রতন কে চেনে
চিনিবার লোক   বড়ই বিরল,
সাধে কি ভারত   গেছে রসাতল!
গুণের আদর   করিতে যে জাতি
না শিখিল,—বল   কেমনে সুখ্যাতি
গৌরব সে জাতি   পাইবে জগতে?
দেশের দুর্দ্দশা   কি আছে এ হতে
সভা সমিতিতে   কি হবে মাতিলে
মহৎ চরিত্রে   সম্মান না দিলে?
ভারতসন্তান   ভকতি-ভাজনে
ভকতি ভরেতে   পূজ কায়মনে।

ধার্ম্মিকের কথা স্থমধুর গাথা
থাকে যেন সদা হৃদয়েতে গাঁথা,
চরিত্রকাহিনী করিবে শ্রবণ—
প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন
জননীর সেই অমূল্য রতন
পদচিহ্ন রেখে,— জনমের তরে
নিমগন এবে কালের সাগরে।
গিয়েছে ঈশ্বর গিয়েছে কেশব
একে একে দেখি চলে গেল সব!
অবশিষ্ট তার ছিল একজন,
দেবোচিত ভাব দেখায়ে সে জন,
আঁধারি ভারত কাঁদাইয়া মায়
আনন্দেতে আজ ছুটিল সেথায়—
দেবতার দেশ— অমর ভবন

বিরাজে যথায় নন্দনকানন।
শত মন্দাকিনী বহে দিন রাত,
বিরাজে বসন্ত ফোটে পারিজাত!
যাও যাও দেব যাও নিজ বাসে,
মনসাধ কার মিটে এ প্রবাসে?
পূরাও বাসনা অনন্ত জীবনে
স্নেহময়ী-কোলে প্রেমামৃত পানে!
মজে থাক সেথা অনন্ত আরামে,
ভুঞ্জ মোক্ষফল গিয়ে মোক্ষধামে
পূরিবে কামনা মিটিবে পি
আনন্দে বিহর স্বর্গসুখ ব
ও পূত চরিত্র করিয়ে স্ম
ধন্য হই মোরা বঙ্গবাসিগণ॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

মাতৃশ্রাদ্ধে নিত্য পাঠ্য।*

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥১॥

ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান- হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন্, ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

তরশ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥২॥

ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের সেবা করিবেন।

য়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
ঈশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥৩॥

জীব যাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে ও যাঁহার স্নেহে জীবিত থাকে, সেই মাত সাক্ষাৎ ঈশ্বরী জগজ্জননী, মাতার সম গুরু আর কে আছে?

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম হয়েন; মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণ
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যাঃ কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি

সন্তান জন্মিলে পিতা মাতা যে

---

* য়া কৈলাসকামিনীর পুত্র কন্যাগণ তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন হইতে একমাসকা করিয়া তাঁহার নিত্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

করেন, পুত্র কন্যারা শত বর্ষেও তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না।

আশিষো বা প্রযুঙ্ক্তে প্রীতৌ পুত্রগুণৈর্হি তৌ।
তা এব খলু পুত্রস্য স্বর্গসোপানসন্ততিঃ॥৬॥

মাতা পিতা সন্তানের গুণে পরিতৃপ্ত হইয়া যে সকল আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন, তাঁহাদের সেই এক একটী আশীর্ব্বাদ সন্তানের স্বর্গারোহণের এক একটী ...পানস্বরূপ।

...ঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে,
...ংস্মুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এবতু দুষ্কৃতং। ৭

...ষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী ...ত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, এবং একাকী স্বীয় দুষ্কৃতিফলও ভোগ করে।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ,
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি। ৮

বান্ধবেরা মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্টের ন্যায় ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান, ...র্ম্মই কেবল তাহার অনুগামী হয়েন।

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ। ৯

পরলোকের সহায়ের নিমিত্ত পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকে না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

তস্মাৎ ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং। ১০

অতএব আপনার সহায়ের নিমিত্ত প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, জীব ধর্ম্মের সহায়তাতেই দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। ১১

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই; ধর্ম্ম সকল জীবের পক্ষে মধুস্বরূপ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রভাতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

...ম্বিত ঘন কেশ শুভ্র উজল বেশ,
অধর মধুরহাসিনি!
নমঃ সরস্বতি! দেবি ভারতি!
পীযুষ ভাষ-ভাষিণি!"

...তীর কোমল জীবন বড়ই ... প্রভাতী যখন শ্যাম উপবনে ...ন্ধ্যার কনক কিরণে এলায়িত কুঞ্চিতাগ্র কেশ-কলাপে সজ্জি... হাসি মুখ লইয়া সদ্যোগ্রথিত পু... স্বামিপূজার কার্য্যে বিব্রত হইত... তাহাকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের জীব... বলিয়া বোধ হইত।

প্রভাতীর ক্ষুদ্র জীবন এ... ভাবে পূর্ণ। ধর্ম্মই তাহার ... জীবন, হৃদয়ের পরম ধন। ...

সংসারে এমন কি প্রিয় বস্তু আছে যে ধর্ম্মের জন্য সে তাহা ত্যাগ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইবে? প্রভাতীর ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়া অনেক ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহাকে অনেক দুঃখের বিভীষিকা দেখিতে হইয়াছে। কখন কখন প্রবল দুঃখাতিশয্য বশতঃ তাহাকে ম্রিয়মাণা হইতে হইয়াছে। স্নেহ-স্বরূপিণী জননীর উন্মাদ রোগ এবং নিরুদ্দেশ, স্নেহপ্রতিম পিতৃদেবের অকস্মাৎ মৃত্যু, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতৃধনের অকাল-বিয়োগ, মাতৃসমা ভগ্নীর বালবৈধব্য ং অকালে ইহলোকত্যাগ,এইরূপ নানা টনা ও বিপদেও তাহার হৃদয়ের ধর্ম্ম-াস শিথিল বা বিচলিত করিতে পারে ই।. তাহার বিশ্বাস, "দুঃখ কি?" দুঃখ মা মঙ্গলচণ্ডিকার পরীক্ষা স্বরূপ। সে খের ভিতরে যেমন—দুঃখের ভিতরেও তমনি প্রভূত শক্তিস্বরূপিণী অনন্তরূপিণীর ঙ্গলময় হাত দেখিত।

"যে করে আমার আশ,
তার করি সর্ব্বনাশ;
তাতেও যে না ছাড়ে আশ,
(আমি) তার হই দাসের দাস।"

সে শৈশবকালে মাতার নিকট এই থাটী শুনিয়াছিল। এখনও তাহা তাহার নে আছে। এই কথাটী অবলম্বন করিয়া দারুণ দুঃখের দুর্ব্বহ জীবনকে সুখময় রিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাতীর সখী। মধুমতীর সরল জীবন প্রভাতীর মধুময় সরস জীবনের সঙ্গে একত্র হইয়া বড় সুমধুর হইয়াছে। মাতৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-স্নেহে এবং বহু আত্মীয় স্বজনের যত্নে সম্বর্দ্ধিত ধনি-গৃহের একমাত্র কন্যা মধুমতী সখী প্রভাতীর জীর্ণ পর্ণগৃহে অধিক সময় যাপন করিত।

একদিন মধুর অপরাহ্নে একটী কুসুমিত শ্যাম কাননের প্রান্তভাগে এক শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে উপবেশন করিয়া দুই সখীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সেই পুষ্পিত বনের অনতিদূরে তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া শোভা নামে পদ্মগন্ধে সুরভীকৃত এক স্রোতস্বতীর সলিল বহিয়া যাইতেছে। শোভার বালুকাময় ভূমিতে চক্রবাক চক্রবাকীসহ মৃণালকন্দ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। নলিনীদলের ছায়ায় হংস-মিথুন মৃদু তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া কম্পিত হইতেছে, তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে যেন তাহারা অনিন্দ্যরূপা নলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছে। সেই তরু ছায়াচ্ছন্ন চ্যুতমুকুল-গন্ধ বিকিরিত পুষ্পিত বনতলে প্রভাতী ও মধুমতীকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। অপরাহ্ণের লোহিত রৌদ্রে সুরঞ্জিত বসন্তবায়ু স্পর্শে কম্পিত পাদপপত্র সকল তাহাদের রূপেই যেন রমণীয় বোধ হইতেছিল।

তাহাদের সম্মুখে আগণ্ডবিলম্বিত কেশরশিখা-বিশিষ্ট প্রস্ফুটিত শিরীষ-কুসুমের উপরিভাগে কুসুম-রস-চোর কৃষ্ণ-মধুকর বিচরণ করিতেছে। মধুমতী

শোভন বপুতে রত্নালঙ্কার ও মুক্তাহারদ্বারা সংবর্দ্ধিত রূপে অঙ্কুরোদ্গতা স্বর্ণময় কল্পলতার স্থায় শোভা পাইতেছে। কনকনিকষের স্নিগ্ধ বিদ্যুৎবৎ প্রভাতী তরু-কুসুম ও কিশলয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-বিভূষিতা। রক্ত কুবলয়শোভিত করাগ্রে কপোলতল বিন্যস্ত করিয়া সে কহিল "গাও গাও আমার মাথা খাও সেই গানটী আবার গাও।" দেহের পশ্চাৎস্থিত কেতকী শাখা সংলগ্ন অঞ্চলখানি টানিয়া লইতে লইতে মধুমতী গাইল :—

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত-রমণী-পানে,
কে দেখে, তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে?
অজ্ঞান আঁধারে তারা, হয়ে আছে পথহারা,
হয়ে সুখশান্তি হারা ভ্রমিছে ভব-কাননে।
কোমল কুসুম-সম, প্রাণের ভগিনী মম,
অবরোধ-কারা-মাঝে, বিষাদে কাটে জীবন;
সমাজ চরণতলে, তাদের সতত দলে,
রাখছে রাখছে প্রভু দুঃখিনী রমণীগণে।
বিধবা-নয়নাসার, ঝরিতেছে অনিবার,
ভাসায়ে ভারত-হৃদি, দেখিতে বাঁচি কেমনে?
তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়ে আঁখি-জল,
উদ্ধারিবে দুঃখিনীরে, জুড়াবে তাপিত প্রাণে॥

গাইতে গাইতে যখন ভগবৎপ্রেমের ভাবতরঙ্গ গভীর হইতে গভীরতর ভাবে উছলিয়া উঠিল, তখন সেই সলজ্জ মৃদু-কম্পিত কণ্ঠ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া কোকিল-কাকলিত ও পুষ্প-সুরভিত মধুর বনকে মধুরতর করিয়া তুলিল। এইরূপ অনেকক্ষণ গাইয়া সেই উচ্চ কণ্ঠ মৃদু হইতে মৃদুতরে পরিণত হইয়া পরে বিলীন হইয়া গেল। আপনার চক্ষের ভক্তি-বিগলিত অশ্রুজল মুছিয়া মধুমতীর অশ্রু-পূর্ণিত মুখকমল চুম্বন করিয়া প্রভাতী কহিল "তুমিই যথার্থ নারীজন্ম ধারণ করিয়াছিলে।" বলয়ালঙ্কৃত হস্ত দ্বারা প্রভাতীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মধুমতী কহিল "তুমি যাহা কহিয়াছ তাহা নিশ্চ[য়] সত্য, কারণ আমি শিশিরময়ী প্রভা[ত]-কালীন পদ্মিনীর স্থায় প্রভাতীর সমা[ন] সুখ অনুভব করিতেছি।"

প্রভাতী মধুমতীর আলিঙ্গনে আব[দ্ধ] হইয়া সুরপন্নাগ-মাল্য-পরিবেষ্টিত দেবী[র] স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। ঠিক সে[ই] সময় দ্বাবিংশ বৎসরের একটী নবীন যুব[ক] অতি সুন্দর মূর্ত্তি ও সহাস্য মুখ লই[য়া] তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা[র] হস্তে একখানি চিত্র ছিল। "কোতল খাঁ[র] কারাগৃহে জগৎসিংহের সম্মুখে মহামহি[ম]-ময়ী আয়েসার কোলে তিলোত্তমা[র] মূর্চ্ছিত দেহ" এই চিত্রে প্রদর্শিত।

(ক্রমশঃ

পরা বিদ্যা।

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণংনিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"—মুণ্ডকোপনিষদ।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ঋষি চতুর্ব্বেদ ও ছয় বেদাঙ্গকে অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিলেন, আর তাহার কারণ কি? না যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়। হিন্দুদিগের ধর্ম্মের মূল বেদ, তাহাকেই হিন্দু ধর্ম্মোপদেষ্টা ঋষি অশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, ইহার কারণ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা বেদ বলিতে লিখিত পুঁথি মনে করেন না, অনাদি অনন্ত যে বেদ, তাহা অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরের সহিত বর্ত্তমান। দেশবিশেষে, কালবিশেষে ভগবদ্‌বিশ্বাসী ব্যক্তিবিশেষে সেই বেদের এক কণা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাই মানবভাষায় ভাবান্তরিত হইয়া মানবীয় কল্পনা সহযোগে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা, গ্রন্থজী, গীতা ও ভাগবত সকলই এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র রূপে পূজিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা এইরূপে লিপিতে বদ্ধ হইতে পারে? মানব-আত্মাতে যাহা জীবন্ত জ্ঞানালোকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যে আলোকে অগম্য অব্যক্ত ব্রহ্ম-স্বপ্রকাশরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পুস্তকের মৃত ভাষা তাহার ছায়ামাত্র, তাহাতে কি সারাৎসার পরম বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করাইতে পারে? এইজন্য চতুর্ব্বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতিদর্শন ও সমুদায় পুরাণ তন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াও এক ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বহুদূরে থাকিতে পারে—এমন কি নাস্তিক হইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে। একটী পশু গ্রন্থরাশি পৃষ্ঠে বহন করিলে সে গ্রন্থভারবাহী চতুষ্পদ, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপণ্ডিত সেইরূপ শাস্ত্রভারবাহী দ্বিপদ জীবমাত্র।

এরূপ জীব ব⸺ই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত চৈতন্যের সমসাময়িক অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামী যিনি শেষ জীবনে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন, তিনি বৃন্দাবনবাসকালে "Confessions of Augustine" অগাষ্টাইনের আত্মদোষ স্বীকারের মত নিজ খেদব্যঞ্জক এক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে আছে "অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু অজ্ঞানতা গেল না।" এক ব্রাহ্ম কবিও গাহিয়াছেন—"কি হবে সে জ্ঞানে যাতে

তোমারে না পাই।" ভক্তিসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও বলিতেছেন, "বেদে দিল চক্ষে ধূলো, ষড়দর্শন অন্ধগুলো।" ঋষি এই ভাবে বেদ সকলকে অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অপরা বিদ্যা দ্বারা কি লাভ নাই, এ কথা কে বলিবে? ইহা দ্বারা সংসারের সহস্র লাভ হইতে পারে, কিন্তু সংসারের অতীত পরম বস্তু লাভ হইতে পারে না। সে বস্তু লাভ হইতে পারে কিসে? পরা বিদ্যা দ্বারা। যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায়, সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কোথায় আছে? ইহা যদি বেদে নাই, বেদাঙ্গে নাই, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নাই, তবে কোন্ শাস্ত্রে আছে? উপনিষদের এক আখ্যায়িকায় আছে ব্রহ্মবিদ্যা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা আপ্তবাক্য "Revelation." কিন্তু এ আপ্তবাক্য কোনও লিপিবদ্ধ জিনিষ নহে, ... সত্যের প্রস্রবণ স্বয়ং ঈশ্বর হইতে ... হইয়া সাক্ষাৎভাবে মানবাত্ম... হয়। এই পরা বিদ্যা ব্র... বিদ্যা লিখিত শাস্ত্রে নাই, ই... গুরু কল্পতরু স্বয়ং ব্রহ্ম। ইহা ... তখন "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" দগ্ধ... অগ্নির ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত ... জ্ঞানেই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার, নবৃ... পরিত্রাণ লাভ হয়।

দেবলরাজ।*

নদীয়া জেলার অন্তর্গত নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম রাজধানী শ্রীনগর। শ্রীনগর এখন যেমন প্রায় জনশূন্য ও হিংস্রজন্তুপূর্ণ ঘোরারণ্যে পরিণত হইয়াছে, রাজধানী হইবার পূর্ব্বে যখন ইহার ঐরূপ অবস্থা ছিল, আমি সেই সময়ের অন্ধ পথ-বিচরণে চেষ্টা করিতেছি। বোধ হয়, তখন বঙ্গদেশ "বার ভূঁয়ার" বারটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এখন বঙ্গের যেখানে যত জমীদার ও রাজোপাধিবিশিষ্ট ভূম্যধিকারী দেখা যায়, তাহার কত... উপরি-উক্ত বারভূঁয়ার উত্তরা... এবং কতকগুলি তাঁহাদিগের ... বিশেষ কর্ম্মচারীর উত্তরাধিকারী ... ভৌমেশ্বরের মধ্যে যাঁহাদিগকে ... প্রথমেই অঙ্কে স্থান দিয়াছি... আখ্যায়িকার নায়ক দেবলরা... অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম। ... কোথাও তাঁহার একটী উত্ত... তাঁহার ঐশ্বর্য্যাপহারক কে...

---

* দেবলরাজের রাজধানী "দেবগ্রাম" রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। সুবিখ্যা... স্বর্গীয় রায় রামশঙ্কর সেন যখন রাণাঘাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন রায় দীনব... দেবলরাজের বিবরণ সঙ্কলন করেন। সেই বিবৃতির মর্ম্মানুসারে এই আখ্যায়িকা লি...

আফগানের দুরাকাঙ্ক্ষানলে ভারত-সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়াছিল, যে অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত হইয়া হুমো বাদসা (হুমায়ুন) সিন্ধুপারে পলায়ন করিয়াছিলেন; যাঁহার অত্যাচারে দিল্লী ছাড়িয়া অমরকোটের মরুভূমিতে আকবর সাহের সূতিকাধাম বিরচিত হইয়াছিল; হাবড়া হইতে কোট কাঙ্গাড়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ, ঐ পথের উভয় পার্শ্বস্থ ছায়াপ্রদ পাদপশ্রেণী, কূপাবলী ও পান্থনিবাসনিচয় এবং ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা যাঁহার অনপনেয় স্মৃতি-চিহ্ন, সেই সের আফগান যখন সের সাহ হইয়া সুশাসন ও সুবিচারে ভারত-সাম্রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে "হাঙ্গরীবাঁক"নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে একঘর কুম্ভকার গৃহস্থ বাস করিত। কুমার দুই প্রকার, এক প্রকার ঠাকুর-গড়া, অন্য প্রকার হাঁড়ীগড়া। জনসমাজে প্রথম প্রকার কুমারের পদমর্য্যাদা কিছু বেশি। আমরা যে কুম্ভকার গৃহস্থের বিবরণ বলিতে উদ্যত হইয়াছি, সে হাঁড়িগড়া কুমার। সে কিছু হাঁড়ী কলসী সরা মালসা গড়িয়া বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে কোন-রূপে দিন যাপন করিত। মূল ধনের মধ্যে একখানি মাটী কাটিবার মুড়ি কোদাইল এবং একখানি জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন চাক।

হাঁড়ী গড়িবার উপযুক্ত মেটেল বা আটাল ও বর্ণক মৃত্তিকা সর্ব্বত্র মিলে না। বর্ণক মৃত্তিকাকে রাঙ্গামাটীও বলিয়া থাকে। কুমারকে ঐ দুই প্রকার মাটী পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া অনেক দুর যাইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রীনগর ও চৌবেড়িয়া নামক দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম হাঙ্গরীবাঁক হইতে নিতান্ত নিকট নহে। হাঙ্গরীবাঁকের কুম্ভকার যুবককে রাঙ্গা মাটীর জন্য মধ্যে মধ্যে ঐ দুই গ্রামে যাইতে হইত। চৌবেড়িয়া যাইবার অন্য কারণও ছিল। তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এই কুম্ভকার তরুণবয়স্ক, পরম সুন্দর। বাহ্যা-কৃতি দর্শনে তাহাকে উচ্চ শ্রেণীস্থ সম্রান্ত লোকের সন্তান বলিয়া বোধ হইত। তাহার পোষ্যবর্গের মধ্যে বিধবা জননী এবং দুইটী অনূঢ়া ভগ্নী। দুঃখের সংসার, এজন্য কুম্ভকার বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই।

একদিন কুম্ভকার রাঙ্গা মাটীর ঝুড়ি মস্তকে লইয়া অপরাহ্ণে শ্রীনগর হইতে প্রত্যাগত হইল। আজ পুত্রকে অধিকতর ক্লান্ত দেখিয়া জননী কহিলেন, "হাঁারে, আজ কি মাটীর ঝুড়ি আনিতে তোর কষ্ট হয়েছে? মুখখানা লাল হইয়া গিয়াছে। অন্য দিন তোকে এমন দেখি না।" পুত্র কহিল,—

"না মা, মাটীর ঝুড়ি আস্তে আমার মোটে কষ্ট হয় না, আমি অমন চারিটা ঝুড়ি বহিতে পারি। আজ বড় বিপদে পড়েছিলাম।" মাতা কহিলেন,—

"বিপদ কি প্রকার?"

"আজ মাটী খুঁড়িবার কালে বড় রোদ লাগে। ঘামে কাপড় চোপড় ভিজে যায়। মাটী খোঁড়া হইল, আর ঘুম চাপ্‌তে

লাগিল। একটা গাছতলায় কোদালের উপর গামছা রাখিয়া তাতে মাথা দিয়া শুইলাম। তখন আকাশে মেঘ উঠিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি, ঠিক্ নাই। ঘুম ভাঙ্গিবার একটু আগে সাপের গজ্‌রাণি শুনিতে পাইলাম। চক্ষু মেলিয়া দেখি আমার মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ চক্র ধরিয়া দুলিতেছে। আমার বোধ হইল, মুখে ছোবল মারিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। এমন সময়ে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন।"

"দেবা, তুই সেদিন শ্রীনগরের জঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলি। আর একদিন একটা অজগরের মাথা মুড়ি কোদালে কাটিয়া মাটীর ঝুড়ির সঙ্গে বাড়ী আনিয়াছিলি, আজ একটা গোখুরা সাপ দেখিয়া তোর এত ভয় কেন?' কুম্ভকার যুবকের নাম দেবনাথ পাল। জননী প্রায়ই তাহাকে দেবা বলিয়া ডাকিতেন। দেবনাথ কহিল,—

"কি জানি মা, আজ জঙ্গলের মধ্যে মেঘের অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে মাথার উপর সাপের ফণা দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। ফণাই বা কি, যেন ডিঙ্গি নৌকা। এত বড় সাপ আমি কখনও দেখি নাই।"

"দেখিবি না কেন? সেদিন দীঘির পাড়ে অন্ধকারময় গর্ত্ত থেকে একটা মুখ বাহির হইয়া ছাগল মারিয়াছিল, সেটা কি?"

"সেটা কি মা? আমিত বুঝিতে পারি নাই।"

"সেটাও সাপ,—আমার বোধ হয়, সেই সাপটাই আজ তোর মাথায় 'ছত্র' ধরিয়াছিল।"

"মা, তুমি বল কি? তবেত আজ আমার মস্ত ফাঁড়া গেল। বোধ হয়, আজ আমাকেও গিলিতে আসিয়াছিল।" দেবনাথের জননী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—

"ফাঁড়া নয়রে ক্ষেপা,—ফাঁড়া নয়। সে দিন দৈবজ্ঞ ঠাকুর তোর হাত ও কপাল দেখে কি বলিয়াছিলেন,—মনে নাই কি? আজিকার ঘটনাও সেইরূপ সুলক্ষণ।"

"মা, আমি ত ক্ষেপা নই,—তুমিই ক্ষেপী। তুমি সেই দৈবিজ্ঞ বামনের কথায় বিশ্বাস কর?"

"আমি বিশ্বাস করি, আর না করি, তোর সে কথায় কাজ নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর সাপ তাড়িয়ে দিয়ে কি বলিলেন, তুই তাই বল্।"

সন্ন্যাসী ঠাকুরও তোমার মত পাগল। তিনিও সাপকে কিছুই না বলিয়া—'যাও বাচ্চা,—চলা যাও' বলিয়া আমার বুকে হাত দিলেন। 'ভয় নাই,—তোমার ভাল হবে,'—আমাকে এই কথা বলিয়া আপনিও বনের মধ্যে গা ঢাকা দিলেন।"

"সন্ন্যাসীও পাগল,—আমিও পাগ্‌লী,—কেবল তুমি আমার চাণক্য পণ্ডিত। নয়?"

"তুই পাগল,—তোর সাতগোষ্ঠী পাগল। চারিটা পেটের ভাত করিতে আমার

বংশধর বা পোষ্যপুত্র কিছুই দৃষ্ট হয় না। ঐ সময়ের ভূসম্পত্তি সকলের কিছু না কিছু অংশ অদ্যাপি যে কোনরূপে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দ্বাদশ ভৌমেশ্বরের অগ্রগণ্য দেবলরাজের একটী দীর্ঘিকা ও রাজধানীর চতুষ্কোণে চারিটী "থুব" অর্থাৎ মৃণ্ময় স্তূপ ব্যতীত আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্মৃতিচিহ্ন যে গ্রামে বিদ্যমান, তাহার নাম দেবগ্রাম। দেবগ্রামই দেবলরাজের রাজধানী ছিল। ইতর লোকে উহাকে "দেগাঁ" বলিয়া থাকে। দেবগ্রামের অভ্যন্তর ও উপান্ত সূক্ষ্ম দর্শনে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবলরাজের রাজধানী পরিখা-পরিবেষ্টিত ছিল।

"হাঙ্গর" নামে একটী বক্রগামিনী নদীর চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহার এক মুখ রাণাঘাটের দক্ষিণ চূর্ণি নদীর সহিত এবং আর এক মুখ গোপাল নগরের নিকটবর্ত্তী ইছামতীর সহিত মিলিত। ভৈরব ও হাঙ্গরের ন্যায় বক্রতা বঙ্গদেশীয় আর কোন নদনদীর আছে কিনা সন্দেহ। ভৈরবের তরণীযাত্রিগণ পূর্ব্বাহ্নে যে স্থানে পাক করিয়া ভোজন করেন, বহু ক্রোশ গমন করিয়াও সন্ধ্যাকালে আবার পূর্ব্বাহ্নপাকের চুল্লী, হণ্ডিকাদি চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া থাকেন। হাঙ্গরের বক্রতাও এইরূপ। বিশেষতঃ দেবগ্রামের নিকট উহার বক্রতা অদ্ভুত। শুষ্ককালে তাহা ভাল বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যে বর্ষে ইছামতী নদীতে প্রবল বন্যা উপস্থিত হয়, সেইবার যদি কোন নৌকারোহী হাঙ্গর বাহিয়া চূর্ণিনদীতে আগমনের চেষ্টা করেন, হাঙ্গর নদী দেবলের রাজধানীর নিকটে আসিয়া কিরূপ লীলা করিয়াছিলেন এবং দেবল-রাজ হাঙ্গরের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বকীয় রাজধানীকে কিরূপ পরিখাপরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। হাঙ্গরের তরণীবাহী যাত্রী পূর্ব্বাহ্ণ এক প্রহরের সময় দেবগ্রামের প্রথম "থুব" দর্শন করিলে, প্রদোষকালে চতুর্থ "থুব" দর্শন না করিয়া ঐ গ্রামের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না। বোধ হয় দেবল-রাজধানীকে বলবতী স্রোতস্বতী সুনাব্যা শৈবলিনীরূপা পরিখা দ্বারা পরি-বেষ্টিত করিবেন বলিয়াই বিধাতা পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানে হাঙ্গরের অদ্ভুত বক্রতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিম্বদন্তী পরম্পরা এবং ঐতিহাসিক সমন্বয় দ্বারা দেবলরাজের যে বিবরণটুকু জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, উপরি-উক্ত দীর্ঘিকা রাজপুরীর প্রাকার অভ্যন্তরেই বিদ্যমান ছিল। এখন সে প্রাকার, কি রাজপ্রাসাদ কাহারও কোন চিহ্নমাত্র নাই। এখন দেখিলে বোধ হয়, ঐ দীর্ঘিকা প্রান্তর বা কানন মধ্যেই খনিত হইয়াছিল। কিন্তু এককালে অদৃষ্টদেবের অদ্ভুত চক্রে ঐ দীর্ঘিকায় দেবলের দ্বাদশ মহিষী, ষোড়শসংখ্যক কন্যা, পঞ্চদশ পুত্র, পঞ্চ পৌত্রাদি শতাধিক পরিজন, কুবের-ভাণ্ডারে আছে কিনা সন্দেহ, এরূপ

মণিমাণিক্যখচিত বহু মণ ওজনের স্বর্ণাভরণ, কোটি স্বর্ণ মুদ্রা, এতদ্ব্যতীত রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল কাঁসা নির্ম্মিত বাসন এবং অন্যান্য অপরিমেয় গৃহসামগ্রীর এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন হইয়াছিল!! এই ঘটনার পর রণজয়ী অশ্বারোহী স্বয়ং দেবলরাজও ঐ. অতলজল দীর্ঘিকায় অশ্বসহ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিম্বদন্তী—এই অদ্ভূত ঘটনার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দেবগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা স্ব স্ব গৃহে কোন কর্ম্ম কাণ্ড উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে কয়েকটী তাম্বুল পত্র ও কয়েকটী গুবাক্ হস্তে ঐ দীর্ঘিকার কূলে উপস্থিত হইতেন। যাহার গৃহের কর্ম্মে যতগুলি থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, ঘড়া ও অন্যান্য গৃহসামগ্রীর প্রয়োজন হইত, তিনি তৎপ্রাপ্তির প্রার্থনা দীর্ঘিকার অধীশ্বর যক্ষদেবকে জানাইয়া পান সুপারি জলে নিক্ষেপ করিয়া আসিতেন। পরদিন প্রত্যূষে প্রার্থিত সমস্ত দ্রব্যই জলকূলে প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ ঘটনা অনেক দিন যাবৎ চলিয়াছিল। কোন অধার্ম্মিক লোভী ব্যক্তি কোন সময়ে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাপ্ত সামগ্রীর কিয়দংশ অপহরণ করায় ঐ ব্যাপার রহিত হইয়া গিয়াছে। কেননা, যক্ষদেবের এইরূপ আদেশ ছিল যে, প্রার্থনা মত সকলেই সকল দ্রব্য পাইবে, কিন্তু কেহ কিছুমাত্র আত্মসাৎ করিতে পারিবে না; সমস্তই কর্ম্মসমাপনান্তে দীর্ঘিকাকূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস এইরূপ, দীর্ঘিকার জলে যত ধন সম্পত্তি নিহিত হইয়াছিল, যক্ষদেব, পূর্ব্বোক্ত "খুব" চতুষ্টয়ের নিম্নে তাহার ভাণ্ডার রচনা করিয়াছেন। এজন্য অনেকে অনেক সময়ে ধনপ্রাপ্তির আশয়ে ঐ খুব খনন করিয়াছে। কিন্তু অজগর সর্প, ভীমরুল প্রভৃতির দংশন ভিন্ন কাহারও ভাগ্যে অন্য কোন ফলপ্রাপ্তির সংঘটন হয় নাই।

ঐ প্রদেশে আর একটী জনশ্রুতি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কুম্ভকারজাতীয় কোন গৃহস্থ দেবগ্রামে গিয়া বাস করিলে প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহার বংশ থাকে না। জনশ্রুতি প্রচারের পর কোন কোন কুম্ভকার ঐ গ্রামে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা জনশ্রুতির সত্যতাও সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

ঘুঘু অমঙ্গলজনক পক্ষী, কাহারও বাড়ীতে ঘুঘু আসিলে সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাড়াইয়া দেয়। দেবলরাজের সময় হইতেই ঘুঘুর এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। নচেৎ ঘুঘু ও কপোত একপদস্থ পক্ষী ও এক কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত।

চৌবেড়িয়া গ্রামস্থ অনাদি কালের বুড়োশিব যে এখন খণ্ডশঃ বিভক্ত ও "পোড়া মহেশ্বর" বলিয়া খ্যাত, তাহারও সহিত দেবলরাজবংশের সংস্রব আছে।

(২)

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার যে দুর্দ্দান্ত ও অসমসাহসী মুসলমান শাসনকর্ত্তা সের

মাথার ঘাম পায় পড়ে,—মাটী কাটিতে হাতে কড়া, ঝুড়ি বহিতে মাথায় টাক্—পোয়ান পোড়াইবার কাঠের জন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে দুবেলা সাপের মুখে,—বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হয়,—আমি রাজা হবো, আর তুমি রাজার মা হবে? নয়?”

“আমি যদি সতীলক্ষ্মীর পেটে জন্মে থাকি,—এক পুরুষ ভিন্ন দুই পুরুষের মুখ না দেখে থাকি,—যদি হিঁদুর শাস্ত্র বাক্য সত্য হয়,—তবে দেখিস্ রাজার মেয়ে অবশ্যই রাজার মা হবে।”

(ক্রমশঃ)

জাপান কাহিনী।

জাপানীদের কয়েকটি দেশাচার।

(১)

জাপানবাসীরা অভিবাদন করিবার সময়ে সাধারণতঃ দুই জানুতে দুই হাত রাখিয়া সম্মুখ দিকে অবনত হয়; কেবল অধিক সম্মান দেখাইতে হইলে হিন্দুদিগের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। কেহ কিছু উপহার দিলে, তাহারা এক প্রকার অস্পষ্ট স্বরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকে। জাপান বালকদিগের মাতৃভক্তি সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। মাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি না লইয়া তাহারা কখনই গৃহের বাহির হয় না। মাতাকে কোন স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিলে বালক বালিকারা গৃহদ্বারে একত্রিত হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠনে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। ভারত-বর্ষের ন্যায় জাপান দেশেও পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সমাগমে এইরূপ অনেক স্পৃহণীয় প্রাচীন পদ্ধতির কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

ফুল জাপানবাসীদের বড়ই প্রিয় বস্তু। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময়ে ফুলের বাজার বসিয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল ব্যক্তিই তথায় ফুল ক্রয় করিতে গমন করে। কোনও বাগানে নূতন রকম সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে জানিতে পারিলে সাধ্যমতে সকল ব্যক্তিই তথায় না গিয়া থাকিতে পারে না। ফল-পুষ্প-শোভিত সুন্দর উদ্যান জাপানবাসীদের প্রীতি-ভোজের প্রশস্ত স্থান।

যুবক মাত্রেই তাস, ঘটিকা বা অল-ক্রীড়ায় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। জাপানে বাজীকরের সংখ্যা যেমন অধিক, তাহাদের ক্রীড়া সেইরূপ আশ্চর্য্যজনক ও প্রীতিপ্রদ। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে জাপানে নাট্যশালার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে নৃত্যগীতের আলোচনা হইত বটে, কিন্তু ঠিক্ নাটক অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জাপানের নাট্যশালায় স্ত্রীলোকদিগকে অভিনয় করিতে দেওয়া

হয় না। স্ত্রীলোকের অভিনয় বালকেরা করিয়া থাকে, কোনও কলুষিত ব্যক্তির সংহারের অভিনয় হইলে ইহারা যার পর নাই পুলকিত হয়। অভিনয় কালে তরবারি ব্যবহৃত হয়; মনে হয় রক্তপাত হইতেছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সাধারণ ব্যক্তিগণ অভিনয় দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা অভিনেতাদিগকে দেবতা মনে করে, কিন্তু শিক্ষিত ও উন্নতমনা জাপানী ভদ্র লোক অনেকেই নৈতিক অবনতির ভয়ে নাট্যশালায় গমন করেন না।

ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানেও নৃত্যগীত-কারিণী রমণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে "জিসাস" কহে। ইহারা সাধারণতঃ অতি নিকৃষ্টবংশীয়া। অনেক সময়ে পিতৃমাতৃহীন বালিকাদিগকে ক্রয় করিয়া জিসাস করা হয়। জিসাসগণ সাত বর্ষ বয়স হইতেই নৃত্যগীত ও অঙ্গ ভঙ্গী-করণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই সকল নৃত্যকারিণী রমণীগণের মধ্যে সুন্দরী ও কৌতুকপ্রিয়ার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কাহারও বাটীতে ভোজ বা উৎসব সময়ে আগন্তুকদিগকে পরিতুষ্ট ও পুলকিত করিবার জন্য জিসাসগণকে পারিশ্রমিক দিয়া আনান হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুৎসিতভাবে অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যগীতাদি করিত, জাপান সম্রাট্ নিয়ম প্রচার দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন। প্রভুর অনুমতি লইয়া জিসাসগণ স্বদেশীয় বা বিদেশীয় পুরুষের সহিত দূরদেশে অর্থোপার্জ্জনে যাত্রা করে।

জাপানে এক প্রকার আত্মহত্যার নিয়ম প্রচলিত আছে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি প্রথমে আপন উদর কর্ত্তন করে, পরে তাহার আত্মীয়ের মধ্যে কেহ উহার শিরশ্ছেদ করে। ইহাকে "হারাকারী" কহে। হারাকারীর প্রকৃত অর্থ উদরচ্ছেদে মৃত্যু। কিন্তু জাপানবাসীরা এইরূপ মৃত্যুকে এত ভাল বাসে যে, ইহাকে সম্মানসূচক মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। পাছে জীবদ্দশায় শত্রুর হস্তগত হইয়া নীচতা স্বীকার করিতে হয়, এইজন্য অনেক যোদ্ধা বীরপুরুষ "হারা-কারী" করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্র লোক দুইখানি করিয়া তরবারি ব্যবহার করিয়া থাকেন। একখানি দীর্ঘ, অপর খানি ক্ষুদ্র। শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘ খানির এবং আত্মহত্যার জন্য ক্ষুদ্রখানির ব্যবহার হয়। সাধারণ ঘাতক-গণের হস্তে নিহত হওয়া অতীব লজ্জাকর ও অপমান জনক, এই হেতু পূর্ব্বে অপ-রাধী ভদ্রলোক ও যোদ্ধৃগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে সাক্ষিগণের সম্মুখে আত্মহত্যা করিত। এইরূপ আত্মহত্যা-কারী ব্যক্তি, উন্নত বধ্য ভূমিতে উত্তর মুখে উপবেশন করে, এবং তাহার বন্ধু বান্ধবগণ তাহার চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়। এই সময় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-বিজ্ঞাপক রাজকর্ম্মচারী সমাগত জনমণ্ডলীর শ্রুতিগোচরে অপরাধীর দণ্ডাজ্ঞা পাঠ

করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরবারি বা ছোরা অপরাধীর হস্তে প্রদান করেন। ছোরা গ্রহণ করিয়া হত্যাকরণেচ্ছু ব্যক্তি মৃত্যু-কালীন অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করণানন্তর সমাগত বন্ধুমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহে "আমি উদর কর্ত্তন করিলে, তোমরা কেহ দয়া করিয়া আমার শিরশ্ছেদ করিও।" তার পর ছোরাখানি বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া নাভির নিম্নদেশে প্রায় আট ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ত্তন করে। উদর কর্ত্তন করা হইলেই একজন বন্ধু তাহার শিরশ্ছেদ করে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি যদি উদরচ্ছেদ করণানন্তর পুনর্ব্বার সেই ছোরা দ্বারা আপন ওষ্ঠচ্ছেদ করিতে বা ছোরাখানি কোষ-বদ্ধ করিতে পারে, তবে সকলে তাহার সাহসিকতার শত শত ধন্যবাদ করিতে থাকে, এবং পুরুষানুক্রমে তাহার সাহসিকতার প্রশংসাজনক গান গীত হয়। উদরচ্ছেদের সময় কেহ কিছু মাত্র ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও নিন্দা করে।

মৃত ব্যক্তিকে বুদ্ধদেবের মন্দিরের নিকট কোন স্থানে কবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর ২৪ ঘণ্টা কাল মৃত ব্যক্তির মস্তক চা পূর্ণ উপাধানে রক্ষা করিয়া শ্বেত বর্ণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্দুকের ভিতর উপবিষ্ট অবস্থায় রাখিয়া দেয়। কবর দিবার পর তাহার উপর সামান্য একখানি স্মারক প্রস্তর-ফলক স্থাপন করে। উহাতে মৃত ব্যক্তির নাম ও মৃত্যু তারিখ লিখিত থাকে। ঠিক্ এইরূপ লিখিত একখানি কাষ্ঠ ফলক গৃহ-দেবতার গৃহে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে শবদাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ প্রথা বন্ধ হইয়াছে।

জাপানীরা মৃত ব্যক্তির জন্য দুই প্রকারে শোক চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে:—(১) শোক-প্রকাশক পরিচ্ছদ পরিধান; (২) নিরামিষ ভোজন।

কোন্ কোন্ আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে কি প্রকারে কত দিন শোক প্রকাশ করিতে হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

	শোক-পরিচ্ছদ-ধারণ।	নিরামিষ ভোজন।
পিতামহ	১৫০ দিন	৩০ দিন
পিতা মাতা	১৩ মাস	৫০ দিন
স্বামী	১৩ ,,	৫০ ,,
স্ত্রী	৯০ দিন	২০ ,,
ভ্রাতা বা ভগ্নী	৯০ ,,	২০ ,,
জ্যেষ্ঠ পুত্র	৯০ ,,	২০ ,,
অন্য পুত্র	৩০ ,,	১০ ,,

শ্বেতবর্ণ পোসাক জাপানীদের শোক-পরিজ্ঞাপক।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

চুট্‌কী গল্প।

(৫)

শ্রীধাম নবদ্বীপেরনাম ও যশ ভারতবর্ষের বাহিরেও আছে, এরূপ বোধ হয়; কেননা, এককালে কাশী, পুনা, মিথিলা ও নবদ্বীপ সংস্কৃত ভাষার উচ্চ শিক্ষার প্রধান স্থান ছিল। তখন অনেক বৈদেশিক ছাত্র ঐ সকল স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিত। নবদ্বীপের সে সৌভাগ্য বহুকাল হইতে লোপ পাইলেও এখনও তাহার একটু নাম গন্ধ আছে। কিন্তু নবদ্বীপের পূর্ব্বাংশ, বোধ হয়, তখন গঙ্গাগর্ভেই নিহিত ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ঐ অংশ বালুকা ও পঙ্কময় কৃষিক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। যেখানে এখন বড় আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে ফাঁকা মাঠ ছিল। তাহার মধ্যে মধ্যে কৃষকের কেদারখণ্ড দৃষ্ট হইত। এই মাঠে অতি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে একটী প্রাচীন বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহার ঠাকুরসেবা ছিল। বাবাজীর কুটীর ও প্রাঙ্গণে এক পোয়ার অধিক জমি ছিল না। তাঁহার বাসস্থানের চতুঃপার্শ্বই কৃষকগণের কৃষিক্ষেত্রে আবৃত।

বাবাজী মহাশয় একদিন পাঁচ সাতটা কচা চিতা দ্বারা সামান্যরূপ বেড়া দিয়া দশ পনর হাত জমি ঘেরিয়া ফেলিলেন। একজন কৃষক তাহা দেখিয়া কহিল,—

"ও বাবাজী, একি করিয়াছ? আমার ক্ষেত ঘেড়িয়াছ কেন?" বাবাজীর মুখখানি বড়ই মিষ্ট ছিল। কৃষককে কহিলেন,—

"বাবা, ও জমি তোমার,—আমি যে জমিতে আছি,—এ জমিও তোমার,—সকলই তোমার। আমার আর কে আছে? আমিই বা আর কদিন? তবে কি জান, ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে থাকা ভাল নহে; একটু বায়ু সঞ্চালনের উপায় নাই, হাঁপাইয়া প্রাণ যায়,—অপরাধের ভয়ে সদা মরিয়া থাকি; এজন্য তোমার ঐ জমিতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিব।" কৃষক বাবাজীর কথায় গলিয়া গেল। "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

বাবাজী মহাশয় কয়েক মাস পরে আর এক কৃষকের কতকটা জমি পূর্ব্বোক্তরূপে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সে কৃষক আসিয়া বাবাজীর বেড়া ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলে বাবাজী কহিলেন,—

"বাবা, আমার একটা কথা আগে শুন, পরে বেড়া ভাঙ্গিও। আমার কি স্ত্রী পুত্র আছে? না জ্ঞাতি গোত্র আছে? কেবল আমি যে কদিন। তার পর আমার ও ঠাকুরের জমি এবং তোমার এই জমি সকলই তোমার হইবে। আপাততঃ তোমার এই জমিতে দুগাছ শাক পাতাড় করিয়া ঠাকুর সেবা করিব।" কৃষক

ভাবিল, "তাইত, ঠিক্ কথা,—পরে সবই আমার হইবে।"

এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাবাজী ঠাকুর ঘর, ফুল বাগান, কলা বাগান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ ইত্যাদির নাম করিয়া প্রায় চারি পাঁচ বিঘা ভূমি আত্মসাৎ করিলেন, অথচ একটি পয়সা রাজস্ব দেন না। ক্রমে এই ঘটনা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। বাবাজীকে তলব করিলেন। বাবাজী রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"শুনা গেল, তোমার কোনও ঠাকুর সেবা নাই, অথচ তুমি বিনা রাজস্ব দানে অনেক ভূমি ভোগ কর। প্রকৃত ঠাকুর সেবা থাকিলে রাজ সরকার হইতে দেবোত্তর ভূমি দানের নিয়ম আছে বটে।" বাবাজী করযোড়ে কহিলেন,—

"মহারাজ, আমিও ত কলিপাবন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ সেবা করিয়া থাকি।" রাজা কহিলেন,—

"তুমি কি গৌরাঙ্গকে ভগবদবতার বলিয়া বিশ্বাস কর?" বাবাজী কহিলেন,—

"মহারাজ, সে বিষয়ে আমারও একটু সংশয় আছে।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গ-বিরোধী ছিলেন। এখন একটী প্রকাণ্ড বৈষ্ণবের মুখে সংশয়ের কথা শুনিয়া বড়ই খুসী হইলেন। কহিলেন,—

"বাবাজী, তুমি বুদ্ধিমান্,—তাই তোমার সংশয় আছে। যত মূর্খ নেড়া বৈষ্ণবে গৌরাঙ্গকে ঠাকুর বলে,—অবতার বলে,—কেহবা পূর্ণ ব্রহ্ম বলিতেও লজ্জিত হয় না। সেদিনকার পুরন্দর-পুত্র ডাংপিটে নিমাই পণ্ডিত আজ কিনা ঠাকুর হইয়া পড়িয়াছে। সোণার বেণের ভাতমারা নিতে নেড়া ও নীতে নাড়া এই দুইটা প্রতারক আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য তাহাকে ঠাকুর বানাইয়াছিল। নিতে নেড়া এখন প্রভু নিত্যানন্দ হইয়াছেন। নীতে নাড়া এখন শ্রীশ্রী অদ্বৈত প্রভু হয়েছেন। উদরপরায়ণ শঠ বৈষ্ণব-গুলা বলে যে, তাঁহার তপস্যার জোরে ভগবানের সিংহাসন নড়িয়াছিল বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'নাড়া" বলিতেন। থাঁদীর বেটা পদ্মলোচন। মড়াঞ্চে পোয়াতির ছেলে 'নিমে' আজ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যদেব। কথাগুলা শুনিয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। নিতে নীতের বংশ খড়দা ও শান্তিপুরের গোঁসাইরা আজ সমাজের মাথার মণি হয়েছেন। হাড়ী শুঁড়ী সোণার বেণের বাড়ী ভাত খাইবেন,—আর ভদ্র সমাজে উচ্চাসনে বসিবেন। রাজা রঘুরাম, রাজা গোপাল রাম প্রভৃতি আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ ধর্ম্মসমাজে এত স্বেচ্ছাচার কেমনে সহ্য করিয়াছেন, বলিতে পারি না। আমি কিন্তু ইহাতে প্রশ্রয় দিব না,—আমি ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিব।"

রাজা সভাসদগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হস্তমুখ সঞ্চালন করিয়া যখন এইরূপ আস্ফালন করিতেছিলেন, বাবাজী তখন কণ্ডুয়নচ্ছলে মধ্যে মধ্যে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে ছিলেন। অনন্তর মহারাজ বাবাজীর দিকে

ক্রোধরঞ্জিত লোচন আবর্ত্তিত করিয়া কহিলেন,—"বাবাজী মহাশয় এ বিষয়ে কি বলেন?"

বাবাজী দণ্ডায়মান ও অপেক্ষাকৃত সিংহাসনের নিকটস্থ হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ যদি অভয়-দান করেন, তবে মনের কথা প্রকাশ করিতে পারি, নচেৎ প্রাণের ভয়ে কিছুই বলিতে পারি না।"

তখন রাজাবাহাদুর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার কোনও ভয় নাই,—নির্ভয়ে মনের কথা প্রকাশ কর।"

তখন বাবাজী সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কহিলেন,—

"মহারাজ, শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ অবতার কি না, তদ্বিষয়ে আমার এতকাল যে সংশয় ছিল, আজ আপনার ভাব দেখিয়া তাহা এককালে দূর হইয়া গেল। কেননা, যখন যখন ভগবানের অবতার পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তখন তখনই তৎকালের শ্রেষ্ঠতম রাজা তাঁহার বিরোধী হইয়াছেন। বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষ, নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু,—রাম অবতারে রাবণ,—কৃষ্ণাবতারে কংস ভগবানের বিরোধী হইয়াছেন। এখনও দেখিতেছি, গৌরাঙ্গ অবতারে আপনি বিরোধী। অতএব শ্রী গৌরাঙ্গ যে ভগবানের অবতার, তাহাতে আর কোন ও সংশয়ই হইতে পারে না।"

স্তুতিবাদে যখন দেবদেবী পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোন্ ছার! বাবাজীর কথায় রাজা বাহাদুর বড়ই প্রীত হইলেন। কহিলেন,—"বাবাজী মহাশয়, আপনি কতখানি জমি দখল করিতেছেন। ঠাকুর সেবার জন্য আর ভূমির প্রয়োজন আছে কি?" বাবাজী—এই সুযোগে অনেক ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই নবদ্বীপের বড় আখড়া সৃষ্টির আদিম ইতিহাস। সেই সকল ভূমি অদ্যাপি ঐ আখড়ার অধীনে আছে।

(৬)

বাবুজী মহাশয়ের নিকট দুধে গোয়ালা টাকা চাহিল। বাবুজী কহিলেন,—

"ওহে ঘোষের পো, শুনেছি, তুমি আমাকে যে গাইয়ের দুধ দিতে, তোমার সে গাই মরে গিয়েছে। আজিকার দুধ কি অন্য স্থান হইতে কিনিয়া দিলে নাকি?" ঘোষের পো কহিল,—

"আজ্ঞে না, আপনি যে গাইয়ের দুধ খাইতেন, সেই গাইয়ের এক বকনা খুব দুধ দেয়। আমি আপনাকে সেই দুধ দিতেছি।" বাবুজী রক্ত চক্ষু আরও রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন,—

"কি বল্লি পাজি, আমাকে বুনের দুধ খাওয়াইতেছিস্? সর্ব্বনাশ কল্লি? আমি যে গাইয়ের দুধ খাইতাম, সে কি আমার মা নয়? তার বকনা কি আমার বুন নয়? কৈ হ্যায়রে,—লাগাও জুতি।

ঘোষের পোর টাকার তাগাদা ঘুরিয়া গেল। বাবুর চণ্ডমূর্ত্তি দর্শনে বেগে পলায়ন করিল। তখন বাবুজী সভাস্থ ভদ্রলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

মহাশয়েরাই বিচার করুন,—আমি এত সাবধান হইয়া চলি,—'মুনের' দুধ টুকুনও খাই না,—তবু গাঁয়ের বিটলে বামনেরা আমাকে মাতাল বলে। এতে রাগ হয় কি না, বলুন দেখি।"

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

দন্তরোগ।

১। কর্পূর ও মরিচের গুঁড়া একত্র করিয়া দন্তশূল স্থানে প্রয়োগ করিলে লালা নিঃসরণ করিয়া উপকার করে।

২। বকুল পাতা চর্ব্বণ করিলে মাড়ি ও দন্তের শিথিলতা নিবারণ হয়। বকুল ফল চর্ব্বণ করিলে উদ্ধৃত দন্তও স্থির হয়।

৩। কৃমি দন্তে (পোকাধরা দাঁতে) হিং উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে আশু উপকার হয়। হিঙের আরক তুলায় করিয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইলেও উপকার হয়।

৪। কর্পূর ও আফিং এক সঙ্গে মিশাইয়া দন্তের বেদনা স্থানে দিলে আরাম হয়।

৫। পাপ্‌ড়ি খয়ের, মুসব্বর, তুঁতে ও কর্পূর সমান পরিমাণে লইয়া গুঁড়া কর, এবং দাঁতের গোড়া যেখানে ফুলিয়াছে, তথায় প্রদান কর, তাহাতে যন্ত্রণা যাইবে।

৬। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হইলে, দারু-চিনির তৈল ২।১ বিন্দু ঐ স্থানে প্রদান করিলে, আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়।

৭। সিজ বৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে দন্ত কৃমি বিনষ্ট হয়।

৮। গুঞ্জা ফল (কুঁচ) কর্ণে ধারণ করিলে দন্তের পোকা নিপতিত হয়।

৯। তেঁতুল, জয়ন্তী, শরপুঙ্খী, বাগ-ভেড়াণ্ডা কিম্বা করবী বৃক্ষের মূল দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

১০। গোলমরিচ, সৈন্ধব লবণ ও আ[illegible]ল মাটি সমপরিমাণে লইয়া পেষণ ক[illegible]বে, পরে ছাঁকিয়া ঐ গুঁড়া দন্তে মা[illegible]ন করিলে দন্তের গোড়া শক্ত হয়।

অগ্নিদাহ।

১। পুড়িবা মাত্র ঘৃতকুমারীর রস, চূণের জল ও নারিকেল তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে লেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয়, এবং পরে ফোকা উঠে না।

২। ওড়িকলম নেকড়াতে ভিজাইয়া বারবার দগ্ধ স্থানে বসাইয়া রাখিলে সত্বর জ্বালা নিবারিত হয় ও ফোস্কা উঠে না।

৩। দগ্ধাঙ্গে মাংগুড় লেপন করিলে অথবা নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল বাটিয়া মাখাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

৪। দগ্ধ স্থানে পুঁই শাকের পাতার রস লাগাইলেও উপকার দর্শে।

৫। দগ্ধ স্থান পুড়িবা মাত্র লবণ চাপা

দিলে ফোস্কা হয় না, জ্বালা নিবারণ হয়, এবং অচিরে আরোগ্য হয়।

৬। ইংরাজী কালি দগ্ধ স্থানে ঢালিয়া দিলেও উক্ত প্রকার উপকার দর্শে।

খাদ্যাখাদ্য বিচার।

হিন্দু শাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের অতি সূক্ষ্ম বিচার দেখা যায়। অখাদ্য ভোজনে কেবল যে শরীরের অপকার হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা মনের অবনতি এবং আত্মার ও অধোগতি হইয়া থাকে। মানবের প্রকৃতি ভেদের ন্যায় আত্মারও তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা—সা[ত্ত্বি]ক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক আহ[া]রের দ্বারা ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হয়। রাজ[সি]ক আহারের দ্বারা অহং বুদ্ধি বা আত্ম গৌরবের পুষ্টি হয়। তামসিক আহারের দ্বারা দুর্ব্বুদ্ধির উত্তেজনা হয়, এবং পরের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। গীতায় আছে :—

"আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টাদুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

১৭ অধ্যায় ৮, ৯ ও ১০ম শ্লোক।

যে দ্রব্য আহারের দ্বারা আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহপ্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় আর যাহা হৃদ্য (কোন প্রকার বিকট, অথবা উগ্র গন্ধযুক্ত নহে,) ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্য কটু, অম্ল, লবণযুক্ত, এবং উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষতা-কারক, এবং উত্তাপবর্দ্ধক উহা রাজসিক প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে, ঐ সকল আহারের দ্বারা দুঃখ শোক নানা প্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্দ্ধপক্ক এবং বিরসতাপ্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে) এবং পূতিময়, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার সকল তামস লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।

বাহ্য বস্তু সকলের সহিত মানব প্রকৃতির অকাট্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, বিজ্ঞান ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহ[া] সকলেই দেখিতেছেন জগতে এমন পদার্থ আছে যাহা দ্বারা মানব শরীরের পোষণ ও বর্দ্ধন হয়, আবার এমন পদার্থও আছে, যাহা দ্বারা মানব শরীর অসুস্থ ব[া] ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিথির সহিত ও শরীরে[র] বিশেষ যোগ আছে, তাই পূর্ণিমা [ও] অমাবস্যাতে বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হয়। তিথি বিশেষে কোনও প্রকার খাদ্য শরীরের পক্ষে উপকারী বা অপকারী

হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু শরীরের সহিত আবার মনের অকাট্য নিগূঢ় যোগ আছে। সেই জন্য মাদক দ্রব্য সেবনে মনের বিকার ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অধিক পরিমাণে মাংস ভোজনে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়। যাঁহারা চিত্তশুদ্ধি ও ধর্ম্মসাধনের জন্য সমুৎসুক, সাত্বিক ভোজন তাঁহাদের পক্ষে সেবনীয় এবং রাজসিক ও তামসিক ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

হিন্দু শাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার আছে,তাহা এক্ষণে অনেকের নিকট অতিরিক্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। বস্তুতঃ দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে অনেক বিধি ব্যবস্থা আছে,ধর্ম্মবুদ্ধি, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহার বিচার করা আবশ্যক। এক দেশে, এক-কালে, এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সঙ্গত, অন্য দেশে, অন্য কালে ও অপর ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসঙ্গত হইতে পারে। আমরা [illegible] হিন্দুশাস্ত্রবিহিত তিথি, বার ও মাস বি[illegible] যে নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকা প্রদান করিতেছি, এগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা বিচার করিলে মন্দ হয় না। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

নিষিদ্ধ খাদ্য।

মাস, বার ও তিথি বিশেষে

তিথি	যে দ্রব্য নিষিদ্ধ
প্রতিপদ	দেশী কুমড়া
দ্বিতীয়া	ছোট জাতীয় বেগুণ
তৃতীয়া	পটোল
চতুর্থী	মূলা
পঞ্চমী	বেল
ষষ্ঠী	নিম
সপ্তমী	তাল
অষ্টমী	নারিকেল
নবমী	লাউ
দশমী	কলমী শাক
একাদশী	শিম
দ্বাদশী	পুঁই শাক
ত্রয়োদশী	বেগুণ
চতুর্দ্দশী	মাস কলাই
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা	মৎস্য, মাংসাদি।

মাস বার বা পাত্রে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

বার মাস	লশুন, গাঁজর, পেঁয়াজ, গোময়জাত ছাতা।
তাম্র পাত্রে	দুগ্ধ, দধি, মাংস।
উচ্ছিষ্ট পাত্রে	ঘৃত।
দুগ্ধে	লবণ।
কার্ত্তিক মাসে	বেগুণ, ওল।
,,	মৎস্য, মাংস (বিশেষতঃ শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত)।
কাংস পাত্রে	নারিকেল জল।
মাঘ মাসে	মূলা।

হরি শয়নে (জগন্নাথের পুনর্যাত্রা হইতে রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারি মাস)	কলমী, বেগুণ, মূলা, শণ।	পানে	আগা, মূল, জীর্ণ শিরা।
রবিবার	মাস কলাই, মাংস, মসূর, নিম্ব পত্র, আদা, মধু, মৎস্য, বিল্ব, কাঞ্জি।	ভাদ্রে	লাউ।
		বার মাস	সাদা বেগুণ, গোল শ্বেত কলমির শাক।

(ক্রমশঃ)

আত্ম-সংযম।

(৪০৩ সংখ্যা—১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

২। অন্যায় নিবারণেচ্ছা আমাদের এক সহজ প্রবৃত্তি। ন্যায়ের উপরে ভক্তি আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার। আমরা যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকি, যতক্ষণ কোনও রিপুর উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া না যাই, ততক্ষণ ন্যায়ের প্রতি আমরা অসম্মান করিতে পারি না। মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদিগকে ধর্ম্মপথে থাকিবার এই এক প্রধান উপায় করিয়া দিয়াছেন। তবে আমরা যখন রিপু-পরতন্ত্র হইয়া, স্বার্থ-পরতার জন্য ন্যায়ের অবমাননা করি—অন্যায়কে ন্যায় স্থানীয় করিয়া পূজা করি, সে পশুত্বের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। যাহাহউক অন্যায় নিবারণেচ্ছা প্রবৃত্তি আমাদের পরম শুভ-করী হইলেও ইহারই অসংযতাবস্থাকে আমাদের দ্বিতীয় রিপু "ক্রোধ" বলা হয়। অন্যায় নিবারণেচ্ছা ভিন্ন ক্রোধের সংযত ভাব আর নাই।

যখন হিংসার জন্য বা অহঙ্কারাদির জন্য আমাদের ক্রোধোদয় হয়, তখন সে ক্রোধ আমাদের যমস্বরূপ। বিবাদ, কলহ, অন্যকে প্রহার, আত্মহত্যা, অন্যকে হত্যা, ইত্যাদি রোমহর্ষণ ভয়ানক ব্যাপার ক্রোধ হইতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অসংযত ক্রোধী ব্যক্তিই এ জগতে "রাক্ষস" শব্দের বাচ্য। একটু বেশী মাত্রায় রাগ হইলে মনের শান্তি, বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য যে একেবারে বিনষ্ট হয়, এ বিষয় নিজজীবনে কে অনুভব না করিয়া-ছেন? আবার ক্রোধ হইতে যে ভয়ানক পীড়া এবং পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে, অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এ জগতে যিনি সংযম অভ্যাস করিতে চাহেন, ক্রোধ রিপুকে বশীভূত করা তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য। নিজ নিজ অবস্থা ও উপযোগিতা বুঝিয়াই মানব ক্রোধ সংবরণ করিবেন।

ক্রোধের প্রথম আবেগই অতি ভয়ানক। রাগ উপস্থিত হইতেছে, সেই সময়ে যদি সংযত করা যায়, তাহা হইলে রাগ আপনা

হইতেই থামিয়া যায়। এই সংযমনের জন্য যাহাতে ক্রোধ জন্মে, এরূপ কথা বলা এবং শুনা পরিত্যাজ্য; যাহাকে দেখিলে ক্রোধের উদ্রেক হয়, সে ব্যক্তির সংস্রব পরিত্যাজ্য। ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে বুঝিতে পারিলেই মৌনভাবে কোনও নির্জ্জন স্থানে যাইয়া মনকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত করাই উৎকৃষ্ট উপায়। সে সময়ে ক্রোধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভগবানের নাম জপ, সঙ্গীত অথবা কাব্য উপন্যাসাদি পাঠে মন দিলে মনের উষ্ণতা দূর হইবে। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্রোধপ্রবণ, কথায় কথায় যাঁহাদের রাগ হয়, তাঁহারা নির্জ্জনে থাকিয়া, স্নিগ্ধস্বভাব বন্ধুর সহিত সদালাপ, শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত বাদ্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যানুশীলন করিলে তাঁহাদের "বদ্ মেজাজি" দূর হইয়া স্বভাব মধুর হইবে। আর এক কথা, দুর্ব্বল, পীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত হইলে রাগ বেশী হইয়া থাকে। অতএব শরীর এবং গৃহের উন্নতি ও মঙ্গলজনক কাজে অবহেলা করিয়া কেহ নিজ দুর্ভাগ্যের পথ মুক্ত করিবেন না।

মানব ক্রোধ সংযমন করিবেন, কিন্তু অন্যায় নিবারণেচ্ছা যেন পরিত্যাগ না করেন। মহাদেবের যে ক্রোধে "দুর্ব্বলতা" পুড়িয়া "ভস্ম" হইয়াছিল, সে ক্রোধ "ক্রোধ রিপু" নহে, অন্যায় নিবারণেচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ যে ক্রোধের সহিত অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি দিতেছিলেন, সে ক্রোধ ক্রোধ রিপু" নহে, অন্যায় নিবারণেচ্ছা। রাজা যে দুরাচার প্রজাকে দমন করেন, গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রী যে দুর্বৃত্ত আত্মীয়কে শাসন করেন, তাহাও "ক্রোধ রিপু"র চরিতার্থতার জন্য নহে, অন্যায় নিবারণেচ্ছার জন্য। তাই বলিতেছি আমাদের ক্রোধ সংযত হউক, কিন্তু অন্যায় নিবারণেচ্ছা যেন আমরা কখনও ত্যাগ না করি, তাহা করিলে আমাদের কর্ত্তৃক ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনেক নিষ্ফল হইবে।

কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহাতে একটু গোলমালের কথা আছে। মনুষ্য-চরিত্র অপূর্ণ। সাধারণের ত্রুটি অনেক। আমার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে অন্যায় কাজ করিতে পারে, তাহাদিগকে শাসন করাও আমার অনিবার্য্য। এইরূপ শাসন করিব, অথচ রাগ হইবে না, ইহা কি সাধারণ মানবের সাধ্য? প্রকৃত পক্ষে রাগ তো আর অন্য কিছুই নহে, অন্যায় নিবারণেচ্ছারই বিকৃতি। অতএব অন্যায় নিবারণ করিতে করিতে সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রোধের বশীভূত হওয়া সাধারণ মানবের পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনেক স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ভগবদ্গীতায় মানবকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল উপদেশের সারাংশ এই যে, মানবকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, ক্রোধের ভান করিতে হইবে। যে পাপী, তাহাকে

শাসন করিবার ভার তোমার উপরে থাকিলে তুমি তাহাকে যথাযোগ্য শাসন করিবে—ইহাই তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। কিন্তু সাবধান সাবধান, রাগ যেন তোমার চিত্ত স্পর্শ না করে। সে যে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত, সেই অন্যায় কাজ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য মৃদুতাই এখানে আবশ্যক। তাহাতে যদি কা-সিদ্ধ না হয়, তবে উগ্রতা আবশ্যক; কিন্তু সাবধান সাবধান, তুমি মনে রাখিও, সে উগ্রতা একটা অভিনয় মাত্র। ভগবানের কাজ করিবার জন্য তুমি একটা ব্যবসায় করিতেছ মাত্র—তাহা তোমার স্বার্থপরতার জন্য নহে। এইরূপে ক্রোধ জয় করিয়া "ক্রোধী" হইতে পারাই প্রকৃত ক্রোধ-সংযমীর কার্য্য। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা*।

১

কোথা তুমি হে সর্ব্বমঙ্গল!
ছাড়ি এ মরতভূমি,
দয়াময়! কোথা তুমি,
কতদূরে সেব! তব আনন্দের স্থল?—
সেই প্রাণারামপুর
কহ নাথ, কতদূর,
নাহি যথা জরা, মৃত্যু নাহি অমঙ্গল,
কোন্‌খানে আছ তুমি, হে সর্ব্বমঙ্গল!

২

কোথা তুমি হে সর্ব্বমঙ্গল!
তোমার এ বসুন্ধরা,
কেবলি আতঙ্ক-ভরা,
এই আছে এই নাই জীবন চঞ্চল!
সহসা অজানা ঝড়ে,
মণি কত খসি' পড়ে,
পোড়ায় নন্দন বন, মহা দাবানল!
কেমনে সহিছ তুমি, অনন্তমঙ্গল!

৩

কোথা তুমি হে সর্ব্বমঙ্গল!
রণরঙ্গে ঘন ঘটা,
সে বাসন্তী শ্যামছটা,
বিনাশিল—ফুরাইল শোভা নিরমল!
আঁধারি সাধের গেহ,
চলি যায় কত কেহ,
ভেঙে দিয়া বজ্রাঘাতে কত মর্ম্মতল!
এ সময়ে কোথা তুমি, হে সর্ব্বমঙ্গল!

৪

আতঙ্কে পড়িছে প্রাণী অবশ হইয়া,
কত যে প্রভাত-রবি
উজল পবিত্র ছবি,
উষা-কোলে অস্ত গেল আঁধার করিয়া!

---

* অতি অল্পদিন হইল কলিকাতাপ্রবাসী মাতৃভূমির কয়টী উজ্জল রত্ন খসিয়া পড়িয়াছেন ডাক্তার অমূল্য চরণ বসু, উকীল গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি তাহারই মধ্যে। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

ফুটিতে ফুটিতে একি,
কুসুম ঝরিল দেখি!
সোণার শশীটী রাহু ফেলিল গিলিয়া!
আদর, যতন, আশা মরিল পুড়িয়া!

৫

কতদূরে আছ নাথ! শুনিছ কি হায়!
মানব নিয়ত কাঁদে কত যাতনায়?—
কোনখানে কাঁদে কেহ,
ভুলিয়া মমতা স্নেহ,
চলি গেছে প্রিয়তমা—কাঁদে বা কোথায়
"ফেলিয়া কোলের ছেলে,
মা গো! আজ কোথা গেলে"
কেহ বা "প্রাণের ভাই অই চলে যায়!"
কেহ সাধে "প্রিয় পতি!
দাসীর ভরসা, গতি,
কেমনে ছাড়িয়া যাও অবলা আমায়!"
কেহ ডাকে "যাদুমণি! ফিরে বাড়ী আয়?"

৬

এত বিষাদের ভরা অবনী তোমার,
নরের দুর্ব্বল প্রাণ,
হয়ে পড়ে শতখান,
সহিতে এ মহা বজ্র পারে না যে আর!
বুঝি না তোমার ভাষা;
বুঝি না বিশ্বের আশা,
বুঝি শুধু এত ব্যথা নহে সহিবার—
অবোধ মানব, দেব! বুঝিব কি আর!

৭

তহি ডাকি, কোথা তুমি অনাদি মহান্!
ছাড়িয়া আনন্দ-ভূমি,
ধরাতলে এস তুমি,
দেখ কত দুঃখী—তব স্নেহের সন্তান!
যত বুক আছে খালি,
শান্তি সুধা দাও ঢালি,
বেঁচে যাক, বেঁচে-মরা শোকাতুর প্রাণ।
ভাঙা হৃদি যোড়া দিতে,
অসহন সহাইতে,
তোমা বিনা কার সাধ্য, কে ক্ষমতাবান্?
তব বরে তিলে তিলে
শোক তাপ নরে গিলে,
কালকূট বিষ যথা গিলিলা ঈশান!—
দাও শক্তি, দাও শান্তি, সর্ব্বশক্তিমান্!

শ্রীমা—

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

(৪০১ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুদিগের অপরিমেয় কীর্ত্তি এবং সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির অবসান হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গুরুজনের প্রতি ভক্তির অভাবে—বিশেষতঃ মাতা, পিতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির অভাবে আমাদিগের প্রত্যেক পরিবারে ভীষণ অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। যে গৃহে মাতা পিতা দেবতারূপে পূজিত হইতেন, বর্ত্তমান সময়ে সে গৃহে বয়স্ক সন্তানগণ বৃদ্ধ মাতা পিতাকে কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ ও লুপ্তবুদ্ধি বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। পরমা-

ঙ্কনীয় জনক জননী ভক্তি ও শ্রদ্ধাস্পদ না হইয়া উপহাসাস্পদ হইতেছেন! কোথায় সন্তান পিতা মাতার নিকট বিনীত ও আজ্ঞাবহ থাকিবে, আর কোথায় জনক জননীই সন্তানের সহিত নম্র হইয়া কথা না বলিলে ও তাহার অবাধ্য হইলে সেই বৃদ্ধ জনক জননীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না! সুশিক্ষিত পুত্রগণ মাতাপিতার শাসনে থাকা অপমানজনক মনে করেন; কারণ বৃদ্ধ পিতা মাতা সন্তানকে আদেশ করিতে বা তাহার ত্রুটী দেখাইতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পুত্রের বিবাহদ্বারা পিতামাতার সুখের আশা বৃথা। আজকাল নববধূর শ্বশুরালয়ে আগমন শ্বশুর শাশুড়ীর পক্ষে সুখের না হইয়া অনেকস্থলে দুঃখেই পরিণত হইয়া থাকে। সুখ, শান্তি ও আনন্দ পরিবর্দ্ধণের জন্য জনক জননী পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন, ...থায় পুত্রবধূ গৃহে আগমন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা দ্বারা, তাঁহাদিগকে সুখী ও আনন্দিত করিবেন; না, কোথায় তদ্বিপরীতাচরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে দুঃখে ও কষ্টে ম্রিয়মাণ করেন। বধূকে শাসন করিতে গেলে অনেক সময়ে পুত্রের ভৎর্সনা শুনিতে হয়। পরম পূজনীয়া জননী বা শাশুড়ী সর্ব্বদা পুত্র ও বধূর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন। এজন্যই বোধ হয় বৃদ্ধাদিগের মধ্যে "যতদিন শেবে মূত, ততদিন কোলে পুত" এই প্রবাদ বাক্যটী সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। কার্য্যকলাপেও ইহার সত্যতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষিতা বধূগণ শাশুড়ীর আদেশ মত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করা মূর্খতা মনে করেন। তাঁহারা দিন দিন ননীর পুত্তলীপ্রায় হইয়া উঠিতেছেন। স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক আত্মীয়মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়া আহার করান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। স্বহস্তে গৃহকার্য্য সমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অতিশয় নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করেন। সন্তানগণের লালনপালনের ভার দাস দাসীর উপর ন্যস্ত করেন। এতদ্দ্বারা সন্তানগণের স্বাস্থ্য-বিহীনতা অথবা চরিত্রের অবনতির বিষয় চিন্তাও করেন না। অনেকে দিবানিশি পুস্তক হাতে করিয়া থাকাকেই উচ্চকার্য্য বলিয়া মনে করেন।

'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়াছে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় তাদৃশ প্রীতিপূর্ণ ভাব নাই। এক ভ্রাতা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত, অন্য ভ্রাতা সপরিবারে আত্মসুখে নিমগ্ন আছেন! এক ভ্রাতা অপরকে তাদৃশ স্নেহ অথবা ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারেন না। হিংসা ও দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তির স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আবার অনেক সময়ে ইহাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে পরিবারের মধ্যে যাহার স্বামী অধিকতর ক্ষমতাবান্, পরিবারে তাঁহার আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ততই প্রবল হয়। তিনি গুরুজন বা অপরাপর আত্মীয়মণ্ডলীকে যথোপযুক্ত সম্মান ও স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন না। তিনিই বাড়ীর 'সর্ব্বেসর্ব্বা' হইয়া দাঁড়ান। এরূপ অবস্থায় পারিবারিক সুখশান্তি লাভ অসম্ভব হইয়া

পড়ে এবং গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ত্তমান সময়ে, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি দ্বারা একটী গণ্ডী প্রস্তুত করিয়া আমরা তন্মধ্যে বাস করিতেছি এবং বিমল সুখশান্তির পরিবর্ত্তে অসুখ ও অশান্তি গৃহ পরিবারকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। গৃহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক অশান্তির মূলে যে স্ত্রীলোক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ পুরুষ আজীবন স্ত্রীলোক দ্বারাই পরিচালিত হন। তিনি শৈশবকালে জননী দ্বারা রক্ষিত ও পালিত হন। এই সময়ে স্নেহময়ী জননীর চরিত্র ও ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। যৌবনে গৃহিণী তাঁহার পরামর্শদাত্রী ও পথপ্রদর্শিকা হন। স্ত্রী যে পথের অনুসরণ করিতে বলেন, স্বামী ন্যায় অন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া তাহারই পশ্চাদ্গমন করেন। তাই আমাদিগের দেশে "গিন্নির দোষে গৃহস্থ নষ্ট" এই প্রবাদটী শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রবাদটী নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রতীত হয় না। যেহেতু স্ত্রীলোকেই গৃহরাজ্যের রাজ্ঞী। বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, তাঁহারও সাধ্য নাই, তাঁহার কথা অবহেলা করেন। কাজেই তিনি স্বামীকে যে পথের অনুসরণ করিতে বলেন, তিনি জ্ঞানবিরহিত পুত্তলবৎ তাহারই অনুসরণ করেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই পারিবারিক সুখ অসুখ, শান্তি অশান্তির মূলে স্ত্রীলোক বিদ্যমান। (ক্রমশঃ)

সংখ্যাবাচক পদার্থ।

শতকিয়া পড়াইবার পূর্ব্বে শিশুদিগকে সংখ্যাবাচক কতকগুলি পদার্থের শিক্ষা দান অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে প্রচলিত। ইহাতে দুইটী উপকার আছে। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা সংখ্যা বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান হয়, দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি তত্ত্ব শিক্ষা হয়। একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পঞ্চ বাণ, ছয়ে ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নয় নবগ্রহ, দশে দিক্—১০টী সংখ্যার সহিত দশটী বিষয়ের জ্ঞান সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই রূপ রচনার অবশ্য ইতিহাস ও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু এখন তাহা ঠিক্ বুঝা যায় না। যতদূর পারা যায় আমরা ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণের চেষ্টা করিব। একটী বস্তু বুঝাইতে হইলে আকাশের নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বল একমাত্র চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাই একে চন্দ্র। চন্দ্রের কখনও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি কখনও ক্রমে ক্রমে হ্রাস দর্শন স্বাভাবিক ইহাতে, দুইপক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। আমরা দুইটী চর্ম্ম

চক্ষু দ্বারা চন্দ্র, আলোক, অন্ধকার প্রভৃতি সকল দৃশ্য বস্তু দর্শন করি, কিন্তু এই দুই চক্ষু ছাড়া আর একটী চক্ষু আছে, তাহা প্রজ্ঞা চক্ষু। মহাযোগী শিব ত্রিনেত্র বলিয়া বর্ণিত। তিনি সামান্য দুই চক্ষু ব্যতীত তৃতীয় চক্ষু প্রজ্ঞা চক্ষুতে ভূষিত। প্রত্যেক যোগীর এই অন্তশ্চক্ষু জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় এবং তাহাদ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্য ও জ্ঞানরাজ্যের বিষয় সকল দর্শন করিয়া থাকেন। সকল জ্ঞানের তত্ত্ব ৪ বেদে নিহিত, সেই চারি বেদ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, সকল হিন্দুর চির-পূজনীয়। পঞ্চবাণ কামদেবের ধনুর ৫টী বাণ, যাহাতে সকল জীবকে বিদ্ধ করিয়া থাকে, মহাদেব যোগপ্রভাবে এই বাণ ব্যর্থ করিয়া কামদেবকে ভস্ম করিয়াছিলেন। ছয় ঋতু গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ধরাবাসীদিগকে পর্য্যায়-ক্রমে এই সকল ভোগ করিতে হয়। সাত সমুদ্র হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কার অনুসারে লবণ ইক্ষু, সুরা, সর্পী, দধি, দুগ্ধ ও জলের সমুদ্র। এ গুলি এখন কল্পিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অষ্টাবসু ৮টী ভাই, যাহারা কুরুরাজ সান্তনুর ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে ভীষ্ম একজন। নবগ্রহ পৌরাণিক শিক্ষামতে রবি, সোম প্রভৃতি ৭ বার এবং রাহু ও কেতু। জ্যোতিষীরা ইহা দ্বারা মানবের ভাগ্য নির্ণয় করেন। দশ দিক্ দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম চারি দিক্, বায়ু, অগ্নি, ঈশান ও নৈঋত চারি কোণ এবং উর্দ্ধ ও অধ আরও দুই দিক্। এই দশ দিক্ ছাড়া আর দিক্ কল্পনা হয় না।

প্রাচীন সংখ্যাবাচক যে পদার্থ সকলের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা অনেক কারণে এখন প্রথম শিক্ষার ঠিক্ উপযোগী নয়। আমাদিগের মতে এই তালিকার সংশোধন করা আবশ্যক হইয়াছে। দশটী সংখ্যা-বাচক অনেক বস্তু আছে, প্রয়োজন বিবেচনায় সংখ্যা সকলের সহিত তাহাদের সংযোগ করিয়া বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা যায় এবং বয়স্ক ব্যক্তিগণও এই অঙ্কগুলিকে নীতি-জ্ঞানের সঙ্কেত করিতে পারেন। দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবদিগের নিধনের জন্য যতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাহাদিগকে স্থাপিত করেন, তখন মহামতি বিদুর যুধিষ্ঠিরকে সঙ্কেতে কতকগুলি পরামর্শ দেন। তাহার একটী উপদেশ এই—

"একয়া দ্বে বিনিশ্চিত্য ত্রীন্ চতুর্ভির্বশে কুরু। পঞ্চ জিত্বা ষড়্ বিদিত্বা সপ্তহিত্বা সুখী ভব।

ইহার অর্থ এই এক বুদ্ধি দ্বারা দুই পথ পাপ ও পুণ্য নির্দ্ধারণ করিয়া চারিটী দ্বারা অর্থাৎ সাম; দান, বিধি ও ভেদ এই চারি উপায় দ্বারা তিনটীকে অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিভুবনকে বশীভূত কর। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগ-বান্‌কে জানিয়া সাতটী আপদ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও।

এক একটী অঙ্ককে এইরূপ সঙ্কেত

করিয়া বৈষয়িক বা আধ্যাত্মিক অনেক উপকার লাভ করা যায়। সংশোধিত তালিকা সম্বন্ধে মত দিবার পূর্ব্বে এক একটী অঙ্কে কত পদার্থ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। ইহা দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণ আপনাদিগের মত নির্দ্ধারণের অনেক সহায়তা লাভ করিবেন।

এক—ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, চন্দ্র, সূর্য্য, ক্ষিতি, আকাশ, গণেশদন্ত, শুক্রচক্ষু, বুদ্ধি।

দুই—ক্ষর (সৃষ্টবস্তু) ও অক্ষর (ঈশ্বর), প্রকৃতি ও পুরুষ, আত্মা ও পরমাত্মা, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ, নদীকূল, অসিধার, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, পথ (পাপ ও পুণ্য বা হিতাহিত), ইহকাল ও পরকাল, গতি (স্বর্গ ও নরক), পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী গুরু শিষ্য, এবং শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব।

তিন—নেত্র, কাল (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান), লোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অথবা ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গঃলোক), ত্রিসন্ধ্যা (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং), ত্রয়ী (বেদত্রয় ঋক্, যজু ও সাম), গুণ (সত্ত্ব, রজ ও তম), ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর), ধাতু (বাত, পিত্ত ও কফ), ত্রিবিক্রম (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালব্যাপী যাঁহার ত্রিপাদ), ত্রিপত্র (বিল্ব), ত্রি-পতাকা (তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা), ত্রিতাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক), অগ্নি—(দাক্ষিণাত্য, গার্হপত্য, ও আহবনীয়), শপথ, স্বস্তি ও শান্তিবাচনে (তিন তিন বারের বিধি), ত্রিকটু (শুঁট, মরিচ ও পিপুল), ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া), ত্রিপথ (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল), ত্রিধারা (ভাগীরথী, মন্দাকিনী ও ভোগবতী), ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম), ত্রিশূল, ত্রিকূট (পর্ব্বত), ত্রিকণ্টক (বৃহতী, অগ্নিদমনী ও দুস্পর্শ), নাড়ী (ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না), স্বর (তারা, উদারা ও মাদারা), ত্রিকায় (বুদ্ধদেব), ত্রিকার্ষিকী (নাগর, অতিবিষা ও মুস্তা), ত্রিরেখা (ললাট-কুঞ্চন রেখা), ত্রিকোণ (ক্ষেত্র), ত্রি-ক্ষার (যবক্ষার, টঙ্কণ ও সজ্জিকা) ত্রিপদ, ত্রিদণ্ড (বাক্য, মন ও কায়) ত্রিগ্রন্থি (ভূর্ভুব স্বঃ), ত্রিদিব (তিন দেবতার স্থান—স্বর্গ)। ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত ও কফের দোষ), ত্রিপদী (ছন্দ), ত্রিপুটী (জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়), ত্রিপুণ্ড্র (কপালে ভস্মকৃত তিন রেখা), ত্রিপুর (এই অসুর স্বর্ণ, রজত ও লৌহদ্বারা তিন পুর নির্ম্মাণ করিয়া ত্রিলোক পীড়ন করিত), ত্রিসবন (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা স্নান), ত্রিবিদ্যা (সত্ত্ব, রজ ও তম), ত্রিমদ (মুস্তা, চিত্রা ও বিড়ঙ্গ), ত্রিমধু (শর্করা, মধু ও সর্পী), ত্রিপাদ (দোষ), ত্রিযামা (প্রথম, মধ্যম ও শেষ রাত্রি), ত্রি-লবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও রুচ), ত্রিলোহ (সুবর্ণ, রজত ও তাম্র), পাপ ও পুণ্য (কায়িক, বাচিক ও মানসিক), ত্রিরাত্রি (অশৌচ ও তীর্থবাসের জন্য), ত্রিবেণী (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সংযোগ ও বিয়োগ স্থান), ত্র্যস্পর্শ (এক দিনে তিন তিথির যোগ)। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। অষ্ট্রিয়ার মৃত সাম্রাজ্ঞী এলিজেবেথের শবদেহ ভিয়েনা কাপুচিন গির্জায় তাঁহার পুত্র ডিউক অফ রুডল্‌ফের সমাধিপার্শ্বে সমাহিত হইয়াছে। সম্রাট্ উইলিয়ম-প্রমুখ রাজন্যবর্গ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সাম্রাজ্ঞীর সম্মানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতের সর্ব্বস্থানে জাহাজ সকলের মাস্তুল অর্দ্ধ অবনত করিবার আদেশ করেন।

২। বিসুবিয়স পর্ব্বতের পুনরায় অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গলিত ধাতু-স্রোত চারি দিক্ প্লাবিত করিতেছে।

৩। ছোটলাট আগামী নবেম্বরে দার্জিলিঙ্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া কাম্বেল হাসপাতালের নূতন ছাত্রী-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিবেন।

৪। কুমারী রাচেল কোহেন এম বি লেডী এলিগিনের প্রদত্ত ১০০ পাউণ্ড ছাত্রীবৃত্তি লইয়া বিলাতে ডাক্তারী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রশংসার সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আয়র্লণ্ডে রাজকীয় সর্জনদিগের কলেজের "ফেলো" হইয়াছেন এবং ত্বরায় দেশে ফিরিতেছেন।

৫। গত ১৬ই সেপ্টেম্বরে টাউনহলে মহাসমারোহে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর অভ্যর্থনা হইয়াছে। অনারেবল কালী চরণ বন্দোপাধ্যায় সভাপতির আসনে থাকিয়া এবং অনারেবল বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দন-প্রদাতা হইয়া বক্তৃতা করেন।

৬। ধর্ম্মাচার্য্য বিবী ইসাবেলা জাপান সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে জাপানীরা একটী শান্ত, দৃঢ়ব্রত ও অধ্যবসায়শীল জাতি। তাহারা ইউরোপীয় সভ্যতার গুণ ভাগ গ্রহণ করিয়া এবং স্বজাতির পুরাগত দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে।

৭। ইংরাজেরা অমডর্ম্মান যুদ্ধে দরবেশদিগকে পরাভূত করিয়া সগৌরবে জয় লাভ করিয়াছেন।

৮। বেহারের অনেকস্থান জলপ্লাবিত হওয়াতে লুপলাইনের রেলওয়ের সেতু সকল ভগ্ন হইয়া গাড়ী চলার ব্যাঘাত হইয়াছে। শস্যেরও প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

৯। ডাক্তার লুনি ও তাঁহার দুইজন সহযাত্রী বাইসিকেলে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভ্রমণে প্রায় ২ বৎসর লাগিয়াছে।

১০। সম্প্রতি মজঃফরপুরে মৎস্যবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একজন সাহেব বিলাতে প্রদর্শনার্থ কতকগুলি মৎস্য স্পিরিটে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন।

বামারচনা।

প্রকৃতী সখী।

আজিগো প্রকৃতি সখী !
পরেছ শ্যামলা বাস,
হৃদয়ে বহিছে তব
নবীন বরষা শ্বাস।
হরিত লতিকা পাতা,
হরিত বিটপী ঘাস,
গলেতে বারিদ-মালা,
মুখেতে দামিনী-হাস।
শ্যামল বকুল শাখে
বিহগ বিহগী-বাস,
গাইছে মল্লার গীতি,
পরাণে নব উল্লাস।

ঝিম ঝিম স্বরে বারি
মিটায় ধরা-পিয়াস,
শীতলি জীবের প্রাণ
খুলিয়া নিদাঘ-পাশ।
যে দিলা তোমারে সখী
এমন নূতন বেশ,
পার কি দেখাতে তাঁরে
ঘুচাবে মনের ক্লেশ ?
হয়না মুগধ কেন
দেখিয়া তোমার রূপ ?
অতৃপ্ত পিয়াসা প্রাণে
হেরিতে জগত-ভূপ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বরষা।

দশ দিক্ মেঘে ঢাকা আকাশ তপন ;
অবিরল বারিধারা,
স্নান করিতেছে ধরা—
বৃক্ষ লতা ফল ফুল নগর কানন। ১
তাপিত প্রখর তাপে ধীরা বসুমতী,
করিয়া কি সুকৌশল
যত বারিধির জল
বাষ্পাকারে নভপরে উঠালো প্রকৃতি ! ২
স্রষ্টার বিধানে ঘন মেঘে পরিণত,
এ কিরে ভয়াল দৃশ্য
আঁধারে ঘেরিল বিশ্ব,
গভীর গর্জ্জন এবে হয় ক্রমাগত। ৩

আকাশ ধরণীতল ঘেরিয়ে প্রাচীর
দিয়েছে যেন রে ভাই,
কোন দিকে ফাঁক নাই—
দিগন্ত ব্যাপিয়া মেঘ কালিমা গভীর। ৪
মৃদুল মারুত কভু হইছে প্রবল,
বলয় আকারে দেখি,
হাসিছে বিজলী সখী,
গম্ভীর হুঙ্কার করি, উগারি অনল। ৫
ফুটিয়া উঠিল শাখে কদম্ব-কেশর,
নব কিশলয় কোলে
মারুত হিল্লোলে দোলে
সুবাস ছুটিয়া গেল দিগ্ দিগন্তর। ৬

সরসে নলিনী দল ফুটিবারে চায়,
দারুণ বরষা ধারা
করিতেছে ক্ষত পারা,
অাঁখিজলে ছল ছল পতি পানে চায়। ৭
মেঘেতে ঢাকিয়া কায় বরষা-তপন
চুপি চুপি থেকে থেকে,
বারিদের ধাঁধাঁ ফাঁকে
আহত কমল শির করিছে চুম্বন।৮
কুমুদ মুদিয়া অাঁখি উঁচু করি শির,
নলিনীর মাথা খেয়ে
আশাপথ পানে চেয়ে
অপেক্ষায় বসে আছে বরষা শশীর। ৯
কমল বিরস আহা! হইবে অচিরে,
পশ্চিম আকাশে রবি
ডুবালো কনক ছবি
মৃদুল হাসির ছটা শোভে বৃক্ষ-শিরে। ১০
পূর্ণিমার চাঁদ অই মেঘ রাশি রাশি
রঙ্গিন মেঘের রাশি—
বিভাগি, কৌমুদী হাসি
সুধীরে কুমুদ দলে .বর্ষিছে যতনে। ১১
ধূসর ধবল রঙ্গে মেঘ রাশি রাশি
ভাঙ্গিয়া গভীর ঘটা
প্রকাশি বিজলী ছটা
ছুটা ছুটি করে রঙ্গে বায়ুপরে ভাসি।
ধরেছে সুচারু বেশ মোহিনী প্রকৃতি
পরিয়ে নীলিম সাটি,
তাড়িতে কোমর অাঁটি
উড়াইয়ে মেঘাঞ্চল যায় দ্রুতগতি।
পড়িছে বৃষ্টির ফোঁটা ধীরে টুপ টু
ভিজে লতা ভিজে ফুল
ভিজে বৃক্ষে বুলবুল
করিছে কাতরকণ্ঠে করুণ বিলাপ।
বিধাতার সৃষ্টি-লীলা অতি চমৎক
বায়ু মেঘ সহ বৃষ্টি
আবরিয়া জীবদৃষ্টি
আছে সদা অঙ্গভূষা হয়ে বরষার।
চারি দিক থৈ থৈ জলে ভরপুর;
খাল বিল নদী নদ
মাঠ ঘাট গ্রাম্য পথ
খানা ডোবা যত কিছু সরসী পুকুর। ১৬
জলে ডোবা ঘর বাড়ী বিষম ব্যাপার!
পাঁকুয়ে চরণ ক্ষত,
স্ফূর্ত্তিহীন লোক যত,
বাঁচে প্রাণ অস্ত হ'লে দুরন্ত বর্ষার। ১৭

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন।

রাজা রামমোহন।*

হে দেব,
ঘোর অত্যাচারে যবে,
ব্যতিব্যস্ত ছিল সবে,
জ্বলিত অশান্তি-বহ্নি প্রতি ঘরে ঘরে,
উদিলে হে এ ভারতে দেবরূপ ধরে। ১
দীন আমি ক্ষুদ্র অতি,
কোথা মোর সে শকতি,
বর্ণিব তোমার গুণ, সৌন্দর্য্য অপার,
প্রকাশিতে সে মাধুর্য্য অসাধ্য আমার। ২
পার্কার ম্যাট্সিনী বীর,

* গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটি কলেজে রাজা রামমোহন রায়ের ৬৫ বার্ষিক মহোৎসবে পঠিত।

আমেরিকা ইতালীর,
দেখায়েছে ঐশী শক্তি যেরূপ জগতে ;
সেইরূপ ছিলে তুমি এ দীন ভারতে। ৩

কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী,
কেহ ভক্ত, কেহ গুণী,
এ সব নিয়ত দেব দেখি ত সংসারে ;
এত গুণ দেখি নাই কভু একাধারে। ৪

নদী অবিরাম স্রোতে,
ধায় যথা লক্ষ্য পথে,
শত শত বাধা পানে ফিরে নাহি চায় ;
কার সাধ্য কেবা পারে রোধিতে
তাহায় ? ৫

তেমনি তুমিও ছিলে,
সব বিঘ্ন পায়ে ঠেলে,
সাধন করেছ লক্ষ্য সদা প্রাণপণে,
তোমার উপমা বল সাজে কার সনে ? ৬

মহামতি সুনিপুণ,
একেতে অশেষ গুণ,
পার্থিব ধনের রাজা ছিলে না ভারতে,
জ্ঞানে, ধর্ম্মে বীর বলি পূজিত জগতে। ৭

ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য, নীতি,
পবিত্র স্বদেশ-প্রীতি,—
যে সময়ে ছিল সব অন্ধকারময় ;
ভারতে উদিলে তুমি সাধু মহোদয়। ৮

যেই ভাষা ছিল পদ্যে,
প্রবর্ত্তিলে তারে গদ্যে,
তুমিত প্রধান নেতা এ বঙ্গ-ভাষার ;
রাজনীতি-বিশারদ প্রথমে সবার। ৯

ধর্ম্ম-সংস্কারক তুমি,
উদ্ধারিলে জন্মভূমি,
একেশ্বরবাদ দেব করিয়ে প্রচার,
ভারতে ঋষির যাহা ছিল অলঙ্কার। ১০

প্রজ্বলিত চিতানলে,
ভস্মীভূতা হবে বলে,
নারী যবে ব্যোমস্পর্শী ক্রন্দন তুলিত,
বাদ্য ভাণ্ড বাজায়ে তা গোপন করিত। ১১

বিকট পাপের মূর্ত্তি,
সতীদাহ অপকীর্ত্তি,
উজ্জ্বল প্রতিভাবলে করি নিবারণ,
বঙ্গের অশেষ দুঃখ করিলে মোচন। ১২

এমন হিতার্থী বন্ধু,
পবিত্র প্রেমের সিন্ধু,
নারীকুল উন্নতিতে সতত চিন্তিত,
বঙ্গে আর পুনরায় হবে কি উদিত ? ১৩

এবে তুমি স্বর্গবাসী,
বিস্তারিয়ে গুণরাশি,
দ্যুলোক করিছ আলো সৌন্দর্য্যে অপার,
তব জ্যোতিঃ বর্ণে দেব! সাধ্য আছে
কার ? ১৪

এক সত্য রক্ষা তরে
যীশু গেল মৃত্যুপারে,
দলে দলে লোক তাহা করিতে রক্ষণ,
অকাতরে করিতেছে প্রাণ বিসর্জ্জন। ১৫

হে মহান্ বঙ্গরাজ,
বলিতে যে হয় লাজ,
জীবন সঞ্চার বঙ্গে করিলে যেমন,
তোমার চরিত্র বঙ্গে কে করে গ্রহণ ? ১৬

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম,
স্বীয় শাস্ত্রমত মর্ম্ম,
নিঃস্বার্থে স্বদেশসেবা করিলে যেমন,
তব সমদর্শী ভাব কে করে গ্রহণ ? ১৭

তোমা হেন মহামতি,
দেশহিতে সদা ব্রতী,
না পাইলে বঙ্গদেশে উঠিবে না আর ;
অস্থি-চর্ম্ম-সার এবে হয়েছে তাহার। ১৮

প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্মে বীর,
সাধু কাজে মতি স্থির,
মানব দেবতা তুমি ছিলে ত জগতে ;
পুনঃ কি হিতৈষী হেন পাইবে ভারতে ? ১৯

আঠারশ তেত্রিশ সাল,
বঙ্গে এল মহাকাল,
এ বর্ষে সৌভাগ্য-রবি হল অস্তগত,
অন্ধ তামসেতে পূর্ণ করি এ ভারত। ২০

বারই আশ্বিন মাসে,
মধ্য রাত্রি-অবকাশে,
নিঃশব্দে আইল কাল ব্রিষ্টল নগরে,
বঙ্গ-রত্ন হায় হায় নিয়ে গেল হরে। ২১

এস ভাই ভগ্নীগণ,
হয়ে এক প্রাণ মন,
উদ্দীপিত হই মোরা তাঁ গুণগানে ;
প্রীতিভরে করি পূজা অশ্রুকণা দানে। ২২

শ্রীমতী বিনোদিনী সেন।

দুটী চাঁদ।

কোথা গেল তোর,ধন! সে আকুল ক্রন্দন ?
ও ক্ষুদ্র, "নিষ্পন্দ চিত্র,মরি, কি মোহন !
দুইটী উজল আঁখি, শশধর পরে রাখি,
কি মধুর ভাবে যাদু! হলি নিমগন ?
যুগল কপোলে দুটী, সজল মুকুতা ফুটি,
করিতেছে সে শোভায়, আরো মনোরম,
থেকে থেকে চারু হাসি নীরব মাধুরী রাশি
খেলিছে অধর-তীরে, অতি অনুপম !
অনন্ত সুষমা-খনি তোর ও নয়ন-মণি,
হ'বে যেরে ব্যথা খোকা!, চাহিয়া, চাহিয়া,
অনুমানি এতক্ষণে পরিচিত চন্দ্রাননে
পড়েছে তোমার মনে, ফেলেছ চিনিয়া।
ও যে তোর খেলা সাথী ল'য়ে ও রজত-ভাতি
কত খেলা খেলেছিস্ নন্দন কাননে ;
আজি এ অবনী পরে নিরখি সে সঙ্গিবরে
হরষ বিস্ময় বুঝি উছলিছে মনে ?
বয়সের স্মৃতিগুলি প্রীতির কিরণ তুলি,
একে একে উদিতেছে বুঝি হৃদাকাশে ?
ইন্দ্রাণীর সে সোহাগ, উপেন্দ্রর অনুরাগ,
পৌলমীর স্নেহমাখা, সুধাময় হাসে ?
নারদের বেদগান, ভারতীর বিদ্যা দান,
সুররাজ দুর্লভ অঙ্কে আরোহণ ;
কৈলাসে সে নিমন্ত্রণ যোগেশের আলিঙ্গন,
ভবানীর শত শত সাদর চুম্বন ;
অসুরের আবাহন, অমরের নিবারণ,
যাইতে সেথায় তোর সেই আকিঞ্চন ;
মন্দাকিনী নীরে স্নান, অজস্র অমিয় পান,
দেব-ঋষি প্রাণভরা আশীষ বচন ;
অনন্ত অম্বর আর অসংখ্য তারার হার,
শুক্র, বৃহস্পতি আদি প্রিয় গ্রহগণ,
শুভ্র কৌমুদীর রাশি, মধুর বিজলী হাসি
ইন্দ্রের অশনি, ধনু, রবির কিরণ ;
দেব-দেবী-বিমোহন পারিজাত ফুলবন,
বসন্ত মলয়ানিল চির-বিরাজিত ;

কল্পতরু তরুবর-মূলে তোর ক্রীড়াঘর,
অজস্র সে পিককুল আদরে পালিত,
নির্ঝরিণী কলগান, বিহঙ্গ ললিত তান,
সেথা কার দীপ্তিময়ী প্রাতঃ সন্ধ্যাবেলা—
আর(ও) বুঝি ভাব কত কচি হৃদে শত শত
স্মৃতির দুয়ার খুলি করিতেছে খেলা ?
ফিরাইলে অাঁখিতারা, পাছে চাঁদ হয় হারা,
তাই অনিমেষ দৃষ্টি চাঁদের বদনে ;
মরি কি সুন্দর শোভা বিশ্বজন-মনোলোভা,
দু'টি চাঁদ অধঃ উর্দ্ধে নয়নে নয়নে !
ওত আকাশের ইন্দু, অমিয় কিরণবিন্দু
বরষিয়ে, উজলিছে মরত-ভুবন ;
তুইত হৃদয় শশী পুলক-পীযুষ-রশ্মি
বিতরিয়ে, শীতলিস হৃদি-উপবন ।—
তোরা দু'টি সুধাকর, কে অধিক মনোহর
মানস-মুকুরে যদি করি বিলোকন ;
তোর সহ উপমায় হিমাংশু হারিয়া যায়,
অযুত সুধাংশু জিনি তুই অতুলন !
হেন অপরূপ শশী রচিল বিরলে বসি
যেই দেব বিশ্বশিল্পী, চরণে তাঁহার—
যুড়িয়া যুগল করে, ভকতি-উচ্ছ্বাস ভরে
করে বাছা ! মাতা তোর কোটি নমস্কার ।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী।

সন্ধ্যাতারা ।

হাসিতে হাসিতে অচল ধামেতে,
তপন আপন লুকায় কায় ;
সুরক্তিম সেই কিরণ মেখলা,
সাজায়ে সুন্দর ধরণী গায় ।১
মৃদুলে মৃদুলে মধুর সমীর
কাননে ফুটায়ে কুসুম বালা,
ছড়ায়ে সুরভি আপন প্রভাবে
মোহি চরাচর সাজায় ডালা । ২
এ হেন সময়ে গোধূলি ললাটে,
কে তুমিরে বালা উদিলে ওই ;
প্রীতির নিশানা হাসি-ভরা মুখ,
হেরিয়ে অন্তরে মোহিত হই । ৩
আজি নিশীথিনী তমসে আবৃত,
এ ঘোর অাঁধারে কে তুমি বালা,
নিজ প্রভাবলে হয়ে প্রভাময়ী
অসীম গগন করিছ আলা ? ৪
শশিকর দিয়ে বিশাই রচিত—
তুমি কি অমর-বিলাসী ফুল ?
নহে কেন এত নয়ন-রঞ্জন,
না দেখি তোমার রূপের তুল । ৫
শুনিয়াছি আছে চন্দ্রকান্ত মণি,
দেখি নাই কভু নয়নে হায় !
তুমিই কি সেই অমূল্য রতন,
দেখা দাও নিতি নীলিম গায় ? । ৬
অতুলিত রূপ নিরখি তোমার
পরাণ উদাসী মধুর স্বরে,
বলে বারে বারে শিশু সুকুমার
ও উজল মণি দাওমা ধরে । ৭
কিশোরে শৈশবে প্রবীণ হৃদয়ে
যে দেখে তোমার নীলিম গায়;
সে জন উদাসী ও রূপ নিরখি
ও বদনে বালা কি আছে হায় ! ৮

তমসে আবৃত জীবন আমার,
তুমিই করিলে আলো ময় ;
মরুভূমি সম হৃদয়কন্দরে
তুমিই ফুটালে কুসুমচয়। ৯
যদিও কখন জীবন আমার
তমসে আবৃত আবার হয়,
সায়াহ্নের কালে নিরখি তোমায়
সে ঘোর আঁধার করিব লয়। ১০
এইরূপে নিতি গোধূলির ভালে
বিকশিত হয়ো স্বরগ-বালা!
হেরিয়ে তোমায় হৃদয় ভরিয়ে
জুড়াইব আমি প্রাণের জ্বালা। ১২

শ্রীউষাবতী দেবী,
নপাড়া।

ছোট দাদা।

(স্বপ্নদৃষ্টে লিখিত)

কাল কিগো ছোট দাদা তুমি এসেছিলে ?
আটমাস হয় ভাই, তোমা আমা দেখা নাই,
তাই কি স্নেহের ধনে দেখিতে আইলে ?
সেই যে মধ্যাহ্নকালে—আট মাস হয়
দুধ ভাত মেখে রেখে, গিয়াছ স্বরগ লোকে,
আহার করিতে আর পাওনি সময়।
তাই কি আবার ভাই খাইতে আইলে,
সেই দুধ ভাত মাখা, তেমনি যে আছে ঢাকা!
সেরেছে কি কাল ক্ষত নাই আর গলে!
রোগমুক্ত হয়ে কি গো আইলে আবার ?
স্বরগকুসুম বাসে, দেবতার শ্বাসে শ্বাসে
সেরেছে কি ছোট দাদা! সেরেছে "ক্যান্সার?'
সেরেছে কি সে অরুচি—যন্ত্রণা অপার,
সেরেছে কি ছোট দাদা, সেই জ্বালা সেই ব্যথা—
রোগমুক্ত হয়ে কি গো আইলে আবার ?
আর তো পড়ে না রক্ত নাক মুখ দিয়া—
শরীরে কি পাও বল, নহ আর দুরবল,
আরতো খাইতে গলে যায় না বাধিয়া ?
এখন কি পার ভাই সকলি খাইতে ?
নিশ্চয় মরণ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি
আর তো ফেল না অশ্রু বসিয়া শয্যাতে ?
এবে কি প্রফুল্ল ম্লান বদন তোমার!
লয়ে ঔষধের শিশি, বঞ্চিয়াছ দিবা নিশি,
ঔষধ করেছ পান নিত্য অনিবার।
তবুও এ দেশে তোমা রাখিল না আর,
বাঁধিয়া লইয়া গেল, বাধা বিঘ্ন না মানিল,
দুরন্ত কালের চর দুরন্ত ক্যান্সার।
বুঝিল না আমাদের কেহ নাই ভবে,
বালক বালিকা দুটী, সবে উঠিতেছে ফুটি,
গগন করিছে পূর্ণ "বাবা" "বাবা" রবে।
বুঝিল না সুখদার কেহ নাহি আর
একটী সান্ত্বনা কথা, কহিতে জনক ভ্রাতা,
শ্বশুর ভাসুর নাই শূন্য এ সংসার।
তাই কি দেখিতে ভাই আইলে আবার,
কোলে নিতে গিরিজায়, চুমা খেতে উমা মার,
মুছাইতে শোক-অশ্রু প্রিয় বনিতার ?

শ্রী অম্বুজা—

No. 405-6. October & November, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৬ বর্ষ।	আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৫।	৬ষ্ঠ-কল্প।
৪০৫-৬ সংখ্যা।		৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতার গ্রহশান্তি—২৮এ সেপ্টেম্বরের পর আর কোনও "প্লেগ" না হওয়াতে প্লেগ-সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা সকল স্থগিত করা হইয়াছে। কলিকাতা নিরাপদ এবং রাজপুরুষেরাও নিরুদ্বেগ হইলেন দেখিয়া আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি।

পেনী ডাক—আগামী বড় দিন হইতে ভারতবর্ষের যে কোনও স্থান হইতে বিলাত বা ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্য যে কোন স্থানে চিটি এক পেনী বা এক আনা মাসুলে যাইবে। এত দিন মাসুল ৵১০ ছিল।

দেশী সিবিলিয়ান—এ বৎসর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় এককালে ৮ জন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কোনও বৎসর দেশীয়দিগের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন হয় নাই। উত্তীর্ণদিগের নাম:—

(১) মন্মথ কৃষ্ণ দেব, (২) যতীন্দ্র নাথ রায়, (৩) বাঙ্গরামজী বল্লভজী শেঠ, (৪) প্রতাপচন্দ্র দত্ত, (৫) চারুচন্দ্র দত্ত, (৬) যতীন্দ্রনাথ রায় (ঢাকা), (৭) গোকুলচাঁদ বাধওয়ার এবং (৮) গালাফির আলী খাঁ।

মহারাণীর ভ্রমণ—ভারতেশ্বরী স্কটলণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। আগামী ১৯এ নবেম্বর লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন।

রমণীর আত্মোৎসর্গ—কর্ণেল অলকট যে পেড়িয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার শিক্ষকের অভাব হওয়াতে থিওজফিক্যাল সভা উপযুক্ত লোক আহ্বান করাতে আমেরিকার কুমারী

পি, সি, পামার বিনা বেতনে যাবজ্জীবন ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য করিবার ভার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। ইনি শিক্ষকতা-পরীক্ষোত্তীর্ণা এবং ইতিপূর্ব্বেই ষোল বৎসর কাল শিক্ষকতা করিয়া আসিয়াছেন।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্র প্রেরণ—ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ এক জন বাঙ্গালী যুবককে ইটালীতে পাঠাইয়াছেন। তিনি আবার শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ তিন জন বাঙ্গালী ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠাইয়াছেন।

দৈবোৎপাত—গত ১০ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপসমূহে প্রবল ঝটিকা হয়, তাহাতে লক্ষাধিক লোক গৃহশূন্য হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও অন্য অন্য স্থানে বিপন্ন লোকদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞীর উইল—অল্প দিন হইল যে সাম্রাজ্ঞী শোচনীয়রূপে হত হইয়াছেন, তিনি অতিশয় বিচক্ষণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিন মাস হইল তিনি এক উইল করিয়া যান, তাহার প্রথমেই লেখা আছে "মানুষের কখন কি ঘটিবে, সে জানে না।" হায়! তাঁহারই উপর এই কথা খাটিল। ইউরোপের কোন রমণী ইহার মত অলঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন না। তাঁহার অলঙ্কারের কতক অংশ প্রায় কোটি মুদ্রায় বিক্রীত হইয়া ধর্ম্ম এবং দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ সাম্রাজ্ঞীর স্মরণার্থ একটী বিশেষ সম্মানসূচক উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন।

দিনামার রাজ্ঞীর স্মৃতি-সম্মান—আমাদের যুবরাজের শ্বশ্রূ দিনামার রাজ্ঞীর সমাধি-ক্রিয়া গত ১৫ই অক্টোবর সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতবর্ষের জাহাজ সকলের মাস্তল অর্দ্ধাবনত করা হয়।

স্ত্রীর অপমানে নরহত্যা—মান্দ্রাজের এক দেশীয় সুবাদারের স্ত্রী রেলগাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের কামরায় আসিতেছিলেন। তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইয়াছিল, ইহাতে প্লেগ সন্দেহ করিয়া সুবাদারের অজ্ঞাতে তাঁহাকে প্লেগ-হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সুবাদার এই সংবাদ পাইয়া সেই শিবিরে গিয়া উপস্থিত হন এবং স্ত্রীর মুখে কর্ম্মচারীদিগের কঠোর ব্যবহারের কথা শুনিয়া তরবারির দ্বারা তাহাদের দুই-জনকে গুরুতররূপে আঘাত করিয়াছেন। একজন কর্ম্মচারী মরিয়াছে।

আমেরিকার স্ত্রীজাতির উন্নতি—১৮৭০ ও ১৮৯৭ এই দুই বৎসরের তুলনা করিলে মার্কিন স্ত্রীলোকদিগের ব্যবসায় কার্য্য সম্বন্ধে কি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে দেখা যায়!

ব্যবসায়	১৮৭০ সাল	১৮৯৭ সাল
স্থাপত্য	১	৫৩
চিত্র ও ভাস্কর	৪১২	১৫৩৪০
গ্রন্থরচনা	১৫৯	৬১৩৪
ধর্ম্মোপদেশ	৬৭	১৫২২
চিকিৎসা	৫৫১	৭২৯৯
ইঞ্জিনিয়ারিং	০	২০১

আইন	৬	৬৭১
সম্পাদকতা	৩৫	১৪৩৫
বুককিপার	০	৪৩০৭১
রাজকার্য্য	৪১০	৬৭১২
কেরাণীগিরি	৮০১৩	১,৪৩,৪৫৭

মহাত্মা টাটার মহদনুষ্ঠান—পারসী বণিক্ মহাত্মা জে, এন, টাটা ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া বৈজ্ঞানিক শিল্প শিক্ষার জন্য একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। এ কার্য্যে আরও প্রভূত টাকার প্রয়োজন। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসিগণ টাটার মহদুদ্দেশ্য সাধনে সম্যক্ সহায়তা করিবেন।

নাম-মাহাত্ম্য।

নামের যে কি মাহাত্ম্য, অনেক সময় তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। এ বিষয়ের প্রতি একটু মনোনিবেশ করিলেই কিন্তু বুঝা যায় নামই সব। দ্বাপরের শেষে বা কলির প্রারম্ভেই বলুন নামের গুণ একবার বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়। বঙ্গদেশীয় কোন নরনারীকে আর বলিতে হইবে না যে, সত্যভামা-নাম্নী কৃষ্ণের এক প্রধানা মহিষী ছিলেন। কৃষ্ণের অনেক স্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, সত্যভামা স্বামীর হৃদয়ের অর্দ্ধেকের উপর অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সত্যভামা এক সময় এক প্রকাণ্ড ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। স্বামিসোহাগিনী প্রতিজ্ঞা করেন, ব্রত উদ্‌যাপনের সময় স্বামীর ওজনের ধনরত্নাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। উদ্‌যাপনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রত উদ্‌যাপনের অন্যান্য অংশ সমাপ্ত হইবার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ওজন করিবার সময় আসিল। তুলাদণ্ডের এক দিকে তিনি উপবেশন করিলেন। আমি যতদূর জানি, শ্রীকৃষ্ণ আজকালকার বাঙ্গালী বাবুদের ন্যায় স্থূলকায় ও স্থূলোদর ছিলেন না। ইতিহাস-পাঠে ইহাও আমি অবগত হইয়াছি যে, অনেক ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ সময় কলির বাঙ্গালী বাবুদিগকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের "ছিপছিপে" চেহারার নিন্দা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভগবান্ ত তুলাদণ্ডের এক দিকে উপবিষ্ট হইলেন। অপর দিকে দ্বারকা-রাজভাণ্ডার হইতে অসংখ্য ভৃত্য নানা প্রকার ধনরত্ন আনিয়া স্থাপন করিতে লাগিল। অনেক্ষণ ধরিয়া এই কার্য্য চলিল, কিন্তু কৃষ্ণের দিকের পাল্লা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ক্রমে রাজভাণ্ডার উজাড় হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মুখ এক অপূর্ব্ব উজ্জলভাব ধারণ করিল, যদুবংশীয় সকলের মুখ

স্তব্ধ হইয়া গেল, সত্যভামা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। লজ্জা এবং ব্রতভঙ্গের ভয় তাঁহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলিল। ভগবান্ বোধ হয় তুলাদণ্ডে বসিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। মহা গণ্ডগোল চলিতে লাগিল, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ যানে আরোহণ করিয়া সেই "হুলস্থুল" ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "একটী তুলসীপত্র আন।" তুলসী পত্র আনীত হইলে নারদ তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখিলেন। তিনি তুলাদণ্ডের যে দিকে বসিয়াছিলেন, তাহার অপর দিকে যে সব ধনরাজি স্থাপিত হইয়াছিল ঋষিবর তাহা সব নামাইয়া সেই পাল্লার উপর কৃষ্ণনামাঙ্কিত তুলসী-পত্র স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের পাল্লা-সমেত উপর দিকে উঠিলেন। উপর্য্যুক্ত তুলসীপত্র নারদকে প্রদত্ত হইল, সত্যভামার ব্রত উদ্‌যাপন হইল, যদুবংশীয় সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী "হা হুতাশ" করিতে করিতে দেশে ফিরিল এবং নারদ হৃষ্ট-চিত্তে ঢেঁকি হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

এই গল্পের মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিয়াছেন কি? তত্ত্বটী হইতেছে "নাস্তি নাম্নঃ পরং হি কিং" এই তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা দেবর্ষি নারদ। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দুর্লভ সত্যের আবিষ্কার হয় বটে, কিন্তু ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আজও জনসাধারণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। প্রত্যেক গূঢ় তত্ত্বেরই দশা এইরূপ। কোন প্রতিভা-বান্ ব্যক্তি এক সময় উহা আবিষ্কার করেন, কিন্তু অনেক সময় উহা ধর্ম্মের তত্ত্বের ন্যায় বহুকাল গুহায় নিহিত থাকে। পরে কোন এক সুসময়ে উহার প্রচার হয়। ব্রহ্মার মানস-পুত্র নারদ নাম-মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেন বটে, কিন্তু এতকাল তত্ত্বটী প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। আজিকালি আমাদের দেশে কতকগুলি মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রসাদে নামমাহাত্ম্য প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাঁদের কল্যাণে ঋষিবর নারদেরও গৌরব বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

প্রায় ১৫০ বৎসর হইতে চলিল ইংরাজেরা ভারতে রাজত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম কিছুকালত গোলমালেই কাটিয়া যায়। ইংরাজ-শাসন বদ্ধমূল হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের কথা উঠে। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা স্থিরীকৃত হয়। দেশে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইতে না হইতেই ইংরাজীশিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকেরা বুঝিতে পারিলেন যে, সাহেবদের অনেক গুণ এ দেশীয়েতে নাই এবং সেই জন্যই সাহেব ও বাঙ্গালীতে এত প্রভেদ। কি উপায়ে সাহেবদের [illegible] গুণ সকল আমাদের আয়ত্ত হয়,

চারি দিকে তাহার আন্দোলন হইতে লাগিল, এবং নানাপ্রকার পরীক্ষাও চলিতে লাগিল। দেখা গেল সাহেবেরা সুরাসক্ত। শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করিলেন ইংরাজ মহত্ত্বের ভিত্তি সুরার উপর স্থাপিত। তাঁহারা অমনি মদ ধরিলেন এবং দেশে মদের স্রোত বহিতে লাগিল। ইংরাজেরা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আচার ব্যবহারের মস্তকে বিলক্ষণ পদাঘাত চলিতে লাগিল। সুরা-পরীক্ষার সহিত আর এক পরীক্ষাও চলিল। কেহ কেহ ভাবিলেন সাহেবের সাহেবত্ব ইংরাজী লইয়া। ভাষার গুণেই তাঁহারা বড় লোক। অমনি তাঁহারাও ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে, চিঠি পত্র লিখিতে, বক্তৃতা করিতে, বই লিখিতে এবং স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন। দেশীয় ভাষা ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং বর্ব্বরের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল। বাবা, খুড়া, মা, খুড়ী, এবং গৃহিণী অশিক্ষিত বলিয়াই বাঙ্গালার সঙ্গে তাঁহাদের যাহা কিছু সম্পর্ক রহিল। ইংরাজের গুণ প্রাপ্ত হইবার জন্য ঈদৃশ এবং অন্যাদৃশ নানা পরীক্ষা চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কিছু দিন পরে বুঝা গেল এ সমস্ত পরীক্ষা বিফল। মাংস এবং মদ খাইলেই অথবা বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেই ইংরাজের মহৎ গুণসমূহ লাভ করা যায় না।

এ দিকে দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন শিক্ষিত লোকের মনে বিলাত যাইবার ইচ্ছা উদিত হইতে লাগিল, ক্রমে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। বিলাত-গত মহাত্মারা ইংরাজ সমাজে মিশিতে লাগিলেন ও ইংরাজের চালচলন অবলম্বন করিলেন। বাবু গঙ্গাগোবিন্দ দত্ত বিলাত গেলেন, কিন্তু বাবু গঙ্গা-গোবিন্দ দত্তরূপে আর দেশে ফিরিলেন না—তিনি হইয়া আসিলেন জি, জি, ডট্ এস্কোয়ার ব্যারিষ্টার-আট্-ল। বাবু 'কুলভূষণ' বসু ডাক্তার হইতে বিলাত গিয়া ডাক্তার কে, বোস্ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ যে সব শিক্ষিত লোক বিলাত গেলেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে সাহেব হইয়া দেশে ফিরিলেন। ইহাদের প্রায় সকলেরই দেশের ভাষা, দেশের রীতি নীতি, দেশের সমাজনিয়ম দেশীয় নাম লেখা প্রভৃতির উপর বিজাতীয় বিতৃষ্ণা জন্মিল। কত কত মহাত্মার যে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা কে বলিতে পারে? যাঁহারা ইহাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করিতে চান, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পুরাতন ফাইল খুঁজিয়া দেখিবেন। যাহাহউক সংখ্যা লইয়া এখন আমাদের কাজ নাই। ইহাঁরা দেশের যে কি উপকার সাধন করিলেন, তাহাই দেখা যাউক। বিলাত-ফেরতদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সাহেব-দের স[illegible]ও বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল আর বিলাত যাইবার দরকার হইতেছে না। যাঁহারা বোম্বাই কি

মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন, তাঁহারাও ইংরাজী প্রথায় আপনাদের নাম লিখন প্রণালী অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

বটের বীজ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিলেও চলে; যে না দেখে, সে কখনই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, কালে ঐ ক্ষুদ্র বীজ হইতে বনস্পতি উৎপন্ন হয়। দেশের যে সব লোক বিলাত কি বোম্বাই মান্দ্রাজ গিয়া সাহেবী পদ্ধতিতে নাম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহা দ্বারা তাঁহাদের ও দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করান। লোকেও ইহা অন্যভাবে লয় নাই। অনেক অজ্ঞ ও নগণ্য লোকে ইহাদিগকে বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করিত। ইহাদের "কাল চামড়া" " সাহেবী পোষাক দেখিয়া অনেক লোক হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া বলিত ইহারা কলিকাতায় সহজদৃষ্ট গ্যাস-ফিটার ফিরিঙ্গিদের দলভুক্ত হইতে অভিলাষী। মূর্খ লোকেরা জানিত না ইহাঁরা দেশ উদ্ধারের ও সমাজ সংস্কারের বীজ বপন করিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীতে প্রথম হইতেই ইংরাজের উচ্চগুণের অভাব লক্ষিত হয়, এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই অভাব মোচনের উপায় উদ্ভাবনে আপনাদের মস্তিষ্ক প্রচুর আলোড়িত করেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও পরীক্ষা এতাবৎকাল বিফল হইয়াছিল। এখন কিন্তু এক অলৌকিক ব্যাপার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যে সব বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী প্রথম ইংরাজী ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ ইংরাজী ধারায় নাম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইংরাজের যে সব সদ্‌গুণের অভাব নিবন্ধন সমাজ-সংস্কার এত কাল একরূপ বন্ধ ছিল, সেই সব গুণ তাঁহাদের চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত গুণগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহাদের ও বড় বড় ইংরাজদের মধ্যে আর কোনও প্রভেদ নাই।

এদিকে দেশের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। জ্ঞানপিপাসু সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিলেন নামই সব, এবং এই নূতন সত্য প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সত্যটাকে নূতন বলা ঠিক্ হইল না। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ ইহার প্রচার করেন। কিন্তু যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটন-আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ নিয়মাবলী বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যেরা আবিষ্কার করিয়া যান এ কথা লোকে জানে না, তেমনি কে এই সুমহান্ সত্য পূর্ব্বে প্রচার করেন ইহাও অনেকে জানিত না। কিন্তু কোন্ মহাসত্য কবে নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হয়? নামমাহাত্ম্যরূপ পুনরাবিষ্কৃত মহাসত্যটীরও অনেক শত্রু জুটিয়া গেল। সমাজের অনেক অন্ধ অগ্রণীরা এই সত্য-প্রচারকদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন ও নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "এ সব পাষণ্ডদের সত্যের দোহাই দেওয়া

একটা ছল মাত্র ; ইহাদের আসল উদ্দেশ্য সাহেব হওয়া।” অগ্রণীরা নিজমতের সমর্থনার্থে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কুমার, নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্যাতনে কবে ও কোথায় সত্য দমিত হইয়াছে? শীঘ্রই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নূতন মতাবলম্বী হইলেন। যোগেশ চন্দ্র হড় এম, এ, নিকুঞ্জ বিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এ, মনোরঞ্জন দাস এম, ডি প্রভৃতিরা আর ওরূপ ভাবে নাম না লিখিয়া জে, সি, হড়, এম, এ ; এন, বি, মুখার্জি বি, এ ; এম ডাস, এম ডি এইরূপ ভাবে নাম লিখিতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে দেখা গেল যে, যাঁহারা ইংরাজী ধরণে আপনাদের নাম লিখিতে লাগিলেন, তাঁহারা সকল প্রকার ইংরাজী সদ্গুণে ভূষিত হইয়া পড়িলেন। নির্যাতনকারীরাও ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারাই ভ্রান্ত, মনু যাজ্ঞবল্ক্য বুঝিতে পারেন নাই। সত্যের স্রোতে তাঁহারাও গা ঢালিলেন। শাস্ত্রব্যবসায়ী হলধর তর্করত্ন এবং হিন্দুকুলর্ষভ সমাজনেতা জগৎদুর্লভ বসুও হইয়া পড়িলেন এইচ টর্করট্ন ও জি, ডি, বোস্।

এদিকে মহিলা মহলেও গোল উঠিল। তাঁহারও শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারাও বুঝিতেছিলেন——

“না জাগিলে সব ভারতললনা
এ ভারত আর ইত্যাদি ইত্যাদি।”

জাগিবার উপায় উদ্ভাবনা হয় নাই বলিয়াই এতদিন তাঁহারা জাগিতে পারেন নাই। এখন দেখিলেন পুরুষেরা জাগিবার এক অমোঘ উপায় বাহির করিয়াছেন। “প্রমদা পতিবর্ত্তগা” ইহা কবির উক্তি এবং শিক্ষিতা বঙ্গনারী যে সে প্রমদা নন ; দেশের উপকারার্থে, দেশকে জাগাইবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়পদে অসমসাহসে পুরুষপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু মন দৃঢ় হইলেও স্ত্রীলোকের দেহ দুর্ব্বল। সেই জন্য ৩।৪ বার না থামিয়া তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বাবু বাবুরাম রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী হইলেন, প্রথম, শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী রায় ; দ্বিতীয়, মিসেস প্রমীলা সুন্দরী রায়, তৃতীয়, মিসেস পি, এস রায় এবং সর্ব্বশেষ মিসেস বি, আর, রায়। এখানে বলা আব[illegible] যে, আমাদের সুন্দরী[illegible] নামমাহাত্ম্য বুঝিয়া যতই তাঁহাদের নাম-লিখন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ততই বিবিদের নানা সদ্গুণ তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া গেল।

এ স্থলে ইহা বলা উচিত যে, এতদিন উপর্য্যুক্তরূপ নামমাহাত্ম্য প্রচার অনেকটা ইংরাজীতে হইতেছিল। কিন্তু “নদী যবে ধায় সিন্ধুপানে, কার সাধ্য রোধে গতি তার?” ক্রমে ঢেউ বাঙ্গালায় গিয়া লাগিল। প্রথমতঃ হলধর তর্করত্ন মহাশয়, মাননীয় জগৎদুর্লভ বসু এবং শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী তাঁহাদের নাম ইংরাজীতে

লিখিবার সময় ইংরাজী পদ্ধতিতে লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহারা বুঝিলেন যে, ইহাতে সত্যের অবমাননা করা হয়, এবং তাঁহাদের একাগ্রতার অভাব প্রকাশ পায়। যাহা করা উচিত তাহা সর্ব্বতো-ভাবে করা উচিত, এবং সর্ব্বতোভাবে না করিলে উন্নতির পথে বাধা পড়ে। ফল এই হইল যে, বাঙ্গলা কিছু লিখিতে হইলেও তাঁহারা ইংরাজী প্রথায় নাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় আশীর্ব্বাদ পত্রীতে নাম সই করিবার সময় লিখিতে লাগিলেন এইচ টর্করত্ন, বসুজা কোন বন্ধুকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিতে উপসংহারে লিখিতে লাগিলেন "একান্ত তোমারি জে, ডি, বোস্" এবং শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী তাঁর মাতাকে লি পত্রে লিখিতে লাগিলেন ."প্রণতা পি, এস্ (মিসেস বি, রায়) রায়।"

কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই যে আমাদের সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমরা উপরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই উন্নতির প্রধান কারণ ইংরাজী প্রথানুসারে নাম লিখন। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী চালচলন এবং ইংরাজী পোষাক ইহার কতক সহায়তা করিয়াছে সত্য, কিন্তু যত দিন না ইংরাজী ভাষায় নাম লেখা প্রচলিত হইয়াছিল তত দিন উন্নতির স্রোত মন্দ ছিল। উন্নত হইয়াছি বটে, কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধে ইউরোপের প্রধান জাতিদের আমরা অনেক পশ্চাতে। যদি আমরা সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে চাই, যদি আমরা উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে চাই, যদি আমরা ইউরোপীয় জাতিদের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইতে চাই, যদি আমরা জন্মভূমির মুখ সমুজ্জল করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের সাহেবদিগের মহদ্গুণসমূহে ভূষিত হওয়া আবশ্যক; এবং ইহার প্রধান উপায় নামমাহাত্ম্য বুঝা অর্থাৎ বিলাতী প্রণালীতে নাম লেখা। যে দিন দেশের আপামর সাধারণ ঐ প্রথা অবলম্বন করিবে, সেইদিন আমরা জগতের মধ্যে এক প্রধানতম জাতি হইয়া পড়িব।

নাম-মাহাত্ম্যের আর দুই একটী প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। অনেকেই বলেন যে, হিন্দু মুসল-মান হইলেই নাম বদলান। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নাম বদলাইয়া থাকেন। অনেক সময় হিন্দু খৃষ্টান হইলেও নাম বদলান বা পুরাতন নামে একটা নূতন নাম যোগ করেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর তাঁহার নামের অগ্রে "মাইকেল" যোগ করিয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে একজন ছিলেন অতুলকৃষ্ণ কর। খ্রীষ্টান হইয়া হইলেন চার্ল্স্ গুডিভ কর। অনেক দেশীয় খ্রীষ্টান আপনাদের ছেলে মেয়েদের বিদেশীয় নাম রাখেন। এ দেশে টমাস পাঁড়ে বা ইলাইজা মিত্র বড় বিরল

নহে। ইহার কারণ কি? কারণ এক নাম। ইহাঁরা নাম-মাহাত্ম্য বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টান উভয়েরই বিশ্বাস প্রলয় দিনে সকল নর নারীর বিচার হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বর্গে অনন্ত সুখ এবং অন্যান্য সকলের নরকগমির ব্যবস্থা হইবে। সকল লোককেই ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। সুতরাং জনতা হইবে এবং প্রত্যেক লোকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা জানান হইবে। এই অসাধুরী জনতায় পাছে তাড়াতাড়িতে নামের দোষে তাহারও সম্বন্ধে ভুল ব্যবস্থা হয়, সেই জন্যই হিন্দু মুসলমান হইলে এবং অনেক সময় খ্রীষ্টান হইলে নামের সম্পূর্ণ অথবা অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাতে কি নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতেছে না?

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট এলিয়ট সাহেব বাঙ্গালী-বিদ্বেষী এবং সর্ব্বদা বাঙ্গালীদের উন্নতির পথে বাধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। সত্য কি মিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু আমারও এ বিষয়ে একটু সন্দেহ হয়। পূর্ব্বে গেজেটে বাঙ্গালী সিভিলিয়ানদের নাম সাহেবদের ন্যায় লিখিত হইত। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত অথবা ছিলেন আর সি ডট্। কিন্তু এলিয়ট বাহাদুর এ প্রথা রদ করিয়া নিয়ম করেন যে, বাঙ্গালী যে কেহ হউক না কেন, তাঁহার নাম সাহেবী ধরণে না হইয়া পুরা বাঙ্গালী ধরণে লিখিত হইবে। আমার বোধ হয় তিনি নাম-মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীদের নাম সাহেবী রকমে লিখিত হইলে পাছে বাঙ্গালীরা ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে সাহেবদের সমকক্ষ হইয়া উঠে সেই ভয়ে সুচতুর এলিয়ট সাহেব পূর্ব্ব প্রথা পরিবর্ত্তিত করেন।

ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে তাহার অর্থ "নামে আইসে যায় কি?" আমি উপরে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে নামই সব। ইতি—

ডি, এন, বসু।

সুমিত্রা।

(চরিত্র সমালোচন)।

রবীন্দ্রনাথের সুপ্রতিষ্ঠিত "রাজা ও রাণী" নাটকের সুমিত্রা-চরিত অদ্য আমাদের আলোচ্য। উক্ত নাটকে যে কয়টী স্ত্রী-চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুণগরিমায় ও চরিত্রোৎকর্ষে সুমিত্রা শীর্ষস্থানীয়া। চরিত্রের যে সকল গুণে রমণী শ্রেষ্ঠা বলিয়া পূজিতা ও প্রশংসিতা হয়, সুমিত্রায় তাহার প্রায় পূর্ণবিকাশ